এলোকেশী।

(গার্হস্থ্য উপন্যাস।)

কাঁদিয়ে জনমেছিলি, কাঁদিতে কাঁদিতে গেলি,
অদীনা, বিকালি কেন প্রণয়ে আপন।
কেন বা আইলি ভবে, কেন কাঁদাইলি সবে,
বুঝে নিলি, প্রেম খালি অলীক স্বপন !”
‘ভিখারিণী রাণী’—মন্দার ; গ্রন্থকার।

শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা।

কালীঘাট নবীন লাইব্রেরীদ্বারা প্রকাশিত,

সন ১৩০৯।

 মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র।

ভূমিকা।

যে সময়ে আমরা প্রকৃতিদেবীর নিতানু[illegible]লা[illegible] [illegible]বঙ্গের পিরোজপুরে ছিলাম, যখন আমার বয়স নবেমাত্র ত্রয়োদশ বৎসর, তৎকালেই মানস-তনয়া 'এলোকেশী' প্রসূতা হয়। তবে ষোড়শবর্ষে মহামায়া ও রামসুন্দর চরিত্রটি গ্রথিত করিয়াছি, এবং মাঝে মাঝে কএকটি নূতন ভাব নিবিষ্ট করিয়াছি মাত্র। কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার্য্য, শ্রীল সত্যচরণ মিত্রের 'সহমরণ' নামে একটি ত্রিদিবছবি দীনকে কাব্যসুধাস্বাদে সর্ব্বপ্রথম উদ্দীপিত করে।

কাহাকেও দেখাইয়া লইবার প্রবৃত্তি বা কাহারও মতানুযায়ী চলা রোগটা অভাগার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত;—সেজন্য এক বালকের স্বকীয় রচনা বলিয়া, সুধীবর্গ ইহার দোষগুলি পরিহার করিলে, নিশ্চিন্ত হইব।

গৃহলক্ষ্মীরা এই সতী-চরিত্রের শুভ্ররশ্মিতে অনুপ্রাণিত হইলে, আর যুবকেরা পাপপরিণামচিত্রে সচকিত হইলে, গ্রন্থকারের বাল্য-লেখনীধারণ শ্রম হইতে ছাপাখানায় ভূতের বেগারের দারুণ যাতনা পর্য্যন্ত সমস্তই স্বার্থক হইবে!

নবীন কুটীর, কালীঘাট। } শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।
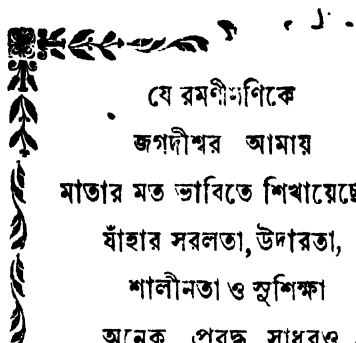
যে রমণীমণিকে
জগদীশ্বর আমায়
মাতার মত ভাবিতে শিখায়েছেন,
যাঁহার সরলতা, উদারতা,
শালীনতা ও সুশিক্ষা
অনেক প্রবুদ্ধ সাধুরও
আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী
যাঁহার আদর্শে
এই কিশোরকল্পনা-কন্যার উদ্ভব,
সেই পরমস্নেহবতী
শ্রীমতী বধূদিদিঠাকুরাণীর
শ্রীপদশতদলে,
প্রগাঢ়ভক্তির অর্ঘস্বরূপ,
চিরক্লেশলালিতা 'এলোকেশী'কে
অর্পণ করিলাম।
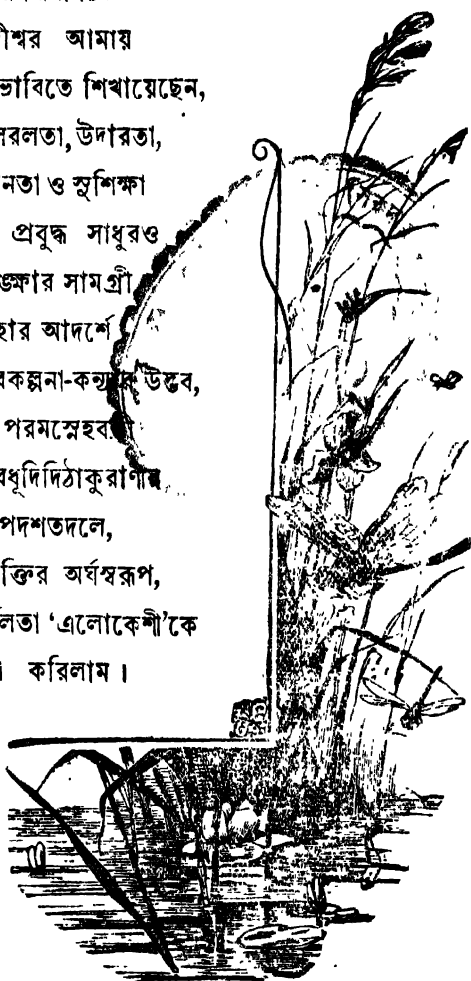
প্রথম ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমরা পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্বের ঘটনা লইয়া আখ্যায়িকা আরম্ভ করিতেছি। হুগলী জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে দেবগ্রাম। দেবগ্রামের বৃদ্ধ প্রাণনাথ ঘোষ বড় জমীদার। তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসরের উপরে উঠিয়াছে। তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছেন, তাঁহার নাম প্রিয়নাথ। তিনিই আজকাল বিষয়কর্ম্ম দেখিতেছেন। আর বড় ভাই জরাজীর্ণ হইয়া শয্যায় পড়িয়া থাকেন। আজ তাঁহার বাত, কাল জ্বর, পরশ্ব-দিবসে আমাশয়, প্রাণনাথের এইরূপ অবস্থা। তাঁহার এক পুত্র, সপ্তদশ-বর্ষীয় প্রফুল্লচন্দ্র; দুই কন্যা,—প্রতিভা ও সুপ্রভা। বড়টীর বয়স অষ্টাদশ বৎসর ও ছোটটীর ত্রয়োদশ হইবে। তাহাদের পিতৃব্যের পুত্র-কন্যা কিছুই হয় নাই।

প্রফুল্ল নববিবাহিত। পিতামাতা, পুত্রবধূর মুখ দেখিতে ও পৌত্রের জন্মে চরিতার্থ হইতে, বঙ্গদেশে যেমন পটু, এমন কোন দেশেত নয়! সে জন্য, পাছে বুড়া বাপ শীঘ্র মর্ত্তধামের ধার শোধ দেন, এই ভয়ে পুত্রকে আগে-ভাগে বিবাহ করিতে হইয়াছে। আর বাল্য-বিবাহের বিষময় ফল বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রাণনাথ বাবু একটী দ্বাদশবর্ষের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। এক বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। নববধূ অতি সম্ভ্রান্তকুলসম্ভূতা, কিন্তু বাল্যকালেই তাহার পিতৃমাতৃ-বিয়োগ হইয়াছিল। এখন কেবল এক দাদা বর্ত্তমান। অবশ্য পিতামাতার মৃত্যুর পর বালিকার মনস্তাপের ও কায়িক কষ্টের অবধি ছিল না। তাই বলিয়া সে চিরজীবনটাই কাঁদিয়া অতিবাহিত করিবারও ইচ্ছা রাখিত না। যখন যে কর্ত্তব্য পড়িত, সে কেমন হাসিমুখে, সবিশেষ ঔৎসুক্য-সহকারে, তাহাই পালন করিয়া ফেলিত।

সুপ্রভা বাল্যকাল হইতেই অতি সহৃদয়া ও বড় গরবিনী। সৌরভ ঝী গল্প করিত, প্রভাকে কেহ কোন সময় কৌতুকচ্ছলে, প্রফুল্লের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে বলায়, সে অত্যন্ত অভিমানিনী হইয়া পড়ে। সমস্ত দিন কিছু খায় নাই বা কাহারও সহিত বাক্যালাপও করে নাই। আর স্বপ্নরাণী কঙ্কাবতীর মত গরব-ভরে ভেলায় না চড়িলেও, প্রভা করুণস্বরে সাশ্রুনয়নে বারবার এই কথা উচ্চারণ করিয়াছিল,—

"ভাই হয়ে হবে স্বামী, কেমনে কাঁড়াব মা।
কঙ্কাবতীর নৌকোখানি হতু যা॥"

লজ্জায় সে সেবেলা প্রফুল্লের নিকট গেল না। তবে প্রফুল্ল যেই, "পুদি, প্রজাপতি নিবি আয়!" বলিয়া উঠিল, অমনি চঞ্চলা

সব কথা ভুলিয়া ভাইয়ের কাছে নির্ভয়ে ছুটিয়াগেল। নববধূ প্রথমবার শ্বশুরালয়ে আসিলে, "বৌদিদির মুখখানি দেখি ?" বলিয়া প্রভা তাহার ঘোমটা খুলিল। এলোকেশী তাহার সুমধুরস্বরে ও কথার ভাবে তাহাকে ছোট ননদিনী ভাবিয়া চক্ষু মুদিতে বিস্মৃত হইল, এবং হাসিভরামুখে প্রভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—সে আঁখি-চতুষ্টয় সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের প্রেমের যথেষ্ট গাঢ়তা জ্ঞাপন করিয়া দিল ! প্রতিভা এলোকেশীকে যত্ন করিতে লাগিল, প্রভা তাহার সহিত হাসি-তামাসা করিবার ভার লইল। এইরূপে মনের সুখে কয় মাস বেশ কাটিয়া গেল।

এক দিন সকাল বেলা সলিলা নদীর পার্শ্বস্থিত তাহাদের বাড়ীর পশ্চাতের বনে, সুপ্রভা বসিয়া কি ছাই এক ফুলমালা গাঁথিতেছে, মাঝে মাঝে মুখে হাসি ফুটিতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই যেন আবার সে কিসের ভাবনায় ডুবিয়া যাইতেছে। মুখে-চোখে গভীর চিন্তার রেখা দেখা দিতেছে। ঘাম তেমন কোমল অঙ্গ, বোধ হয়, আর পায় না, : তাই অবিরত ঝর-ঝর পড়িতেছে। নব-বিবাহের এমনই প্রভাব যে পাত্র-পাত্রী তাহার মিষ্টতা অনেকদিন পরেও ভুলিতে পারে না ! সুপ্রভা এখনও যেন সেই ভাবে বিভোর হইয়া মালা গাঁথিতে বসিয়াছে। এমন সময়ে এক বামাকুল-ললামভূতা চম্পক-বরণা ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া অসামান্যা সুন্দরী মরাল-গতিতে আসিয়া, রাজাদের আদরের কাকাতুয়া পাখীর ন্যায় তীব্র-কণ্ঠে বনস্থলী কাঁপাইয়া বলিল,—"ওরে, তাইত বলি, পাগলী বোনটী আমার নির্জ্জনে এসে ব'সে রয়েছে। দশদিক খুঁজে বেড়াই, প্রভাকে না পেয়ে, বড়ই মলিন হয়ে গিয়েছি। আচ্ছা, ভাই ঠাকুরঝি ! নির্জ্জন বনে না এলে কি আর একজনকে

মনে ঠিক এঁকে ভুল্‌তে পারিসনে ?”

“কে–সে এক জন ?” নিরীহ প্রভা কাতর স্বরে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া সদুত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

“না ভাই, তুই যদি রাগ করিস, কি কাঁদিস ? তা, আর সে কথা আমি ব'লব না।”

“সে কি, বৌদিদি ! তুমি ত কখনও আমাকে কাঁদাও নাই। একদিনও কাহার চোখের জল দেখ নাই, দেখিতে পার না। এমন কথা কি ব'লবে, যাতে আমি কাঁদ্‌ব ?”

“না, কি কথায় কি হবে, ঠাকুরঝি, দরকার কি বলে ?”

সুপ্রভার বুদ্ধিমতী বৌদিদি—শ্রীমতী এলোকেশী দাসী –কথা বাড়াইয়া, যাহাকে সে ভালবাসে তাহার মনে ব্যথা দিতে অসম্মত হইল। প্রভারও তত মনের উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। এই-রূপই হয়, একে ক্ষুদ্র বালিকা, তাহাতে আবার অতি সরল ! এই বার সে এলোকেশীর কাপড়ের এক ভাগ জোরে ধরিয়া বলিল,—“তুমি তবে কথা পাড়লে কেন, তোমায় বলতেই হবে। তুমি রামী বুড়ীর নাতি-নাত্নীকে চব্বিশ-ঘণ্টা কত কি গল্প বল্‌তে পার, নারাণী দিদির ছোট ছেলেটাকে কেবল কোলে-বুকে ফেলে সোহাগ করিতে পার, আর গরীব কিনা আমি, তাই আমাকে কেহ দয়া করিয়া একটী কথা বলিয়াও মনের দুঃখ দূর করে না ?”

তাহার বৌদিদির মনে বড়ই আঘাত লাগিল। তাহাদের দুজনের মধ্যে যে কত ভাব, তাহা গ্রামের শত-লোকে শত-মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারে না; তাহারা গা ধু'তে, খেতে, চুল বাঁধ্‌তে, শু'তে একত্র। দুটী হৃদয় ছিঁড়িয়া এক করিলে তৎকালেই জীবনের শেষ হইবে, নতুবা তাহারা সে কাজ করিতেও নারাজ

নহে! প্রভা ভাবিত, তাহার বৌদিদির মত সুশীলা ও দয়াময়ী মেয়ে-মানুষ আর হয় না; সেই বৌদিদি একটী কথার উপকারও করিল না, এ কি কম দুঃখ? তাই বালিকা অবিবেচনা-মূলক অভিমান দেখাইয়া কোমল-হৃদয়া বৌদিদির মনে ক্লেশ-শেল নিক্ষেপ করিল। তাহার বৌদিদি মনে মনে ভাবিল,—"কি আশ্চর্য্য! ঠাকুরঝী কি জানে না ওকে কত ভালবাসি! ব'ল্‌তে লজ্জা হয়, কিন্তু আমি যে ভালবাসিনা কা'কে তাওতো জানিনা! প্রভার দাদা, তারপর স্বীয় শ্বশুর-শাশুড়ী, নিজের স্বর্গীয় পিতা মাতা, পূজ্যপাদ দাদাবাবু,—প্রভাকে ইহাদের সমান ভালবাসি। আর টিয়া-পাখী ও লজ্জাবতীলতা আমাকে এত স্নেহ করে, শুধু ঠাকুরঝীর কাছে কি দোষ করেছি? অন্য লোকের প্রেমের কথা ত ছাড়িয়াই দি!" এই অনতিব্যাপ্ত "ছাড়িয়া দি"র ভিতর লুকান অতি তীক্ষ্ণ ছুরিকারাশি তাহার মনটিকে খণ্ড খণ্ড করিবার উদ্যোগ করিতেছে, অমনি প্রভা আবার তাহার হাত টানিয়া বলিল,—"তোমার পায়ে পড়ি, বলে ফেল। "ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝি" ক'রছ, আর আসল কথায় বোবা হয়ে যাচ্ছো কেন?"

এইবার আদর্শ বধূ প্রভার ডান হাতখানি গলায় সাদরে জড়াইয়া লইয়া কহিল,—"তবে শোন বোন! যেন কাঁদিসনি, তা হ'লে আমিও কাঁদিয়া ফেলিব! কি জানিস, আজ আমি দুষ্ট হয়েছি। তোকে কঠোর ভাবে বলিতেছিলাম যে ঠাকুর-জামাইকে ভেবে ভেবে সোণার রূপ ছাই করিতেছিস কেন?"

"আচ্ছা, এ ত বেশ ভাল কথা। আর সকলে আমাদের জন্য "সোণার রূপ ছাই" করে, আর আমরা কি বিশ্বাসঘাতক হয়ে

থাকিব ?”

“মরিরে, ভারি ত আর সকলের সোণার রূপ ?”

সুপ্রভার স্বামী গৌরাঙ্গ ছিলেন না, তাই সে এ কথা আর সহ্য করিতে পারিল না। দ্রুত জলধারা তাহার চক্ষু বাহিয়া পড়িতে লাগিল। সজলনেত্রে স্বীয় অঞ্চল দিয়া প্রভার মুখ মুছাইতে মুছাইতে করুণকণ্ঠে এলোকেশী বলিল, “ছি ভাই, আমার চক্ষে জল এসেছে। তোকে যে আমি বড় ভালবাসি। আর কাঁদিসনে. তাহা হলে আমি আর বাঁচবনা।”

“না, আর কাঁদবনা। কিন্তু, দিদি, বল দেখি তোমাকে কেহ ঐরূপে খর শর মারিলে, তুমি কি কাঁদনা ? আমারও কি হৃদয় নেই যে—”

এলোকেশী রুদ্ধ-কণ্ঠে প্রভার কথায় বাধা দিয়া অন্য কথা পাড়িয়া বসিল। প্রতিভা যে তিনমাস গর্ভবতী ও তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য শ্বশুরালয় হইতে লোক আসিয়াছে, তাহা প্রভাকে বলিল। সুপ্রভা শীঘ্র চিন্তা-বেগ প্রশমিত করিয়া এক প্রশ্নের প্রান্তভাগ উত্তম রূপে ধরিয়া বলিল, “ভাল কথা মনে প’ড়েছে, বৌদিদি, সে দিন ও বাড়ীর রাঙ্গাদিদিকে তুমি কি যে এর পরে কি করিবে ব’লছিলে, সেই কথাটা আমায় বলত ?” এলোকেশী কাপড়ের এক খুঁট ধরিয়া তদ্দিকে অনিমেষ লোচনে চাহিতে চাহিতে একাগ্রমনে বলিতে লাগিল, “দেখ ভাই ? তোমার দাদা আজ কাল কেমন একরোখা হয়ে গেছেন, তা’ত জান ? বাণবুড়িয়া গ্রামের সাহেবদের কাছে যান, তা’রা কি ছাই উপাসনা শিখায়। রোজ মেমদের সঙ্গে রাত দশটা পর্য্যন্ত গল্প করিয়া, তার পর ঘোড়ায় চড়িয়া বাড়ী পৌছান। বাবা ত

আজ বল্লেই হয়, আর কাল বল্লেই হয়, যাইয়া আছেন!”—দেবোপম আরাধ্য শ্বশুরের মৃত্যুর কথা ভাবিতেও ভক্তিমতী পুত্রবধূর নয়নদ্বয় শতধারায় ভরিয়া গেল। প্রভা ও কাঁদিয়া আকুল। দুই সুন্দর-স্বভাবা সুন্দরীর অন্তকার এই সব কথা যে কেহ শুনিবে, সেই করুণ রসে আদ্র ও স্নেহ-ভারে নত হইবে।

প্রভার বৌদিদি বলিতে লাগিল, “দেখ্ প্রভা, আজ তোকে অনেক কথা বলিব। এই ছোট বালিকার মনে—এই ক্ষুদ্র সরল হৃদয়ে—ইহার মধ্যেই যে কত দুঃখের কৃপাণাঘাতে ক্ষতাঙ্কপাত হইয়া গেছে, তাহা ভাল করিয়া দেখাই আয়! বাবার ঐ দশা, কাকা মহাশয় সেদিন তবু কি ভাগ্যে একটু শাসন করিতে গেলেন, আর অমনি তাঁর বীরপণা দেখে কে! কি আশ্চর্য্য! মা মোটেই কিছু বলেন না। সে দিন তিনি কি সব খাইয়া আমায় বাপ-মার নাম তুলিয়া গালি দিলেন। সে জন্য কষ্ট নয়, তিনি দিন দিন ওরূপ হইতেছেন, এই কারণেই যত জ্বালা। এখনও তবু বাবা বেচে আছেন, তবু তুই এখানে আছিস, আমার দুঃখের কতকটা লাঘব হয়। এরপরে কি হবে, প্রভা!”—দিব্য করিয়া এলোকেশী রোদন করিতে যাইবে, আর প্রভা বাধা দিল। আবার প্রফুল্ল-পত্নী গদগদ স্বরে বলিতে আরম্ভ করিল,—“কিন্তু যদি আমি ঠিক মেয়েমানুষ হইত দেখিস, একদিন না একদিন ওঁকে ভাল ক’রবই ক’রব। যদি কেউ আমার বুকে পাষাণ বেঁধে ফেলে রাখে, যদি চাঁদ ও সূর্য্য ভেঙ্গে প’ড়ে পৃথিবী পুড়াইয়া ফেলে, যদি হঠাৎ আকাশটা শুদ্ধ আমার মাথায় পড়ে, তবু আমি বিরত হব না,—তথাপি আমার অন্তরের শ্রান্তি হবে না! প্রভা, যদি কখন তোর ভাই-পো হয়, তবে

তা'কে মানুষের মধ্যে মানুষ, — না না, মানুষের মাঝে একটী দেবতা করিয়া রাখিয়া যা'ব ! কেমন বোন, তা হ'লে কি বংশের কীর্ত্তি বাড়িয়া উঠিবে না ?”—প্রভা আনন্দে তাড়াতাড়ি গিয়া প্রভাময়ী বৌদিদির বুকে ক্ষণেক মাথা লুকাইয়া রহিল। আবেগে এলোকেশী তাহাকে চুম্বন করিয়া কহিল,—“ভাই, তোর এসব কথা কি ভাল লাগিল ? তুই আমাকে কেমন ভালবাসিস একবার বেশ দেখিয়া লইব !”

“বৌদিদি, তোমার চোখে কি জ্যোতি বাহির——”

প্রভার আর বলা হইল না, তাহার স্বর্ণপ্রতিমা-স্বরূপিণী বৌদিদি সহসা ভূলুণ্ঠিত অবগুণ্ঠনে বদন-চন্দ্রমা অদৃশ্য করিল। প্রভা সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, প্রফুল্ল নদীর ধার হইতে ছিপ গুটাইয়া আসিয়া বলিতেছে,—“বটে, এই কথা, আচ্ছা এই কথা ! কে কি ক'রে প্রতিজ্ঞা রাখে, সেটাও আমার দেখা আছে। গোলাপ জলে রাতদিন নাইব, মদের বোতল রাশি রাশি শূন্য করে ফেলিব, পাঁচ সাতটা মেম কাছে করে রাখিব, দেখি কে অন্যথা করে !”

এলোকেশী কাঁদিয়া উঠিল, সে ভয়ে ও দুঃখে কাঁপিতেছিল। প্রভা তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীতে পৌছিল।

প্রতিভা ও সুপ্রভা দুইজনেই একমাসের ভিতর শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। এলোকেশীর কেশরাশিও প্রভার অভাবে জটার আকার ধারণ করিল। ক্রমে মুখ-শশীও প্রসিন্ন হইয়া আসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তাহার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; কতজনকে রাজা সাজাইয়া, কত লোককে ভিখারী করিয়া, কাঁদাইতে কাঁদাইতে হাসাইতে হাসাইতে, কঠোর-হৃদয় কাল পলাইয়া গিয়াছে! প্রফুল্লের উচ্ছৃঙ্খলতাও দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। মাতা ছেলেকে একটি কথা বলিবারও সামর্থ্য রাখেন না। কাকা সেই যে একবার রণে ভঙ্গ দিয়াছেন, তাহা এখনও স্মৃতিপথে জাজ্বল্যমান থাকায়, আতঙ্কে আড়ষ্ট! প্রাণনাথের শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। কিছু পূর্ব্বে একবার তাঁহার প্রায় প্রাণান্ত হইতেছিল, পূর্ব্ববঙ্গজ কবিরাজ অপ্রকাশ কাব্যকুঙ্কুমের সুচিকিৎসায় সে যাত্রা রক্ষা পান। পুত্র কাছেও একবার যায় না। তবে নিজের ভার্য্যা ও দেবী-কল্পা পুত্রবধূ সর্ব্বদাই নিকটে থাকিয়া সেবা-সুশ্রূষার অন্ত করিতেছে। প্রভা শ্বশুর-বাড়ী হইতে আসিয়াছে, কিন্তু সে এখনও বড় চঞ্চলতা করিয়া বেড়ায়।

একদিন প্রফুল্লের মামার বাড়ী হইতে তাহার মামাত ভগ্নীর বিবাহ-উপলক্ষে এক নিমন্ত্রণ-পত্র আসিল। মামা তাহাদের যাইতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন। প্রফুল্ল মাতাকে জেদ করিয়া বলিল,—"বাবা ত বেশ মুটিয়ে উঠ্‌ছে, চল দুইদিনের জন্য যাই।" প্রথমে সকলে এ কথার অনেক প্রতিবন্ধক দেখাইলেন। কিন্তু অবশেষে প্রফুল্লের ক্রোধাগ্নির উত্তাপে তাঁহাদের মোমের মত যত যুক্তি গলিয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া পড়িল। কবি-রাজকুল-শিরোমণি টিকি নাড়িয়া অভয় দিলেন,—"ভয় ক্যান্ মা,

কর্ত্তা বাবুকে [illegible] মধ্যেই নিশ্চয় আরাম করিয়া দিমু। আপনাদের [illegible] আশঙ্কা নাই, নিঃসঙ্কোচে যাইতে পারেন।” [illegible] যাওয়া ঠিক হইয়া গেল। কবিরাজ স্বগত বলিলেন,—“ভাগ্যে দুইচারিটা কষায়, রসায়ন, মোদক ও প্রাস ইত্যাদি [illegible]-পীরিত নাম শিহিয়াছিলাম, তাই এহনও ঘোষের [illegible] শোষণে শক্ত!” সেই সঙ্গে প্রভাও ভাবিল,—“[illegible]কাশের টিকির ভিতর বাঁধা দাদার দুএকটী টাকা প্রকাশ [illegible], নতুবা শুধু চুলকয়গাছা কি আর ওরূপ এদিক ওদিক [illegible]।”

পরদিন [illegible] যাইবার কথা। শান্তিসাগর ক্রোশ পাঁচেক রাস্তা, প্রায় দুই [illegible] গাড়ী তথায় পৌঁছিবে। মোহন সেখ সহিস একখানা অতি পুরাতন অশ্ব-শকট খুব মন দিয়া ধুইয়া ঘষিয়া রাখিল। প্রফুল্ল দ্রুতপদে প্রভার ঘরের দিকে যাইতে, পার্শ্বে মলিন-বসনা সজলনয়না এলোকেশীকে দেখিল। যেন দেখিয়াও দেখিল না। তাহার সহিত বাবুর আর কোনরূপ মনের মিল নাই। এলোকেশী তাহার পথে বাধা দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—“এইরূপে সংসারের ভার খুড়িমার হাতে দিয়া, রুগ্ন-শরীর বাবাকে একা ফেলিয়া কি যাইতেই হইবে?” প্রফুল্ল সে কথায় কাণ না দিয়া সক্রোধে কহিল,—“ও সব নাকী সুরের সাপের মন্ত্র শুনিবার আমার সময় নাই, স'রে যাও!” এলোকেশী বিফল-মনোরথে দালানের থামে ভর দিয়া ভগ্নপ্রাণে গিয়া বসিল।

প্রফুল্ল ডাকিল,—“প্রভা, প্রভা, এখনও তোদের সাজ বুঝি হ'লনা? ফিঙ্গে যে রাজা হ'ল!” প্রভা কক্ষ হইতে বলিল,—“কেন ফুলদাদা, বৌদিদি কি ধড়াচূড়া প'রে রাস্তায় গিয়ে

দাঁড়িয়ে আছে ?" প্রফুল্ল আর অপেক্ষা না করিয়া জননীর ঘরে গিয়া তাঁহাকে সজ্জিত দেখিয়া, আনন্দিত হইল। বিদায়-কালে প্রাণনাথ পত্নীকে একবার বলিলেন,—"ত্বরায় ফিরিবে।" প্রভা বাহিরে আসিয়া এলোকেশীকে তখনও অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে পোষাক পরাইয়া লইল। বেলা ৮টার স্থলে প্রফুল্ল বাবুর প্রায় ১০টার সময় যাত্রা হইল,—বাঙ্গালীর কার্য্য-তৎপরতা ও সময়ের তাৎপর্য্য-জ্ঞান যে চির-পরিজ্ঞাত! দ্বারবান হরিশরণ পাঁড়ে জমিদারের প্রচণ্ড প্রভাবের উপযুক্ত প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রকাণ্ড বংশখণ্ড লইয়া গাড়ীর ছাতে উঠিয়া হেলিয়া দুলিয়া গাত্র-ব্যথা বিরাম করিয়া চলিল। সৌরভ ঝী এক পুঁটুলি হাতে করিয়া, গাড়ীর পশ্চাতে ক্ষুদ্র আসনে বসিতে যাইবে, অমনি উদার-হৃদয়া এলোকেশী প্রভাকে বলিয়া তাহাকে ভিতরে বসাইয়া লইল। বুড়ী সস্নেহে তাহাদের দুইজনের চরণ স্পর্শ করিল!

গড় গড় করিয়া এক বিরক্তিজনক শব্দ সহ দুই পাশে রাঙ্গা ধুলা উড়াইতে উড়াইতে, পথের লোক সরাইতে সরাইতে, গাড়ী জমিদারী চালে চলিতে লাগিল। প্রফুল্ল তাহার মাতার সঙ্গে এক দিকে বসিয়াছিল। গাড়ী যত শীঘ্র ছুটিতে লাগিল, ততই প্রফুল্লের মাতার হাতের গহনাগুলি গাড়ীর গায়ে ঠুকিয়া যাইতে লাগিল। হস্ত স্থির করিয়া নিম্নে রাখিতে গিয়া, তাঁহার সীমন্তের সিন্দুর সাটীর সহিত কর-সংলগ্নে কতকটা মুছিয়া গেল। তাঁহার বদনমণ্ডল গভীর দুর্ভাবনায় শীর্ণ হইয়া পড়িল। কুসংস্কারাপন্না দাসী বিপদ গণিল। কোমলপ্রাণা পুত্রবধূ কাঁদিতে লাগিল। প্রফুল্ল বাবুর বিপুল আনন্দে ব্যাঘাত পড়ায়, সে ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল,—"আঃ, কি ছাই কতকগুলা গহনা প'রেছিস মা!"

অকলুষ-স্বভাবা প্রভা এ সময়েও কৌতুক ভুলিল না। এক দিঘীর ধারে কএকটী কোকিল, দোয়েল, 'বৌ কথা কও' ও 'বৌ-খোকা হ'ক' পাখী ডাকিতেছিল, প্রভা তাহাদের সুমধুর স্বরের ভাবমাধুর্য্য মাঠে মারা যাইতে দিবে না মনে করিয়া, সকলের সম্মুখে লজ্জাবশতঃ পিছন দিক দিয়া হাত লইয়া গিয়া, বৌদিদির অঙ্গে ঈষৎ চিম্‌টাইয়া দিল। এলোকেশী হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে করে অশ্রুকণা ঝরিয়া পড়িল। পীড়িত শ্বশুরের অকুশল-আশঙ্কায় এলোকেশী যে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, প্রভা তাহা বুঝিতে পারিয়া, বৌদিদিকে মনে দেবতার মত উচ্চ স্থান দিয়া, নিজের সলিলাক্ত নেত্র মার্জ্জন করিয়া, মনে মনে কহিল—"কোথায় আমরা আমোদ করিতে যাইতেছি, আর বৌদিদি কেবল অমঙ্গলের ভয় করিতেছে কেন? ওরই বা দোষ কি,—ভালবাসা, ভক্তি প্রভৃতি কএকটী প্রবৃত্তি এমনই প্রবলা যে, তাহাদের বশে না আসিয়া মানুষ থাকিতে পারে না! আর যাহার সঙ্গে বৌদিদির কোনকালে কোন সম্পর্ক নাই, কি যে ব্যক্তি উহাকে কখনও দুই চক্ষে দেখিতে পারে না, সেরূপ লোকেরও বিপদ-সংবাদে যাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, সে কি পিতৃ-তুল্য মমতাবান মৃত্যু-শয্যাশায়ী শ্বশুরের দশা ভাবিয়া রোদনে বাধা দিতে পারে! ধন্য বৌদিদি! দাদার সহিত তুমি বিবাহ-সূত্রে জড়িত, তাই তোমায় বজ্রে বিদ্যুৎ বা সুকঠিন পর্ব্বতে সুচ্ছায়প্রদ পাদপ-পল্লব, কি পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী বলিয়া মনে হয়! তোমার ন্যায় আর কতকগুলি কুলকন্যা পাইলে, পৃথিবী ত্রিদিবকে উপহাস করিতে ছাড়িত না!"—এইরূপে সে বাল্যার্জ্জিত বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চদরের অভিজ্ঞতার প্রচার

করিতেছে, আর দূরে কে মধুর কণ্ঠে গাহিতেছে শুনিতে পাইল,——

সিন্ধু ভৈরবী——আড়াঠেকা।

"সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি!
তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি!
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি!
কারে দাও মা ইন্দ্রত্বপদ, কারে কর অধোগামী।
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি;
তুমি যন্ত্র তুমি মন্ত্র, তন্ত্রসারের সার তুমি॥

(কুমার নরচন্দ্র।)

এলোকেশীর মনটা এইবার গায়কের দিকে আকৃষ্ট হইল। লোকটা কাণা ও এক পা খোঁড়া। গাড়ী নিকটে আসিলে, অভাগা 'বাবারা কিছু দিয়ে যা গো!' বলিয়া ভিক্ষা যাচিতেছে, অমনি ফুল বাবু সজোরে বলিল,—'ব্যাটার আর এক পাও গেলরে!' তাহার পত্নীর প্রাণে ততটা সহ্য হইল না, সে গোটাকএক পয়সা তাহার উদ্দেশে রাস্তায় ফেলিয়া দিল। কিন্তু বড় বিস্ময়ের বিষয়, ভিখারী দুএকটা পয়সা লইতে না লইতেই, কতকগুলি রাখাল বালক আসিয়া অন্যগুলি কুড়াইয়া লইল!—প্রভা ভাবিল,—"কুলটা কুপ্রবৃত্তিটা কি এই নিবিড় পাড়াগাঁয়ের গরীব গোপালদিগেরও হৃদয় অধিকার করিতে ভুলে নাই!"

কিছুক্ষণ পরে ফুল বাবুর মাতুলালয়ের মধুর বাদ্যোদ্যম শ্রুতিগোচর হইল। যে কোন প্রেম-যোগীকে সে নহবৎ দশদিন অনাহারে রাখিতে পারিত!—কিন্তু কৈ, বিবাহ-বাটীর কেহ কি

অনাহারে ছিলেন? গাড়ী বাড়ীর ভিতরে আসিবামাত্র এক উদর-সর্ব্বস্ব বাবু আসিয়া, 'কিরে ননে, এলি, আয় আয়!' বলিয়া অভ্যর্থনা পূর্ব্বক সকলকে ভিতরে লইয়া গেলেন। তাহাই যদি অনাহারের প্রতিমূর্ত্তি হয় তে তাঁহার আহারের কালে সমগ্র ইউরোপ আমেরিকা একত্রেও পার পায় না! ক্ষণেক পরে একটী ক্ষুদ্র বালিকা হাসিতে হাসিতে সুস্বরে, 'পিতাই মতাই এতেতে!' এই কথা বলিয়া, চঞ্চলা প্রভার মাতুলের শরীর-মাহাত্ম্যজাত হাসির বেগ কমাইয়া দিল।

শান্তিসাগর গ্রামখানি অল্পের মধ্যে বেশ পরিচ্ছন্ন। তথায় কএকঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও জনকতক ময়রার বাস। শান্তি-সাগরে আসিয়া ফুল বাবু প্রাণের শান্তি প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিল না। মামাত ভাই মণিকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁরে, সনাতন কোথায়?" তাহার প্রতীক্ষায় বুঝি এত আনন্দ? মামার বাড়ীর নাপিত সনাতনের দেখা পাইয়া, ফুল বাবু বহুক্ষণ অনেক কথা কহিল। তৎপরে ধূর্ত্ত সনাতন দক্ষিণ হস্তের পাঁচটী অঙ্গুলি দেখাইয়া সাহ্লাদে চলিয়া গেল। ফুল বাবু সেদিন মনের আনন্দে স্নান করিতে ভুলিয়া গেল, অন্নাহার,—তাহাও নামমাত্র হইল! পরিণয়-রাত্রে কোন বরের লজ্জার অধিক সলজ্জভাব তাহার দেখা গেল,—এটা খাইতে মন সরে না, ওটা ভাল হয় নাই, সেটাতে গন্ধ, এইরূপে ব্যঞ্জনাদির উপর ঘোরতর অবিচার করিয়া বসিল! আর বাহির বাটীতে আসিলে, তাহার মুখে যেন শীষের ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল। আস্যে হাস্য ধরে না। সকলে মনে করিল বিবাহ উৎসবের নিমিত্তই তাহার এ মহোৎসাহ!—কর্ত্তাগিন্নী এমন সহৃদয় ভাগিনেয়কে বার বার

আশীর্ব্বাদ না করিয়া থাকিতে পারেন কি? আহা! মানুষ যদি সকল বিষয়ই এরূপ ভাল ভাবে ধরিত, তবে ভুবনে মহান্ শুভ সাধিত হইত সন্দেহ নাই!

"ছাই বিকেল আর হয় না!"—মৃদুমন্দস্বরে এই বাক্য কয়টী উচ্চারণ করিয়া, প্রফুল্ল বাহিরের বিস্তৃত ঘরে একখানি সাটীন-মণ্ডিত কোচে বসিয়া পড়িল, তখন চতুর নাপিত কামিজ গায়ে আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। ফুল বাবু উৎকর্ণ হইয়া সনাতনের অভিযানের ফলাফল জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল,—"বড় শক্ত কাজ, বাবু, বেজায় জেদী লোক। তা ব'লবো কি ম'শায়, ছুঁড়ীর পিসীকে গোটাদুই সেই ভুবন-ভুলানী সাদা চাক্‌তীর লোভ দেখাইয়া কাজটা পোক্ত ক'রে এসেছি। দেখো দাদা, পাঁচটা আঙ্গুলের যেন ভুল হয় না!" ফুল বাবু সে সম্বন্ধে তাহাকে বিশেষ ভরসা দিয়া, কার্য্য-স্থলের বিষয় প্রশ্ন করিয়া জানিল, সাগরের ধারে বনে ঘেরা কদমতলা অভীষ্ঠ সিদ্ধার্থ স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া ফুল বাবু আনন্দে "যা হ'ক সনাতন, তুই একটা মানুষ!" এই বলিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। ক্ষুরধার-বুদ্ধি ক্ষুরধারী ক্রুরতার সম্পূর্ণতা-ব্যঞ্জক ভীষণ হাসি হাসিয়া লইল!

ফুল বাবু সুন্দর সাজ করিয়া, হস্তে বিভিন্ন-জাতীয় কতকগুলি ফুল লইয়া, বাগানের ছোট ছোট রাস্তার পার্শ্ব-প্রোথিত ইষ্টক-গোষ্ঠির মস্তকে সাদরে সবুট পদার্পণ করিয়া, অন্যমনস্কতার চরম দেখাইয়া বেড়াইতেছে। কামিজের পকেট হইতে সৌরভভরা রেশমের রুমালখানি মাটিতে একবার গড়াগড়ি খাইতে উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে!

বাড়ীর ভিতরে প্রভা বড় প্রভা বিকাশ করিতেছিল। সে বৈকালে সাগরের জলে গা ধুইতে যাইতে তাহার বৌদিদির লজ্জা-জনিত অনিচ্ছা বুঝিয়া, মাতার কথামত সৌরভের সাথে ধীরে ধীরে গিয়া, সুশীতল সলিলে আকর্ণ ডুবাইয়া অতুল সুখভোগ করিতে লাগিল। এলোকেশী বলিল,—"প্রভা, জলে ডুবি?" আর্ত্তভাবে প্রভা উত্তর দিল,—"সে কি, উন্মাদ হ'লে না কি?" "একদিন তো আমায় ডুবিতে হবেই, ভাই!"—এলোকেশীর স্বর বদ্ধ হইল।———

এমন সময় অকস্মাৎ আকাশ, বন, সাগরের উচ্চ পাড় ও চতুঃপার্শ্বের বৃক্ষগুলি আলোড়িত করিয়া এক করুণ ধ্বনি তাহাদের কোমল মনে আঘাত করিল। সচকিত-চিত্তে তাহারা তিনজনে শব্দের দিক ও কারণ নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়া অচিরে দেখিল, কোন জঙ্গলের ধারে প্রভার গুণধর দাদা নিজের মুখে অঙ্গুলি চাপিয়া, যেন অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় দণ্ডায়মান;—আর তাহার বামদেশে একটী পঞ্চদশ-বর্ষীয়া অসমগ্র-বসনা স্বর্ণপুতলী অচেতন হইয়া, ভূতলে অবলুণ্ঠিত। কিছুদূরে একটা পিতলের কলসী যেন মনের ক্ষোভে শূন্যগর্ভে ভূমি-শয়নে ম্রিয়মাণ! এলোকেশীর শিরায় শিরায় যাতনার ঘন স্রোত বহিতে থাকিলেও, সে বিনা বাক্যব্যয়ে সৌরভের কক্ষ-স্থিত ঘড়া লইয়া, রমণীর শিরে অনবরত সলিল সেচন করিয়া তাহাকে জ্ঞান দিল। নারী ক্ষীণস্বরে বলিল,—"তোরা আমায় বাঁচালি, কে মা? আহা, তোরা বুঝি জগজ্জননী সতীত্বরক্ষিণী মা দুর্গার সাথী!" এলোকেশী যে আজকালকার হিষ্টিরিয়া-অনুগৃহীতা, মিনিটে মৃতপ্রায়া, সুসভ্যা বৌ-বাবুদিগের ন্যায় নিজের নিকট-আত্মীয়ের কাছে পাঁচহাত

ঘোমটা টানিয়া পরে রাস্তার ধারে জানালায় গিয়ে মুখ বাড়াইয়া না থাকিলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত না, এমন নহে!—তাই সে যেমন কিশোরীকে কোলে তুলিতে যাইবে, অমনি সে কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া, দৌড়িয়া গিয়া প্রফুল্লকে জোরে গলা ধরিয়া বসাইয়া, তাহার সমস্ত গাত্র নিজের শরীর দ্বারা বেষ্টিত করিল। সেই মুহূর্ত্তেই সৌরভ একজন লাঠীয়ালকে প্রফুল্লের প্রতি লক্ষ করিয়া সবেগে আসিতে দেখিয়া চীৎকারসহ বলিল,—"ওরে, মেয়েমানুষ, মারিস্‌নে রে মারিস্‌নে!" লোকটা কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গেল। তখন প্রভা মনের বিজাতীয় ক্রোধ হ্রাস করিয়া বলিল,—"বৌদিদি, খুব রক্ষাটা আজ ক'ল্লে বটে, তা না হ'লে আসন্নমরণ বাবাকে শেষ শ্বাস টানিবার সঙ্গে পুত্রশোকের বিষাদাকুল দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে হ'ত!" প্রফুল্ল দুর্দ্দান্ত চক্রী সনাতনের মুণ্ডপাত করিতে করিতে আস্তে আস্তে যাইতেছে, আর সৌরভ সভয়ে তাহাকে একাকী যাইতে নিষেধ করিল। এলোকেশী সকলকে সে ঘটনা গোপনে রাখিতে অনুরোধ করিয়া, কাতরা নারীর নাম জিজ্ঞাসায় জানিল, 'মাতঙ্গিনী।' তাহাকে নানারূপে আশ্বস্ত করিয়া বলিল,—"মা, তুই বড় জ্বালা পেলি। কিন্তু আমায় নিজের মেয়ে মনে ক'রে, তোর অত্যাচারীকে কোন অভিসম্পাত দিস্‌ নে। যখন তোর যা কিছু দরকার হবে, দেবগ্রামের ঘোষ বাবুদের দাসী এলোকেশীকে মনে করিস। মা, তোর কাছে বড় ঋণ রইল!" রমণী নিস্তেজকণ্ঠে কহিল,—"মা গো, তোমার সোণার চেহারায় ও স্বর্গের কথায় হৃদয় আমার ভ'রে গেল। এ যায়গাটা যেন পুণ্যের আলোয় ভাসিতেছে। ভয় নেই, তুমি

যা'র অঙ্কলক্ষ্মী, তা'কে কি আর ছার শাপ-সাপ স্পর্শ করিতে পারে? তোমাকে একবার দেখে আবার কে ভুলবে, মা!"—বাস্তবিকই এলোকেশীর ত্রিদিব-ভোগ্য ভাগ্য-গৌরবের বিদ্যুত-জ্যোতিতে অতি কঠিন হৃদয় ফাটিয়া, তাহার মলিনতার পঙ্ক কাটিয়া গিয়া, একদিন তাহাতে পবিত্রতার পঙ্কজ ফুটিয়া উঠিবে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফুল বাবু অদ্য অত্যন্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহ-কালীন সুন্দর শানাই-আরাব, বহু জন-কলরবাদিতেও তাহার মন স্থির হইল না। উৎকট আশঙ্কায় সে বিহ্বল হইয়া পড়িল। একবার নাপিতের দেখা পাইল বটে, কিন্তু সে তখন কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, অনুনয়-পূর্ব্বক 'সকল সময় কি, বাবু, ঐ সব খেলাধূলা!' বলিয়া কোথায় সরিয়া পড়িল, অভিমানে প্রফুল্লের হৃদয় ফুলিয়া উঠিল। এলোকেশী যে তাহার সে দিব্য বিদ্যার বার্ত্তা দিতে সকলকে বারণ করিয়াছে, তাহা না বুঝিয়া প্রফুল্ল অন্তঃপুরে মহা অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে ভাবিয়া, সে দিকে ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইল। তথায় গিয়া দেখে, মামী ও বড় মামাত বোন দুইজনে হাসিতেছে। বিভীষিকা-গ্রস্ত যুবক সর্ব্বনাশের আভাস পাইয়া, পা টিপিয়া মানে মানে পলাইবার উপক্রম করিলেও, 'যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়!' এই প্রবাদ অব্যর্থ করিয়া, প্রভা দ্রুতবেগে আসিয়া হাসির আসর জমকাইয়া বলিল,—"মামীমা, মজাটা কি শুনেছ গা?" প্রফুল্ল চমকাইয়া উঠিয়া, অস্ফুটভাবে 'হতভাগী ম'রেছে রে!' বলিয়া, প্রভা কি

ভয়ঙ্কররূপেই তাহার 'মানের পাকা ধানে মই দিয়া' অনিষ্ট করিতে যাইতেছে, তাহা শুনিবার জন্য অন্তরাল হইতে কাণ খাড়া করিয়া রহিল। কিন্তু যখন শুনিল, একটী ঝীর ঘুমন্ত অবস্থায় তাহার ঘাড়ে বিড়াল ফেলিয়া দিয়া চঞ্চলপ্রকৃতি প্রভা কত কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে, সেই কথা বলিতে বলিতে নাড়ি-ছেঁড়া হাসি হাসিতেছে, তখন পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্তবৎ হইয়া বাহিরে গেল। হা প্রভা, তোমার এত ক্রীড়া-কৌতুকপ্রিয়তা! জান না, বুঝ না, বারেকের তরেও পিতার কথা ভাবনা! ধন্য বাল্য-চপলতা! তোর অসাধ্য কি আছে?—জ্বরের উপর দুইক্রোশ দৌড়ান বা দুই সের সন্দেশ গলাধঃকরণ, সেটাও যে তোরি কর্ম্ম!

বাঙ্গালীর বাসরঘরে বরকে লইয়া স্ত্রীলোকেরা যেরূপ যথেচ্ছ কুৎসিৎ বিদ্রূপাদি করে, এ বাটীতেও তাহার কিছুমাত্র ত্রুটী হইল না। যাহাতে বিকট বীভৎস রসের আবির্ভাব হয়, বরটী তত বিজ্ঞ ছিল না! বাসর-রসিকারা পাত্রকে শতমুখীসখীকে দ্বারষষ্ঠী বলিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করাইল ও রাত্র দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নানারূপ সুরুচির রচনা সহ তাহাকে 'কোলা ব্যাঙ' ইত্যাদি আখ্যা দিয়া, পরে সঙ্গীতরসে মগ্ন হইল। শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র বাইজী সাজিয়া সকল ভাবনা ভুলিয়া গেল; ঠাণদিদিরা বলিল,—"বাইজি, বরকে মিঠে তানে ঠাণ্ডা করিয়া দাও!" এলোকেশী সেখানে মোটেই আসে নাই। প্রভা একপার্শ্বে নিস্তব্ধে বসিয়াছিল, এইবার বলিল,—"বৌদিদির স্থান পূরাতে বুঝি দাদার আগমন!" ফুল বাবু জামাতার কাছে গিয়া মাথা নত করিয়া শরীরের সম্পূর্ণ বিকৃতিসহ হাসিতে হাসিতে সেলাম ঠুকিয়া কহিল,—"ওগো জামাই ঠাকরুণ! আমার গান শুনলে স্বদেশে নিয়ে গিয়ে কত

রসের আসরে ভক্তি ক'রবে!" গয়লানী দিদি আঁখি ঘুরাইয়া আসিয়া 'আমার গানে, মহিষীকে শুঁতাম-অভ্যাসটার কিন্তু, ভাই! অনাটন হবে!' বলিয়া ভঙ্গিমাময় নাচের সহিত গীত ধরিল——

মোরা সব সাধের গয়লানী।
নাশি যত রসিক বাবুর প্রেমের সেরা সয়তানী!
বেচি কেঁড়েভরা দুধ,
আদায় করি দুনো সুদ,——

প্রফুল্ল আর তথায় নির্ব্বাক হইয়া থাকিতে চাহিল না, রমণীরা গয়লানীর গান থামাইয়া দিল। অমনি ললিত তান উঠিল—

"শারদ লতিকাসম ললিত ললনা-কায়,
বিধি কি সুখের নিধি————"

তখনি কর্কশস্বরে কে বাহির হইতে ডাকিল,—"হাঁরে নলে, বাসরে কি মাথামুণ্ড হ'চ্ছে? ভারি বিপদের খবর আছে, শুনে যা!" সেই মুহূর্ত্তেই ত্রস্তচিত্তে অপূর্ব্বমূর্ত্তি বাইজী মামার সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হইলে, তিনি স্তব্ধভাবে ভুঁড়িশুদ্ধ সরিয়া পড়িয়া বলিলেন,—"এাঁ, এ কে! বাবা, তোমার এই কাজ!"— হঠাৎ প্রফুল্লের বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে মনে করিল যেন ঘটনাক্রমে কোন দৈত্যপুরে প্রবেশ করিয়াছে, তথায় সকলে তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। সে আরও ভাবিল, যদি তা'র লাফাইয়া সাগরপারের মত ক্ষমতা থাকিত, তবে যাহার আশে আসিয়াছে, তাহাকে পৃষ্ঠে লইতে না পারিলেও, নিজের মান রাখিয়া কতক্ষণ শান্তিসাগর অতিক্রম করিয়া যাইত! এই মনোরথ সিদ্ধ করিতেই বুঝি তাহার রসের ঈশ্বর—প্রেমের প্রভু সময় বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ

তাহাদের পুরাতন ভৃত্য যুগলকে সেখানে প্রেরণ করিলেন! সে কাঁদিয়া সংবাদ দিল,—"দাদা বাবু, সর্ব্বনাশ! বাবুর প্রাণ-সংশয়!" ফুলের লোচনে অজ্ঞাতসারে বারিধারা নিঃসৃত হইল!

কি নিদারুণ সংবাদ! তখনই তাহাদিগকে বাড়ী ফিরিতে হইবে। 'হায়, হায়' রবে সে পুরী পূরিয়া গেল। 'যদি এমনই হবে জানিতেম, তবে কি পোড়া কপাল লয়ে এখানে আস্তেম।' এই বলিয়া প্রফুল্লের মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভার বদনও ভয়ে নিষ্প্রভ হইল। এলোকেশীর নিকট গিয়া দেখিল, সে মাটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, তাহার কপোল-যুগল নয়নজলে অভিষিক্ত হইতেছে। এলোকেশী তাহাকে সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—"প্রভা, প্রভা! এইমাত্র আমার তন্দ্রা এসেছিল, ওঃ, তখন বাবা যেন একটি জ্বলন্ত সূর্য্যের মত হ'য়ে গুণগুণস্বরে আমার কাছে এসে আমার বুকের দিকে অঙ্গুলি ধরিয়া, আবার আকাশের প্রতি তাহা স্থির করিলেন, শেষে আশীর্ব্বাদ করিয়া উচ্চে উঠিতে লাগিলেন! আমি 'বাবা, আমিও যাব!' বলিলে, তিনি 'না মা! এখন নয়!' বলিয়া অদৃশ্য হইলেন। হায়, কি হবে, ভাই!" উভয়ে বড়ই বিচলিত হইয়া গাড়ীতে উঠিল। মামা বলিলেন,—"ভগবান, মুখ রেখ!"

কিছু পূর্ব্বে দেবগ্রামে একদিন ধন্বন্তরি মহাশয় স্বীয় অবস্থার উন্নতি প্রদর্শনার্থ, একটী টাটুতে চড়িয়া তাহার দৌড়ের দৌরাত্ম্যে বিষম বিপদে পড়িলে, যুগল সর্দ্দার প্রাণে বাঁচাইয়া কহিল,—"বাবা, আমি ত আর টাটু নই, তোমায় নামাইতে আমার যে গায়ের চর্ব্বী শুকা'ল, সেটা সের দুইচার ছাগলাদ্যঘৃতে শুধিবে ত? যার জুটো গোটা ছাগল একবেলার খাদ্য, তা'র রক্ত সমান রাখিতে

ছাগলাঙ্খের দরকার বই কি।” কবিরাজ ওষ্ঠাগতপ্রাণে কহিল,—“বা—বা, চাগলরদ গৃত, ও কি কথা কও! ঐঠা প্রস্তুতকরণে আমি চাগল বনিয়া যামু। আহার ভাবিয়া যেন আমারে চিবায়া ফালিওনা, দাদা!” যুগল কতবার চাহিয়াও কোন ঔষধ না পাইয়া, বড়ই চটিয়া গিয়া বলিল,—“ধূর্ত্ত বাঙ্গাল, তোমায় কে কাঠের মত চেহারায় গঙ্গাতীর থেকে ঘোষ-সংসারে এনে ভাতজল দেয়, মনে আছে? কথা না রাখ ত, প্রিয়-কাকাকে তোমার দেওয়ানের সাথে গুপ্ত কিচিমিচির কথা অচিরে অবগত ক’রবো।” জড়িতস্বরে ‘মোরে জুয়াচোর কও!’ কহিয়া উন্মাদের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে অপ্রকাশ কোথায় ছুটিয়া গেল!

গাড়ীতে প্রভা বুঝিল, তাহার দাদারও যেন উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠিয়াছে,—মাঝে মাঝে তাহার মনে তড়িৎ-প্রবাহ বহিতেছে! বাড়ীতে আসিয়া দেখিল পীড়িতের বিভিন্ন ভাব ঘটিয়াছে, গভীর কালিমা মুখে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। এলোকেশী তিনি কি খাইবেন জানিতে চাহিলে, ‘একটা ডাব, মা!’ শুনিবা-মাত্র প্রভা তৎপরতার সহিত এক পাত্র ভরিয়া কচি ডাবের জল আনিয়া, তাঁহার তৃপ্তি-বোধ করাইল, এলোকেশী তবু বেশী খাইতে দিল না। প্রভার মাতাকে কেবল কাঁদিতে দেখিয়া, কাল-করতলগত প্রাণনাথ বাবু ব্যথিত-অন্তরে বলিলেন,—“কাঁদিলে কি মৃত্যুটা স্থগিত থাকিবে? আমার প্রিয় ও ফুল রইল। কখন তোমার কর্ত্তব্য ভুলিও না!” কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়দত্ত বিন্দুমাত্রশিক্ষাশূন্য বৃদ্ধের মুখেও এত কথা বাহির হইল! ইহাতে আরো মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া, প্রিয়নাথ জ্যেষ্ঠের পদ স্পর্শ করিয়া অবারিতকণ্ঠে বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

এলোকেশী আর সে দৃশ্য সহিতে না পারিয়া উঠিয়া গেল! আশা-দেবী আসন্ন কালেও আর্ত্ত নরকে ত্যাগ করেন না,—তাই কবিরাজের ডাক পড়িলে, তাহার পলায়নবার্ত্তা পাইয়া সকলের হৃদয়ে অধৈর্য্যের অঙ্ক দৃঢ়রূপে পড়িল! প্রফুল্ল কখন তেমন শোকের তরঙ্গে পড়ে নাই, সে তথায় বসিয়াছিল না। কাকার ক্রন্দনের উচ্চরোলে তথায় আসিলে, তাহার ব্যাকুলতা-মোচন মানসে প্রাণনাথ রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—"বাবা, একটু দেখে শুনে চলিস। গৃহলক্ষ্মী এলোকেশী মাকে, ফুল, কখনও অযত্ন করিস নে। আর গুরুজনদের কথা মানিয়া চলিবি।" পুত্র এত উপদেশ একসঙ্গে মস্তকে রাখিতে পারিল না। রোগীর দশায় সকলে শেষে হতাশ হইল, এলোকেশী শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে ভুলিল না!

হিন্দুজাতির চিরন্তন প্রথানুসারে, প্রাণনাথ বহুমঙ্গলদায়িনী কলনাদিনী গঙ্গাতীরে ভুবনপাবন হরিনাম শুনিতে শুনিতে প্রাণের পূর্ণ আরামে কোন দেববাঞ্ছিত পুণ্যধামে প্রয়াণ করিলেন! মাতাকে তাঁহার পার্শ্বে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া, যুবক 'বাবা, আমাদের ছেড়ে কোথা গেলে!' বলিয়া, সজোরে বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক উন্মত্তবৎ ধূলায় পতিত হইল! হাজার পাষাণ হইলেও, ভব-দেবতা পিতামাতার মৃত্যুতে কোন পামর শেলাহত না হইয়া থাকিতেই পারে না! প্রফুল্ল যেন ঠিক একটি কঞ্চির মাচা হইতে হঠাৎ ভূপতিত হইয়া বিশেষ আঘাত পাইল, সুখস্বপ্ন কিছু কালের জন্য ভগ্ন হইল! সেদিনকার তপ্তহেমনিভ তপন বুঝি তাহাদের পক্ষে লজ্জা দিতে ও শোক বাড়াইতেই উদিত হইল! যথোপযুক্ত সমারোহের সহিত প্রাণনাথের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইল,

সেই সঙ্গে তাঁহার পত্নীর মনের যত শান্তি-সহানুভূতিরও শ্রাদ্ধ হইয়া গেল! তবে স্বামীর স্মৃতিতে হিন্দুরমণী যে সব স্বার্থত্যাগ দ্বারা অবনীতে রূঢ়-মহিমা ও শ্রদ্ধা-প্রতিমা হইয়াছেন, তিনিও সেই পূত ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিলেন!

শোকই বল, ক্রোধই বল, ঐশ্বর্য্যই হউক, আর কোন প্রবল মাৎসর্য্যই হউক, কোনকিছু চিরকাল বর্ত্তমান থাকে না!—তাহা হইলে ঘোষ-সংসারই কেবল চিরদিনের নিমিত্ত আঁধারে নিমজ্জিত থাকিবে কেন!——প্রফুল্ল আবার তাহার পাপের মাচা উচ্চতর করিয়া বাঁধিল! একমাত্র খুড়তুত বোন বালিকা তত্ত্বমসী কোথায় হারাইয়া গিয়াছে শুনিবার পর, কোন রজনীতে এলোকেশী ঘরে রোদনে রত হইলে, ফুল বাবু শিষ্টতার সৌরভ হারাইয়া বলিল,—"বাহিরে গিয়া সারা-রাত কাঁদ গে!" বনিতা ধীরে বলিল,—"সবই আমার ভাগ্যদোষ! তোমার পিতৃহীন-বেশে আমার প্রাণে শেল পশে, আর আমায় তোমার কেন ভাল লাগে না?" ফুল তেজে উত্তর দিল,—"কেন তা কে জানে? ভাগ্যদোষটা খণ্ডন করিতে দোষ কি!"—সতীর বদন অভিমানে বিবর্ণ হইল! প্রভা দেড় বৎসর পরে দেবরের সঙ্গে শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। তাহার স্বামী তখন পশ্চিমে একা থাকিতেন। প্রভা-বিহনে এলোকেশীর জ্বালা বাড়িলেও, একটী দেবী হইবার সুযোগও তাহার তদবধি ঘটিল!

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঢং—ঢং—ঢং, ও কিসের শব্দ! বাণবুড়িয়ার গির্জ্জার বড় ঘড়ি অতি গর্ব্বের সহিত গ্রামগ্রামান্তরে স্বীয় মহিমা বিস্তার করিতে করিতে হেলিয়া দুলিয়া বাজিতেছে! দেবগ্রামের তিন ক্রোশ পশ্চিমে বাণবুড়িয়ার গির্জ্জায় সন্ধ্যার সময় লোকে লোকারণ্য! আজ গির্জ্জাস্থাপনের স্মারক অষ্টম বার্ষিক উৎসব-সভা। রাজধানী কলিকাতা হইতে কএকজন পলিতকেশ বড় বড় পাদরী আসিয়া সে ক্ষুদ্র গ্রামের সম্মান সংবর্দ্ধন করিয়াছেন। মরি, মরি, সভার কি শোভা! কেহ যদি কখন শরবনের ধারে শ্যামল শস্যশীর্ষ উত্থিত দেখিয়া থাকেন, তবে তিনিই এ বৃদ্ধযুবক-সম্মিলন-মহাভাব-উপভোগের অধিকারী!

পার্শ্বের গ্রামসমূহের নিমন্ত্রিত মাননীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত কেবল কীর্ত্তিপুরের শ্রীল শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও দেবগ্রাম-নিবাসী শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। দুইজনে হরিহরাত্মা! বিংশ-বর্ষীয় প্রফুল্লের সথ-সুখে, ভাব-স্বভাবে অনেকের ভাবান্তর হইলেও, অশেষকীর্ত্তি শ্যামসুন্দরের সুন্দর কার্য্যাবলী বহু প্রৌঢ়ের আধ্যাত্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত জাগাইয়া তুলিয়াছে; ব্যাপার বুঝিয়া আজ-কাল তাঁহাদের 'সংসার অনিত্য, হরিহে, এখন স'রলেই হয়!' এই বোল ফুটিয়াছে! তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসরের হইবেন, প্রফুল্লের মত কুঙ্কুমবরণ নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। প্রফুল্লের দাড়ী নাই, তাঁহার নাতিদীর্ঘ শ্মশ্রু বদনের বিশুষ্কতা লুকাইতে বিফল-প্রযত্ন হইয়াছে! তাঁহার বাড়ীতে এত ভোজ দেওয়া হয় যে,

বোতল গুণিতে দুইজন কর্ম্মচারী আছে। শুনা যায়, শ্যাম বাবু যৌবনের প্রারম্ভে একটী বাইওয়ালী লইয়া নিজের পিতার সহিত তুমুল লড়াই করিয়া বসেন! প্রফুল্লের উদারহৃদয় জনকে ও শ্যামের নাচচেতা পিতাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ ছিল!

শ্যাম ও প্রফুল্ল চাঁদেরা এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিলেন যে, যীশুর ধর্ম্ম তথায় জীবের আশু ও অশেষ উপকার করিতেছে। অবশ্য জমিদারপ্রবরেরা ইংরেজীতে বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে গিয়া এক এক নূতন ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া বসিলেন,—তবে যে স্থানে গো-চিকিৎসক যদু সেন নামের পর M. P. সহি করিতে লজ্জা পাইত না, কি ভুবন ষ্টেসন-মাষ্টার ঝড়ের সময়ে কোন সাহেবকে নারিকেল গাছের মুচি পড়িতেছে বুঝাইতে 'All shoe-maker fall down' বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, তথাকার ভূস্বামীদের নিকট বেশী বিদ্যার আশা দুরাশা!

ফুল বাবুর বক্তৃতার পর মেমেরা পিয়ানো-যন্ত্র বাজাইতে লাগিল, তৎসঙ্গে কএকটী বাঙ্গালী খৃষ্ট-দাসী যীশুর যশোগানে মত্ত হইল!—ফুলের যেন কার্য্যটা ভাল লাগিল না, সে আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল। দেশীয় ক্রীশ্চিয়ানদের মধ্যে প্রায় সব তাঁতী, কায়স্থ দুইজন আছে, তাহারা পরিবার-পরিত্যক্ত। বাণবুড়িয়ায় পূর্ব্বে বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তাঁহাদের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি।

আট বৎসর পূর্ব্বে এক পাদরীপুঙ্গব একদিন বৈকালে বাণবুড়িয়ার বুড়ো বড়তলায় বক্তৃতা আরম্ভ করেন, লালমুখ-দর্শনাশী তাঁতীকুল দেখিতে দেখিতে চারিদিকে সমবেত হইল। তাহারা সাহেবকে সমাদরে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কহান হ'তে আস্চেন?" সাহেব ভাবিলেন, তাহারাই ভুবনবিদিত ব্রাহ্মণ-

সন্তান! বক্তৃতা চলিল,—"তোমাদের আর ভয় নাই, দয়াল যীশু এমন মধুর ধর্ম্ম জগতে দিয়া গিয়াছেন, যাহাতে মানুষের সকল জ্বালা দূরে যাইবে!" তাঁতীরা সোৎসাহে 'হরিবোল' দিয়া উঠিল, অতিবিচক্ষণেরা মূহূর্ত্তে স্বর্গপ্রাপ্তির বার্ত্তায় উৎফুল্লচিত্তে 'ছুটে গিয়ে তাঁত কটা বেচে আসি!' বলিয়া ফেলিল। এই সময়ে তাঁতীদের মেয়েরা সাহেব আসিয়াছে শুনিয়া, কলসীকাঁকে বড়তলা দিয়া বুণোর দিঘীতে জল আনিতে গেল, সাহেব তাহাদের দেখিয়া আবার আরম্ভ করিলেন,—"ভ্রাতা ও ভগিনিগণ, এ দেশে যত দিন স্ত্রীলোককে অন্ধকূপে বদ্ধ রাখা হইবে, ততদিন তোমাদের কোন উন্নতির ভরসা নাই। তাহাদিগকে পুরুষের মত সমান ক্ষমতা, সমস্ত আধিপত্য দেওয়া চাই!" এই কথায় কএকটা প্রবীণা রমণী 'ওমা, আবাগীর পো বলে কি গো!' বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল। মেয়ের ভীড় কমিলেও সাহেব বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া, স্বীয় ভক্তিরসে অভিষিক্ত থাকিয়া বক্তৃতা শেষ করিয়া ফেলিলেন,—"ভগিনিগণ, তোমাদের উদ্ধারের জন্য জগৎশুদ্ধ লোকে নিশিদিন কঠোর শ্রমে নিরত; তোমরা যীশুর শান্তিস্রোতে ভাসিয়া যাও! আমি তোমাদের সঙ্গে প্রেম করিতে আসিয়াছি, কোন অপকারকারী নই!" ভারতের কুলনারীর সহিত পথে ঘাটে যার তার প্রেমটা তত সুলভ নহে, তাই 'প্রেমের' নাম হইবামাত্র তথায় বিকট 'হো হো' শব্দ উঠিল, সাহেবের পিটে দুই এক গাছা লাঠি পড়িবারও উপক্রম হইল। দৌড়িতে দৌড়িতে সাহেব এক সদয়হৃদয় ব্রাহ্মণের কুটীরে স্থান পাইলেন। ব্রাহ্মণ প্রাণীহত্যার ভয়ে হাতে পৈতা জড়াইয়া পশ্চাদ্ধাবন-রত তন্তুবায়-তনয়দের কৃপা যাচিলেন।

সাহেব তাঁহার চিরপ্রিয় ফলাহারের পর, ব্রাহ্মণের বৈঠক-খানায় রাত্রে বহু শুভ স্বপ্ন দেখিলেন, স্বপ্ন ফলিলও ঠিক; কলিকাতায় গিয়া উদ্ধতন পাদরীদের বাগবুড়িয়ায় ধর্ম্ম প্রচারের ভারি সুবিধা বলিয়া কহিয়া এক রাত্রে তথায় পুলিস সহ আসিয়া গির্জ্জার পত্তন করাইলেন।

সে ধর্ম্মের তীব্রগন্ধে ও রাজেদের কম্বিকের সুমধুর নিক্কণে গোটাকতক শৃগাল সন্ত্রস্ত হইয়া তথা হইতে পলায়ণ করিল, আর যে দুইএকজন লোক ব্যাপার কি অবগত হইতে আসিল, তাহারাও যীশুভক্তের প্রেমবৈগুণ্যে লালপাকড়ীর লাঠির ঘায়ে ওষ্ঠাগতপ্রাণে ছুটিয়া প্রাণ বাঁচাইল! ক্রমে সেখানে কএকজন নীলকর মহাপ্রভুরও শুভাগমন হইলে, কতকগুলি খোলার ঘরে খৃষ্টানপাড়ার সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইল। রাশি রাশি মোরগের সুকণ্ঠে, ব্রাহ্মণেরা 'শ্যামা-টিয়া-কোকিলের' স্বর ভুলিয়া যাইতে বসিলেন! প্রথম প্রথম কায়স্থ ও তাঁতীরা সাহেবদের খোলার ঘরে ইট-পাটকেল ফেলিতে লাগিলে, পূর্ব্বপরিচিত পাদরীর প্রাণদাতা নিষ্পাপহৃদয় তারাশঙ্কর তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাহাদিগকে সে দুর্বৃত্ততা হইতে এইরূপে বিরত করিলেন,—"ওরে, মহারাণী আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন ব'লেছেন। ইংরেজেরা মুসলমানের করালকবল হইতে আমাদের উদ্ধার করিয়াছে। এখন যদি তাহারা এক একটী করিয়া সমস্ত বাঙ্গালীকে বঙ্গোপসাগরে ফেলিয়া দেয়, তাহাতেও আমাদের নিঃশব্দে জলধিসলিলে পতিত হওয়া উচিত! আমরা গ্রাম থেকে উঠে যাব সেও ভাল, তবু ইংরেজদের উপর অত্যাচার করিব না।" বাচস্পতির বাক্যগুলি ইস্পাতের মত সকলের মনের যত নির্য্যাতন-স্পৃহা খণ্ড খণ্ড

করিয়া দিল। পরে তাহাদের কেহ কেহ পিয়ানোর মোহন স্বনে মুগ্ধ হইল, মেমদের সঙ্গে কথা কহিতে পাইয়া আত্মবিস্মৃত হইল, পাদরীর কুহকজালে পড়িয়া সমুচ্চ সনাতন ধর্ম্মের মমতা কুক্ষণে হারাইল; ক্রিয়াকলাপ, দানধ্যান, ভক্তিশ্রদ্ধা, নিয়মের বাঁধন,—যে সমস্ত অপূর্ব্ব, অমিয়ময়, চিন্তাতীত, যাহা অন্য কোন ধর্ম্মে কখন হয় নাই বা হইবে না,—কুলাঙ্গারেরা সে সকলে চির-কালের জন্য জলাঞ্জলি দিল! সাহেবেরা টাকা দিয়া দল পাকা করিতে লাগিলেন। কতক তাঁতী আলোক পাইলে, যাহারা বাকী রহিল, নীলকরের সদ্ব্যবহারে তাহাদের সে গ্রামে বাস করা দায় হইয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণের ছেলেরাও বাড়ীতে গিয়া এই গান গাহিত,——

"পাপী মোরা খৃষ্টের চরণ যাই ধরে;
যেন রক্ষা পাই মরণ পরে!"

তাহাদের জননী-ভগিনীরা খৃষ্টটাকে কৃষ্ণ বুঝিয়া, ভক্তিভাবে সঞ্জীবিত হইয়া বলিতেন,—"আহা, এমন কৃষ্ণগুণগান কোথায় শিখলি রে!" বালকেরা বিস্ময়ে বলিত,—"সে কি গো, কেষ্ট-বেষ্টর মত নষ্ট গোষ্ঠবালকের নামটা আমরা অষ্টপ্রহর 'টেষ্ট' ক'রে রসনা কলুষিত করি না! এ যে Panton সাহেবের যীশুর গান।" রমণীরা অমনি ক্রোধান্ধভাবে বলিতেন,—"আ মরণ! সর্ব্বনেশে 'পাঁটা' সাহেব মাথাটা খেয়েছ যে! ওকথা মুখে নিয়ে ফের ঘরের ত্রিসীমানায় এলে, ঝাঁটার তাড়ায় ভূত ঝাড়াব!"

শেষে যখন প্রচারের ধূম বাড়িয়া গেল, অন্তঃপুরে সে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল, তখন পণ্ডিত মহাশয় নিজের স্বজাতিসহ রাত্রযোগে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া জননীজন্মভূমির

নিকট চিরবিদায় লইলেন ;—আর্য্যের মানসম্ভ্রম থাকিলেই সর্ব্বস্ব থাকিল ! ব্রাহ্মণ উপকারের পুরস্কার বেশ পাইলেন !

প্রফুল্লের খুল্লতাত ন্যায়নিষ্ঠ প্রিয়নাথ পাদরীদের ঘোর বিরোধী হইলেন, জগতে যীশু প্রেমের মহৎ দৃষ্টান্ত স্বীকার করিলেও, বদ্ধমূল হিন্দুধর্ম্মের বর্ম্মচ্ছেদে পাদরীর জেদ তাঁহার অতীব অবিধেয় বোধ হইত। দুইপক্ষে দাঙ্গা হাঙ্গামাও বাধিল, উদারস্বভাব পারদীসাহেবেরা তাঁহার নামে প্রাণহানির দাবীতে হুগলীতে মোকদ্দমা জুড়িলেন। কিঞ্চিৎ লাঞ্ছনার পর পার্থিব দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া, তিনি তাঁহার সাধু উদ্যমের অনুরূপ শান্তির আগার অমরনগরে অকালে যাত্রা করিলেন ! কাকার প্রতি মিশনারীর ঐরূপ অমানুসিক সৎকারেও, তাহাদের সঙ্গে ফুলের অমল প্রেম টলিল না ! সোণার দেশ খোলকরতালের উন্মাদনী ধ্বনি আর শুনিতে পাইল না,—কেবল কলঙ্ককালিমা মাখিতে লাগিল !

ফুল বাবু সভার বাহিরে যাইবার অগ্রেই একটী সপ্তদশবর্ষীয়া ইংরেজ কন্যাকে সকলে হাসিতে হাসিতে বহির্গত হইতে দেখিল। রমণীর নাম ফ্লোরা। অতি ক্ষীণকটি, কৃষ্ণ নয়নদুটী বিকচ কমলমুখে ভ্রমরের ন্যায় বিরাজমান ! কেশগুচ্ছ খুব দীর্ঘ। তাহাদের সামান্য অবস্থা, পিতৃহীনার মাতা তথাকার স্ত্রী-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, নিজে পশমবয়নাদিদ্বারা কিছু পায়। ভাগ্যক্রমে ফ্লোরা ফুলের পাটরাণী, বাবুর পাপপিপাসাও চরিতার্থ হয়, আর রাণীরও নানা আভরণের অভাব হয় না ! তবে ফুলের হেমকান্তি দিন দিন কদর্য্য হইলে, তাহার মাতা মরমে মরিয়া গেলেন ! অপদার্থ যুবককুল এত বিলোলচিত্ত কেন ? শেষে

যে বিষবারিতে স্নাত হইবে তাহা একবারও না ভাবিয়া তাহারা গরলপ্রস্রবণ-মুখে গিয়া ঘুমাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে !

কুমারী ঘরে গিয়া সমস্ত ভূষা ত্যাগ করিয়া একটী বুককাটা ঢিলা আলখেল্লা পরিল। টেবিলের মধ্যস্থলে ব্যস্তভাবে দুইটী রৌপ্যপাত্রে ফুলের তোড়া সাজাইল। 'বুড়ি মাটা কি গো !' বলিয়া গোটাকত বাসী ফুল দূরে নিক্ষেপ করিল। পরে সুগন্ধি দ্রব্য মাখিয়া, আলোটা ঠিক তুলিয়া দিয়া হারমোনিয়ম লইয়া বসিল। রাত আটটার সময় ফুল বাবুর শুভাবির্ভাব হইলে, বিজয়ার কোলাকুলির মত প্রথমতঃ কত রঙ্গলীলা চলিল। ফ্লোরা ভণ্ড সোহাগের প্রকাণ্ড ভাণ্ডার প্রকটিয়া 'আমায় ত কেউ ভালবাসে না, মনের সাধ আর পূর'ল না !' বলিল। ফুল আবেগে উত্তর দিল,—"কেন, হাবা Hebe আমার, বল কি অদেয় আছে ? বাড়ীর হারের চূড়ী চাও জানি, ভাল, এবার চুরীবিদ্যার দাস হব, আর কি !" ফুলরাণী প্রেমের আধিক্যে ফুলের ফুলপানা গালখানি বেগে চুম্বিল ! একঘণ্টা অধিষ্ঠানের পর, বাবু বন্ধুর ভোজে যোগ দিতে চলিল। স্কন্ধসংলগ্না ফ্লোরা আগাইয়া দিতে আসিলে, তাহার বিমূঢ়া মাতা সাহ্লাদে গাহিল—

ঐ যায়, যায় কেমন, আ মরি !
Mellin's Foodর মত, হস্তস্পর্শরহিত, কুমারী আমারি !

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্যামসুন্দর সেইরাত্রেই নাচগানের আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহার অট্টালিকার দ্বারে ফুল বাবু উপস্থিত হইবামাত্র ব্যগ্রচিত্ত

যুগলকে দেখিতে পাইল ও মাতা তাহার সন্ধানে সর্দ্দারকে পাঠাইয়াছেন শুনিয়া বিরক্তভাবে বলিল,—"কেন, আমি কি কচি খোকা, যে কাছে কাছে লোক না থাকিলেই হারিয়ে যাব!" বাবু অমনি মিত্রের ভবনে প্রবেশ করিল। তথায় আলোকের আভা বাইজীদের মদিরারঞ্জিত বদনে প্রতিভাসিত হইয়া তাহাদের দ্বিগুণ শোভা বাড়াইয়াছে। এ মজলিসেও বহু সাহেবের শুভাগমন হইয়াছে। ফুল ভাবিল, সে যেন সদ্যঃ স্বপ্নরাজ্যে পদার্পণ করিল! বাইজীরা সানন্দে রঙ্গের অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে এই খেমটা গানটা গাহিতেছে, শুনিল————

চোখে চোখে রেখে শেষে দেখা যে রে পাইনে!
দেখা কেবল, মনে রাখা আমারে ত চাই নে॥
প্রাণপাখী প্রাণে আঁকা,
দিক বা না দিক দেখা,
বুক ফেটে মরি, তবু মুখ ফুটে কই নে!

শ্যামের বোতল-রক্ষক প্রিয় মন্মথ আসিয়া 'বাউটীফুল' ইত্যাদি চটুল বাক্যে বাইজীদিগকে উৎসাহিত করিয়া, তাহার অপার গুণগ্রাহিতার প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল! যখন রেলের সামান্য মালগাড়ীখানিও কোন ষ্টেসনে প্রবেশকালে তেজে আসে, তখন সে যে এমন সভায় নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবে, তাহা বিচিত্র নহে! মাসমাহিনা সাত টাকা পাইলেও, সে বলিত জমিদারের দেওয়ানের বা পুলিসের দারোগার উপরি পাওনা তাহার অপেক্ষা বিশেষ বেশী নয়! তাহার গর্ব্বিত মূর্ত্তিতে, আর একটী চিত্র মনে পড়িল। বর্দ্ধমানে এক বিকৃত-মস্তিষ্ক 'রায় বাহাদুর' প্রায় দেখা যাইত,—তাহার পোষাকের

মধ্যে, পরণে মালকোঁচা দেওয়া কাপড়, একটী রঙ্গিন পিরাণ, মাথায় রাঙ্গা কাগজের টুপী, কোমরে আরদালীর মত কোমর-বন্ধ ও হাতে এক ছোটখাট বাঁশের চোঙা;—সেইটীতে 'রায় বাহাদুরের' যত অধীন প্রজা দোকানদারেরা তাহার তিন পুরুষ তুলিয়া, সভয়ে একটু একটু তৈল পূরিয়া দেয় বলিয়া তাঁর মানটি হয়! বাজারে দূরদেশের লোকেরা বরং তাহার প্রতি বারেক চাহিতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞ সকলের কাছে, সে যে 'গোবরা মোড়ল' সেই 'গোবরা মোড়ল'!

রাত্রি নয়টা বাজিলে দুই এক জন করিয়া সমস্ত সাহেবই টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেলেন। তখন ফুল ও শ্যাম বাবুর নিভৃত আসর জমিল। একঘণ্টা কাটিতে না কাটিতেই দুই বোতল সুপ্রতিভা ফুরাইল। কুঞ্জ-ব্রাহ্মণ আসিয়া আহারের বুদ্ধিটা উস্‌কাইয়া দিলে, বাবুরা থালের উপরে পা চাপাইয়া বসিল। মন্মথ আনিয়া বরফ দিয়া মস্তক শীতল করিল; অমনি তাহারা টেবিলের পার্শ্বে চেয়ারে স্বচ্ছন্দে ধূমপানে নিযুক্ত হইল।

শ্যাম একটি ভয়ানক কর্ম্ম করিতে মনস্থ করিল। তরুণ-মস্তিষ্ক ফুল, সে কিরূপে বিপিন ঘোষালের বিপথগামিনী কন্যা মঞ্জরীকে হস্তগত করিবে সেই গল্প করিলে, শ্যামের মদরক্ত মুদিত চক্ষু স্থির হইল, ঈর্ষায় ও ঘৃণায় ভ্রূযুগল বার বার কাঁপিতে লাগিল। শ্যামেরও সে রমণীর উপর যথেষ্ট কৃপাদৃষ্টি আছে! ফুল বাবু যেন কাহার দীর্ঘ ছায়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। কৌশল-কুশল শ্যাম অমনি 'আরে ভাই, বাঘের গুহায় ঢুকে কে তা'র কাণ কেটে নেয়! ভয় নেই, এই ঢোঁকটা সইয়ে নাও, এতে ভবভয়ও

নিবারণ হবে!' বলিয়া হাসিয়া আর এক পাত্র মদ্যে ফুলকে আরো অজ্ঞান করিয়া আবার বলিল,— "দেখ ফুল, আমার এই টীয়া পাখিটা কি যাদু জানে? কত মানুষে যাতে হার মানে, এ নির্ব্বোধ জন্তুও অবাধে সেই পিস্তল ছুঁড়িতে শিখেছে!" পাখিকে ঠিক ফুলের সম্মুখে বসাইলে, সে সজোরে পিস্তলের আওয়াজ করিল। এতক্ষণ ফুল মুখ বাড়াইয়া 'প্রেমিক পাখি, এইটী শিখা ছিল বাকী?' কহিয়া রঙ্গ করিতেছিল। গুলি সশব্দে চলিয়া গেলেও, ফুলের একটি কেশেরও হ্রাস হইল না,—আঁখির পলক-পাতের সাথে সে বেগে অথচ ধীরে আসনশুদ্ধ মেঝেতে শায়িত হইল,—সেই মুহূর্ত্তেই টেবিলের ভিতর দিয়া গিয়া কে এমন তেজে শ্যামকে ভূমে ফেলিয়া দিল যে, সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। সেই দণ্ডে ফুল যুগলের যুগলকরে বেষ্টিত হইলে, ভৃত্য উর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে নামিয়া আসিল।

যুগল অর্দ্ধেক রাস্তা অতিক্রম করিয়াছে, তখন বাবুর আজ্ঞা হইল,—"একবার রজতগিরির আশ্রমে চল্!" রজতগিরি ঠাকুর কিছুদিন হইল উলুইপুরে আড্ডা বাঁধিয়াছেন। সেটী সর্ব্বদা গাঁজাগুলির গন্ধে আমোদিত। যুগল ত্রাসে বলিল,— "সে কি দাদা, মা ঠাকুরুণ ঘরে বুঝি কেঁদে কেঁদে কাণা হ'য়ে গেলেন, বৌ-দিদি যেন পাগল হয়ে বেড়াচ্ছেন!" ইহাতে বাবু রাগান্বিত হইলে, বৃদ্ধ নিরুপায় হইয়া, সোণার সংসার অঙ্গারে পরিণত হইতেছে ভাবিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। গিরির কুটীরে আসিয়া, ফুল মুণ্ডিতমস্তক ভণ্ড-অবতারকে নেশার স্তোত্রে মত্ত দেখিল—

অহিফেন গলিতেন, কৃষ্ণবর্ণ ধারনম্।
প্যায়রা পত্রে, পক্ক পাত্রে, রঙ্গে ভঙ্গে নাড়নম্॥

আস্তে আস্তে, শশব্যস্তে ভক্তহস্তে ভর্জ্জনম্।
তং নমামি, গুল্লিদেব, দেহি পদপল্লবম্॥

কল্‌কে ভাঙ্গা, নল বা চোঙ্গা, মেরুদণ্ডবাহনম্ ।
লম্বা টিকে, ধ'রলে ফুঁকে, অগ্নিবর্ণধারণম্ ॥
একটী টানে জুড়ায় প্রাণে, তৎপরেতে উড্ডনম্!
তং নমামি, গুলদেব, দেহি রাঙ্গা চরণম্॥

গুলিং গুলিং গুলিং গুলিং, অহোরাত্র চিন্তনম্।
জীর্ণ শীর্ণ কৃষ্ণবর্ণ,খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গমনম্॥
হস্তে চাটু, পাক শাট তব ভক্ত দেওনম্!
তং নমামি, গুল্লিদেব, দেহি পদপল্লবম্॥

শীত-ভীতে একচিতে, নিত্যস্নানবারণম্।
তব ভক্ত অনুরক্ত, ভব-ভয়-তাড়নম্॥
লগুভণ্ড মেরুদণ্ড, লইতেছি শরণম্॥
তং নমামি, গুলিদেব, দেহি কৃষ্ণ চরণম্॥ *

কুল কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মঞ্জরীর সম্বন্ধে কি ক'ল্লে?" রজত ঠাকুর বলিল,—"আবার কি, তোমার তরে সব প্রস্তুত!" ক্ষণেক চক্ষু বুজিয়া কি ভাবিয়া পুনরায় কহিল,—"আচ্ছা, দিনে যদি আর স্থয্যি না উঠে ত কি হয়?"

"তোমার আমার মত লোকের দিগ্বিজয়-বার্ত্তা আঁধারে যাবজ্জীবন লুকান থাকে!"

*মদীয় কাদীর কাকা সব-রেজেষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বাবু অনুকূল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিরচিত।

"না রে ভায়া, তাহ'লে পৃথিবীটা উল্টে যাবে, গাছগাছড়া উপ্‌ড়ে প'ড়বে! আমি পাছে ঐ শেওড়া গাছে চাপা পড়ি, তাই ওর আগ্‌ডালে উঠে ব'সে কল্কেতে দম দেবো, আর আগুনে ডালপালা ধ'রে ভাস্করের আকারে মানুষকে ভরসা দিবে!"

"বেশ, গাছটা শেষে ছাই হ'লে, তুমিও রবিকে বগলে পূরে পুড়ে নিচে প'ড়ে শেওড়া গাছে রবিসুতের নজরবন্দী হবে!"

বিশ্বস্ত ভৃত্য সে অনর্থের স্থলে বৃথা কালপাত না করিয়া, ফুলকে লইয়া বাড়ী গিয়া 'মা গো, তোমার বুকের ধন বুকে কর!' বলিয়া যেন কত গুরুভার কমাইয়া ফেলিল। রজনী দ্বিপ্রহর। পুত্রবধূর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া ফুলের জননী নিদ্রিতা, এলোকেশী তখনও জাগিয়া আছে। দেয়ালে পিঠ ঠেকাইয়া শাশুড়ীর মুখে যে স্বপ্নোৎপাদিত হর্ষবিষাদ-রেখা এককালে পড়িতেছে, তাহাই সে একদৃষ্টে দেখিয়া মাঝে মাঝে অশ্রু মুছিতেছে। সে রাত্রে বাবু আর কিছু খাইল না, সুতরাং তাহার স্ত্রীর ভাগ্যেও কোন আহার ঘটিল না!

পরদিন শ্যামসুন্দরের কনিষ্ঠ রামসুন্দর যুগলের নিকট ফুলের পাপমতিতেও মাতার স্নেহের একান্ত অবিচলতার কথা শুনিয়া বিভোরপ্রাণে বলিলেন,—"সকল রমণীই দেবতা, কারণ সকল রমণীই সন্তানের মাতা! আহা, মাতার কি কোমলতা!—সে কোমলতা চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় নাই, সুধীর সমীরেও সে স্নিগ্ধতা পাইবে না! মা না থাকিলে ত পৃথিবীই থাকিত না।—মাতার সহ্যগুণের অনুকরণ করিয়া তবে বসুন্ধরা এত ভার বহিতে শিখিয়াছে! সাধুর চরিত্রে সকলেই মুগ্ধ হয়, ধনীকে স্নেহ করিতে অনেকে পারে, কিন্তু আমাদের মার কাছে সাধু-পাষণ্ডের তারতম্য

নাই, ধনী-ভিখারীর কিছুমাত্র প্রভেদ-বোধ নাই! আমরা যত পামর হই না কেন, মার আকাশের মত প্রশস্ত হৃদয় কখনই আমাদের কাছে সঙ্কুচিত হয় না! তিনি যে 'মা', আর বেশী বিশেষণ দিব না, কেবল বলিব তিনি 'মা',—এই এক অক্ষরের অর্থ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই, এ কথার অভিব্যক্তি তোমার সাংখ্যপাতঞ্জলীতে মিলবে না,—অগাধ জলধি ইহার উত্তরে অসমর্থ হইয়া নিরবধি বিক্ষোভিত হইতেছে!"—যুগল নয়নের জল মুছিয়া বলিল,—"গোঁসাই দাদা, তোমার কথায় তোমায় কোলে নিয়ে নাচতে ইচ্ছে হচ্চে কেন, বলে দাও!"

শ্যামের জীবনীর এই এক জ্বলন্ত পৃষ্ঠা। একদিন বিচারে বসিয়া ভূম্যধিকারী মহোদয় হঠাৎ চারু চট্টরাজকে হাজির হইতে হুকুম দিলেন। নিরীহ ব্রাহ্মণ সভয়ে আসিয়া শুনিল, তাহার জামাতা সতীশ, মহিমান্বিত মহাপুরুষ মন্মথকে যাহা মুখে আসে তাই বলিয়া গালি দিয়াছে, সে জন্য তখনই বেচারাকে কান্তিপুর ত্যাগ করিতে হইবে। জমীদার বাবুর মনে তাহার সুন্দরী দুহিতা মহামায়াকে লাভ করিতে কুপ্রবৃত্তির নৃত্য হইতেছিল ইহা না বুঝিয়া, চারু তাড়াতাড়ি গিয়া সতীশকে বাহির করিয়া দিল। দেবদ্বিজেভক্তিমান রামসুন্দর দাদাকে বলিলেন,—"কাজটা কি ভাল হ'ল, দাদা?" মন্মথ বুক ফুলাইয়া কহিল,—"ভাল নয়ই বা কিসে?" রাম উত্তর দিলেন,—"তোমার মত নীচমনার কথা আমি কখনই শুনি না!" শ্যামসুন্দর অমনি গর্জ্জন করিল,—"কি পাপিষ্ঠ, তুমি আমার সজ্জন অমাত্যকে ঘৃণা কর, তবে আমাকেও ত করিতে পার! আর তোমার অপমান সহ্য করিতে পারি না, তুমি এখনই আমার বাড়ী থেকে

বাহির হও!" অভিমানী ভ্রাতা 'দাদা, তুমি আমায় এমন কথা ব'ল্লে!' বলিয়া, সম্পত্তিতে স্বীয় অর্দ্ধ অধিকার ভুলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে একবস্ত্রে বাটী হইতে চলিয়া গেলেন! মাতা তাঁর পক্ষে দুএক কথা বলিতে আসিয়া, শ্যামের প্রমুখাৎ তাঁহার স্থানান্তরে খোরাক-বন্দোবস্তের বৃত্তান্ত শুনিয়া অবাক্ হইলেন!

সত্যই মহামায়ার জন্য শ্যাম লালায়িত হইল। শ্বশুরের জরুরী পত্র পাইয়া সতীশ স্ত্রীকে লইতে বাটী হইতে বাহির হইল। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা সকল সময় ফলিলে জগতে আর ভাবনা থাকিত না! দুর্ভাগ্যক্রমে সে শ্বশুরালয়ে পোঁছিল না। কোথাও তাহার কোন অস্তিত্ব মিলিল না। গোরাচাঁদ রাখাল একদিন কেবল 'দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর!' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চারুকে এক দুর্গন্ধময় জঙ্গলের ধারে লইয়া গেলে, কতকগুলি শকুণি তথা হইতে উড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণের মনে বিপত্তি-সন্দেহ দৃঢ় স্থান পাইল। দুখীরাম লম্বোদর আসিয়া বলিল, সে দিন সন্ধ্যার সময় মাঝেরপাড়া হইতে ফিরিতে পথে ঠিক সে একসঙ্গে দুইতিনটী লাঠির শব্দ শুনিতে পায়। তাহাতে তাহার এত ভয় হয় যে লম্বাদোড়ে বাড়ী আসিয়া তিনখোরা ভাত সাফ ক'রে ফেলে 'দোরতাড়া' ভাল রকম দিয়ে একঘুমে রাত কাটাইয়া সব কথা বিস্মৃত হয়! তখন গ্রামে মুখে মুখে এত 'বজ্রাঘাত' হইল যে, সেগুলি প্রকৃত ঘটিলে একটা সমগ্র দেশ ভস্মীভূত হইত! কঠোর শোকসংবাদে অহরহ রোদন করিয়া, মহামায়া পাগলিনী-প্রায় হইয়া পড়িল!

অমাবস্যা রাত্র। মহামায়া গোবর্দ্ধন-মন্দিরে আরতি দেখিয়া ঘরে ফিরিতেছে, পবিত্র মনে কোন আশঙ্কা নাই, ভয়ের লেশ-

মাত্রও তথায় পশিতে ভয় পায়! হঠাৎ কোন আম্রবৃক্ষের পার্শ্ব হইতে যেন এক কিমাকার বনদেবতার আবির্ভাব হইল,—রসিক মন্মথ সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"রাই কমলিনি, তোমার তরে যে প্রতিপ্রহরে খুঁজে মারা যাই!" ত্রস্তস্বরে মহামায়া উত্তর করিল,—"কে তুমি, পাগল না কি, ঘোর রাত্রে একাকী স্ত্রীলোককে পথে বাধা দাও কেন?"

"বল কি! তোমায় তেমন বাধা দেব, আমার এমন ক্ষমতা কি? ওগো, তুমি আমাদের শ্যামচাঁদ-আধা রাধারাণী হবে,

প'রবে কত সোণাদানা,
আহ্লাদে সদা আটখানা!
শ্যাম বাজাবে মোহন বেণু,
শিরে ধরি ও চরণ-রেণু!

গরীব সুদাম আমি, একটা হাঁদা বৃন্দে জুটালে কৃতার্থ হব!"

"কি মূঢ়, আমার কাছে ওরূপ কথা, শীঘ্র দূর হও, নতুবা এখনি পদাঘাতে মস্তক ধূলায় লুটিবে!"—আরক্তলোচনে, কম্পিতকণ্ঠে মহামায়া এই কথা বলিবামাত্র, মহারথী মন্মথ স্তব্ধভাবে 'দেখা যাবে!' বলিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল, এমনি সতীত্বের বিমল বিভা! ক্রমে তাহার প্রতি জমীদারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাড়িতে থাকিলে, সাধ্বী মনের বিষম ক্ষোভে সে পাপ-দেশ পরিত্যাগ করিল।

কোন রাত্রে শয়নগৃহে এলোকেশী ফুলকে সানুনয়ে বলিল,—"তোমার ফিরিতে বেশী রাত দেখিয়া, আজ মা কত বকিতে লাগিলেন শুনে, আমারও মনে বড় লাগিল!"

"আমি ত কা'র ক্রীতদাস নই! তা, তোমার ফন্দীতে আর ঘরে বন্দী হব না! এত অপমান, এখনই এ বাড়ী ছাড়ি!'

"অপমান কি! দাসীর সব দোষ মাপ কর!" এই বলিয়া বনিতা পদযুগল ধরিলে, সে তাহা সজোরে ছিনাইয়া চলিয়া গেল! ভগবানের যেন এতটা সহ্য হইল না!

এক গভীর নিশীথে ফুল বাড়ী আসিয়া, মাতা বিসূচীকা-রোগে মরণাপন্না শুনিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পদতলে গিয়া পড়িল। নির্ম্মম মহাকাল তাহাকে তিলার্দ্ধকালের জন্যও জননীর একটী কথাও আর শুনিতে দিল না! শবদাহের সময়ে সে 'মা, মা, তুমি কত কষ্টে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ ক'রেছ, পাষাণ আমি, সেই বুকের পাঁজর আজ আগুণে ছাই করিতে এসেছি! ধিক্ মানব-জন্ম!' এই বলিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের চারু বৃত্তির পরিচয় দিল!

ফুল কদর্য্য কার্য্যে এরূপ দৃঢ়ভাবে দীক্ষিত হইয়াছিল যে, শীঘ্র তাহার অধীনতা অস্বীকার করিতে পারিল না! কত লোকে তখনও লজ্জাধনে বিসর্জ্জন দিতে লাগিল, আরো এক বৎসর প্রজাদের দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভগবদ্ভক্ত রামসুন্দরকে কি কেহ ভুলিয়া গিয়াছেন? বহু ভদ্রলোকে তাঁহাকে তাঁহার প্রধান আশ্রয়স্থল বটবৃক্ষতল হইতে সাদরে নিজেদের বাটীতে লইয়া গিয়া এমন মহান্ কথা শুনিলেন যে, ভাবিলেন বুঝি শাক্য কি শঙ্কর আবার মানবের সম্মুখে সমাসীন। তাঁহারা তাঁহাকে সংসারী হইতে কত অনুরোধ করিলেন; কিন্তু সংসারের কোন অনুরোধ-আকাঙ্ক্ষা বা ভীতি-ভর্ৎসনা তাঁহার উচ্চ উদ্দেশ্যের বিরোধ করিতে পারিল না! তিনি

যে অপূর্ব্ব ধর্ম্মরাজ্যের অভাবনীয় শোভা সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই! শ্রীগৌরাঙ্গ এখন তাঁহার সর্ব্বস্ব! তিনি একান্ত অন্তরে সে প্রেমদেবতার কীর্ত্তিগাথা গাহিয়া হুগলী জেলা অতিক্রম করিয়া উত্তরে চলিলেন। একস্থানের দুষ্ট বালকেরা তাহাকে অতিশয় বিরক্ত করিলে, তিনি ভাবে মাতোয়ারা হইয়া হস্ত প্রসারিয়া গাহিলেন,——

"পতিতে কোলে ধরি, বোলত হরি হরি,
দেওত পুন প্রেম যাচিয়া!
অরুণ লোচনে, বরুণ ঝরতহি,
এ তিন ভুবন ভাসিয়া!"

কি জানি কেন অবোধ বালকেরাও আপনাপনি মুখ দেখাদেখি করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল!

রামসুন্দরের ধূলায় ধূসর বসন, তাহাও শতগ্রন্থিময়! মরি রে ছিন্নকন্থা! তুই না থাকিলে কি আমরা মহাত্মাদের সম্যক্ সমাদর করিতে পারিতাম? ধন্য তোর ভাগ্য! সাধুতার সম্রাট যাহারা, তাদের তুই অঙ্গের ভূষণ, শুধু পিশাচকীর্ত্তি নগণ্য কীটের নিকট তোর যত অনাদর! রামের বদনে কখন প্রীতির স্নিগ্ধ আলোক প্রতিভাত হইতেছে, আবার কখন নিরাশ-আসারে গণ্ডস্থল ভরিয়া যাইতেছে! এমন পাষণ্ড কে আছে, যে সে দৃশ্য দর্শনে ভক্তি-বিহ্বল না হয়! আহা, ঈশ্বর সম্মুখে নাই, কাঁদি না কাঁদি প্রত্যক্ষ করিবেন না, তবু মনুষ্যের কি সুন্দর প্রেম, কি মর্ম্মভরা বিরহ!—জন্ম জন্ম এ বিরহের প্রয়োজন! আর যে ব্যক্তি বহুবর্ষ ধরিয়া লোককে এরূপ বিরহের শিক্ষা দিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই শাপভ্রষ্ট দেবতা!

বৰ্দ্ধমান রেলষ্টেশনের কাছে এক গাছতলায় কোন আতুরকে রাম এমন যত্নে সুশ্রূষা করিলেন যে, সে অচিরে নীরোগ হইয়া তাঁহাকে বলিল,—"বাবা, তুমি কি কোন দেবতা, নহিলে তুমি ছাড়া এত বড় জগতটার ভিতর এ লক্ষ্মীছাড়ার দিকে আর কেহ ত চাহে নাই!" একদিন বোলপুরের নিকট নন্দীপুরে সন্ধ্যাকালে ঝুমরীর নাচ হইতেছে, অতি নীচ কথান্তরের বিরাম নাই। অমনি রামসুন্দর এই গান গাহিয়া উপস্থিত হইলেন,—

"শ্রীগৌরাঙ্গের দুটী পদ, যা'র ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতিরস-সার!
গোরার মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তা'র!"

বৃদ্ধদের আদিরস তখনি শুকাইল, অনাদিনাথের মধুভাবে মজিয়া চার ঝুমরী থামাইলেন। কোথায় নিখিলতাপহারী শ্রীহরি, আর কোথাকার ঝুমরীর ঝকমারী!

বিভোরহৃদয়ে গাহিতে গাহিতে কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে তাঁহার কবিত্বময় হৃদয় নলহাটীর ক্ষুদ্র পাহাড়টীতে যেন শান্তি পাইল। শৈলের যাবতীয় অঙ্কপাতকে তিনি কৃষ্ণপদচিহ্ন ভাবিয়া তথায় একটী কুটীর বাঁধিলেন। প্রেমের রাজা রামের ব্রজেশ্বর নামে একটী শিষ্ট যুবক প্রিয় প্রজা হইলেন। যেখানে অন্নকষ্ট, যথায় শোকশেল, যে স্থানে বিবাদ সেইখানেই রামসুন্দর শান্তি-বিধানে সমুপস্থিত! কৃপাদেবী অখিলপতির চরণরেণু হইতে খসিয়া অনেক কুলাঙ্গারের ললাটের রৌরব-মসী মুছিয়া, তাহাতে পুণ্যের স্বর্ণোজ্জ্বল রেখা আঁকিয়া দিলেন! ক্রমে গৃহে গৃহে 'রামসুন্দর ঠাকুর' সকলের পরমাত্মীয়রূপে পরিগণিত হইলেন।

সতীশ মহামায়াকে আনিতে বাটী হইতে বাহির হইয়া চারি-ক্রোশ পথ আসিলে, একক্রোশ প্রশস্ত পালদের মাঠের মধ্যস্থলে সন্ধ্যার সময় একটী জীর্ণদেহ রোগী তাহার সঙ্গে চলিল। মাঠের পরে আধপোয়া রাস্তার দুই পার্শ্বে বিজন বন। কোথাও পাখীরা পুত্রপরিবারের সহিত মিলিত হইয়া বিভিন্ন প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, কোথাও যাহাদের বাসা মিলিতেছে না তাহারা আকুল কাকলি করিতেছে শুনিয়া, সতীশ সুখদুঃখ-বিমিশ্র সংসারের সার স্মরণে আনিতেছে, আর রোগীটা দুই কাশি কাশিয়া পাশের এক সরু পথে ঢুকিল। অমনি বিকট রবে 'কে রে, কোথা যাবি ?' বলিয়া দুই উগ্রচণ্ডীর চেলা এক বিশাল বটবৃক্ষের অন্তরাল ছাড়িয়া সম্মুখের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। প্রকাণ্ড দণ্ডদর্শনে ব্রাহ্মণ প্রাণভয়ে পৈতা হাতে জড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"বাবা, আমার কাছে কি আছে ? দেখ, ব্যাগে এই দুইখানি ধুতি, একখানি আধছেঁড়া গামছা ও পাঁচটী পয়সা আছে, আর কোমরে ক'লকে গোঁজা। কত চালের বলদ এ পথে যায়, বাবা, দুখী ব্রাহ্মণের সামান্য জিনিসে কি হবে, বাবা ?" একটা নরকলঙ্ক বলিয়া উঠিল,—"ওরে গঙ্গা, এর ঘাড়ে কি হুতুমপেঁচার বাসা আছে না কি রে ! শোন্ বামন্, আধটা পয়সার তরে কতশত নিশাচর এখানে বড় আশার প্রাণ রেখে যায় !" সতীশ কাঁদিয়া বলিল,—"ধর্ম্মবাপ, দুঃসংবাদ পেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছি। চারু চট্টরাজের পুত্রসন্তান নাই, আমার মৃত্যুতে তিনি পুত্রশোক ভোগ করিবেন।"

"ওরে তেনা, এ যে সেই মন্মথ বাবুর চিহ্নত লোক রে ! ভাল খাবার মিলেছে, তবে আয় বেটা !"—এই কথা শেষ হইবামাত্র

শিরে ও স্কন্ধে দুই কঠিন লাঠির আঘাতে, হতভাগ্য ঊর্দ্ধশ্বাসে 'বাপরে' বলিয়া ভূপতিত হইল। অকস্মাৎ 'হো হো হো রে' ধ্বনিতে গগনমার্গ পূরিয়া বিশালমূর্ত্তি শ্রীমন্ত সর্দ্দার আসিয়া ভগ্নিপতি যুগল সর্দ্দারের অনুরোধমত নিজ অনুচরের কাল কবল হইতে রক্তাক্তকলেবর ব্রাহ্মণকে বাঁচাইয়া, তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া বাড়ী লইয়া গিয়া সবিশেষ পরিচর্য্যাদ্বারা সুস্থ করিলে, জমীদার শ্যাম বাবুর ভয়ে, বৰ্দ্ধমান জেলায় রাখিয়া আসিল।

একদিন অপরাহ্ণে রামসুন্দর একখানি সুপ্রশস্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর শয়ন পূর্ব্বক আপনার সদানন্দভাবে জগদীশগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। চতুঃপার্শ্বের তরুরাজি বায়ুভরে দুলিতেছে। অদূরে নির্ঝরিণী ধীরে ধীরে ঝরিতেছে। এমন সময় কতকগুলি বিহঙ্গ বিবিধ শব্দসহ আসিয়া এক দীর্ঘ বৃক্ষে বসিলে, রাম মুদিত চক্ষু চাহিয়া 'আহাহা, চীৎকার কেন রে? সারাজীবন চীৎকারই ক'রবি!' এইরূপে আবেগে মানবগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সেই দক্ষিণে ফিরিলেন, অমনি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন;—দেখিলেন এক যুবতী যোগিনী অনিমিখ নয়নে তাঁহাকে দেখিতেছে! রমণীর গলে তুলসীমালা, কপালে চন্দন, হস্তে ত্রিশূল ও সর্ব্বশরীর গৈরিকবসনে সমাবৃত। অতি অদ্ভুত বেশ এবং বড় সুন্দর ভাব! আশ্চর্য্যান্বিত রামসুন্দর এই প্রশ্ন করিলেন, "মাগো, কে তুমি?" তখন এক দিব্য স্বরে সমস্ত শিলাগুলি প্রতিধ্বনিত হইল,—"রামসুন্দর, আমার নাম 'মহামায়া'। পাপীয়সী হতভাগিনীর এখন ধর্ম্মে মতি হয়েছে!"—হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে এ মর্ম্মান্তিক অভিমানের, মর্ম্মদাহী দুঃখের কথা নিঃসৃত হইল! রাম মুগ্ধভাবে কহিলেন,—"কি, মহামায়া, সেই

দেবী,- কীর্ত্তিপুরের সেই তেজস্বিনী পতিপাগলিনী মহামায়া! হাঁ মা, এখানে কি প্রয়োজন, মা ?”

“বাছা, বাড়ীতে তোমার দাদার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, তাঁহাকে যত্ন করিতে কেহ নাই। তুমি গৃহে যাও, তোমার যে ধনোপার্জ্জন হইয়াছে তাহা কেহ আর অপহরণ করিতে পারিবে না!” এই বলিয়া মহামায়া অন্তর্হিতা হইল। রামসুন্দরও দাদার্শনে ব্যাকুল হইলেন। দুর্ভিক্ষ ক্ষয়ার্থ যে অর্থ তাঁহার নিকট সঞ্চিত ছিল তাহা ব্রজেশ্বরকে দিয়া, সত্বরগতি বাষ্পীয়যানে সেইরাত্রেই আরোহণ করিলে, কবে আবার দর্শন মিলিবে জিজ্ঞাসা করিয়া, প্রিয় শিষ্য ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। পরদিন লোকে আর তাঁহার দেখা না পাইয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া গেল,—কেন কাঁদিল মানবপ্রকৃতি সর্ব্বদা মৃদুস্বরে তাহার উত্তর দিতেছে!

রামপুরহাটের তিনক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে তারাপুর বিখ্যাত তীর্থস্থল। তথায় মন্দিরের পাশে এক কুটীরে কএকটী যোগিনীর সঙ্গে মহামায়া বাস করিতেছে। ‘তারা মাতার’ পাগল ছেলে বামাকে বশে আনিতে বহু বেশ্যার জঘন্য চেষ্টা কিরূপে বিফল হয়, তাহা শুনিয়া সে স্বর্গ-নরকে কি প্রভেদ ভাবিত! বামা কেমনকথায় কথায় ‘মা, মা’ আবদার দ্বারা, তারা মা’র শান্তি ভঙ্গ করিতেন দেখিয়া, সতী মনে অতি শান্তি পাইত!

চন্দ্রালোকিত যামিনী,—সুধাকর সুধাধারায় ধরাকে কোন মধুময় দেশের নির্দ্দেশ দিতেছে! তারাপুরের মনোহর শ্মশানে স্থিরমনে বসিয়া মহামায়া তথাকার মহান্ ভাব অন্তরে অনুভব করিতেছে;—আহা! যে স্থানে পৃথিবীর খলতা ও কলুষতা

ধুইয়া যায়, ধনগর্ব্ব মাটীর ভিতর গলিয়া যায়, হিংসা ও কলহ-লিপ্সা শান্তভাবে নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়ে, নীচতা ও দীন-নির্য্যাতন পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়া পরে আপনাদিগকে উচ্চতর আদর্শে গড়ে, সে মঙ্গলভূমির মাহাত্ম্য বুঝিবে কে! মহামায়া কমকণ্ঠে গাহিল,—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু,
হেরনু হরিমুখচন্দা!
জীবন যৌবন সফল বলি মাননু,
দশদিশে ভেল আনন্দা!"

এমন সময়ে কাহার সুস্পষ্ট ছায়া দেখিয়া, সন্ন্যাসিনী 'দুখিনী-জীবন!' বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল, ছায়াটী প্রকৃত মানবরূপে রমণীকে বুকে ধরিয়া সোহাগসলিলে স্নিগ্ধ করিয়া বলিল,—"হাস শশি, আজ সতীশ সতীর পাশে এসেছে! মহামায়ার মায়ায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া আবার তাহার ছায়ায় জুড়ালেম!" কুমুদিনীনাথ তখন পতিপরায়ণার প্রাণে যে বিমল বিশুদ্ধ কিরণ বিকীরণ করিলেন, তাহা তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে চিরদিনের জন্য পশিয়া গেল! তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া পবিত্র গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালিতে থাকিলেও, মহামায়ার প্রকৃতির সন্ন্যাসিনীর ছায়া অপসারিত হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাতার মৃত্যুর পর প্রভা পিত্রালয়ে আসিয়া দাদার গুণগাথা শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইল। বৌদিদির ক্লেশলাঘবমানসে দেবগ্রামে কয়মাস থাকিল। যোত্রহীন প্রজাদের বাসভূমি ফুল যত ঘুঘুর মধুর রবে পূর্ণ করিতে লাগিল, প্রভার ততই বিরক্তি

বাড়িতে থাকিল। প্রভার বিষম বিপদ, তাহার আহারে সুখ হইল না, শয়নে সে শান্তি পাইল না, স্বপ্নে যে আরো জ্বালা! সে কখন স্বপ্ন দেখিত, এলোকেশীকে ফুল যমদূতবেশে লগুড়াঘাতে জর্জ্জরিত করিতেছে, কখন এমনও দেখিত যে বৌদিদি লক্ষ্মীরূপে স্বর্গে যাইতেছে, আর প্রাণনাথ শ্বেতনিশানহস্তে আগে আগে চলিতেছেন! এলোকেশী ইহা বিস্ময়ে শুনিয়া বলিত,—"আমার যে এখনও অনেক কাজ বাকী আছে, ভাই! তোর দাদা, প্রভা!—" অমনি নেত্রে ধারা বহিলে, বস্ত্রশুদ্ধ হস্ত তাহাতে ব্যাপৃত হইত। মাতা দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন ভাবিয়া, প্রভা তাঁহার নামে উচ্চস্বরে কাঁদিত, সৌরভ ঝি কেবল এই রোদনে অকাতরে যোগ দিত।

প্রিয়নাথ পুরাতন নিশিকান্ত দেওয়ানকে কান্যকুব্জের সহিত ষড়যন্ত্র-অপরাধে পদচ্যুত করিয়া, ধীরবুদ্ধি হারানিধি বাবুকে নিযুক্ত করেন। হারানিধি সাংসারিক সকল কার্য্যে যুগলের পরামর্শ লইতেন। প্রফুল্ল-জননীর স্বর্গপ্রাপ্তির পর, এলোকেশীকে সে 'মা' বলিয়া ফুলের কুকর্ম্ম কমাইতে যথেষ্ট চেষ্টা পাইল। পত্নী মনপ্রাণে পতির উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। তাহার সদুদ্দেশ্য শুধু গলাবাজীতে সীমাবদ্ধ ছিল না, কিংবা বীরাঙ্গণার ন্যায় স্বামীর বুকে পিস্তল ধরিয়া 'ভাল চাও তো এই দণ্ডে সাধু হও!' এ প্রকার ভীষণ আস্ফালনাত্মক প্রথায়ও পর্য্যবসিত হইত না! অন্তরে অন্তরে কামনা, আর নিরন্তর নীরবে সাধনা! যুগলকে সতী বলিত,—"বাবা, তুমি আর জন্মে নিশ্চয়ই আমার জনক ছিলে, না হ'লে রাত দিন ওঁর সাথে ঘুরে দুখিনীর তরে এত কষ্ট কর কেন?" প্রভুভক্ত উত্তর দিত,—

"মা, আমার ত্বকে ত্বকে, যে ঘোষবাবুদের নাম লেখা, গরীবের কুটীরে যে চিরকাল তাঁদেরই কীর্ত্তিকথা আঁকা!"

পান হইতে চুনটী খসিলেই, ফুল এলোকেশীর উপর ঘোর অত্যাচার করিয়া বসিত। খুড়ীমার পাঁজরগুলা পাতিশোকে পুড়িতেছিল, তিনি প্রফুল্লকে মর্ম্মস্পর্শী উপদেশ দিবার ক্ষমতা রাখিতেন না, অসহ্য হইলে 'ফুল, আমাকে ম'রতে দাওনা, বাবা' বলিলে, বাড়ীর বাসনগুলিন সুকৃতিক্রমে আর ছাইরাশিতে ঘর্ষিত না হইয়া, শ্রীমানের সুকোমলপদস্পর্শে শতধাচূর্ণ হইয়া হনুমান-লোক প্রাপ্ত হইত! 'সর্ব্বস্বামীগুণোপেত' ভূম্যধিকারীর নবাবিষ্কৃত সাধুভাষা শিখিতে কাশী হাড়ীর বড় ইচ্ছা ছিল!

একদিন প্রভা এলোকেশীর ঘরে দেরাজের উপর একখানা ছবি দেখিয়া চমৎকৃতভাবে বলিল,—"বৌদিদি, এ যে মেয়ের চেহারা, ওমা, এই দেখ তোমার হীরের চূড়ী ও মুক্তার সাতনরী এর গায়ে জ্বলিতেছে। তবে কি গহনাগুলি হারালে?" প্রথমে এলোকেশীর প্রতীতি হইল না, পরে প্রভা তাহার গহনার বাক্স খুলিয়া অলঙ্কার দুইখানি প্রকৃতই নাই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"চাবি বালিসের নীচে রাখিয়া শোও বুঝি?" বধূ [illegible] কহিল,—"যাক্, গহনার তার কি দরকার, যে অগুরুগন্ধ অ[illegible] স্বামীস্নেহ চিরদিনের তরে হারাইতে বসিয়াছে?"

কৃষ্ণপক্ষের কিশোরী শর্ব্বরী! শান্তিসাগরের তাঁতিপাড়ায় কোন ক্ষুদ্র কুটিরে একটী প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলিতেছে। পাশে এক পূর্ণযুবতী বসিয়া চরকায় সূতা কাটিতেছে: নিস্তেজ অলোকরেখাও যেন তাহার রূপের জ্যোতিঃ ম্লান করিতে পারে নাই! কিন্তু চিন্তাকীট, দারিদ্র্যবিষ অল্পবয়সেই তাহাতে প্রবেশ

করিয়াছে, বুঝা যাইতেছে। শরীর কিছু কৃশ হইয়া পড়িয়াছে। দরকার মোহন স্বনে কিশোরীর নিদ্রাকর্ষণ হইবে, অমনি এক কাঁচ-ভাঙ্গা টিমটিমে লণ্ঠনহস্তে আসিয়া, অর্দ্ধস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"মাতু, তোর খুড়ো কোথায় ?"

"বাবুদের বাড়ী গিয়েছে, এখনি আস্‌বে। কেনগা ?"

"আ মরণ, কেন তা জাননা ? টাকা নিয়ে দেবার নামটা নেই, আবার নেকামী !" রমণী বুড়ীকে ক্ষণেক অপেক্ষা করিতে বলিবার একটু পরেই মাতুর দুর্দ্দশাপেষিত কাকা, কত কি বিড়বিড় বকিতে বকিতে আসিলে, ভীমরতিগ্রস্তা বলিল,—"কি গো জঙ্গীলাটের ব্যাটা, রোজ ঝিমঝিমে রেতে, টাকার তরে আর কত হেটে মরি ? রাস্তায় শেয়ালে টেনে নিলেই, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ। এখন সুদে-আসলে একশত তের টাকা, তিন আনা, সাড়ে তিন পয়সা এনে হাজির কর।"

"সে কি বেটিপিশি, পঁয়তাল্লিশ টাকার উপর এত সুদ !"

"মান্ধাতার আমলে ধার নিলে, সুদ জন্মাবেনা ! তোমার ঠাকুরদাদা ও আমার পিতা এক বাপের ছেলে হ'য়ে কোন্‌কালে এক মাতার স্তন্যপান করেছে ব'লে, একরক্তের পরিচয় আছে ব'লে, আসল ছাড়লেও গায়ের রক্তের মত সুদ কি কখন কমা'তে পারা যায় !" মাতুর নিরীহ কাকা বহু সাধ্যসাধনা পূর্ব্বক আগামী সোমবার তাহাকে সর্ব্বশুদ্ধ ১০০৲ টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহার আত্মীয়া উল্লাসে 'সুদের কাঁড়ি না দেখে, একেবারে হাউইয়ের মত হুস ক'রে স্বর্গে উঠবো!' বলিয়া লাঠির ভরে চলিল, তখন একটা দুর্ম্মুখ পেচক সে নীচস্বভাবাকে ঘৃণায় তিরস্কার করিয়া উঠিল !

পরদিন দেবগ্রামে দ্বিপ্রহরের পর ঘোষপাটার সকলের আহার হইলে, এলোকেশী অন্ন গ্রাস করিতে যাইতেছে আর শান্তিসাগর হইতে মাতঙ্গিনী আসিয়াছে শুনিয়া, তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া 'মা, মা; এতদিনে বুঝি মনে পড়িল।' বলিয়া, তাহাকে নিজ খাদ্যের অর্দ্ধভাগ অক্লেশে ধরিয়া দিল। পরে তাহাদের অনন্ত কষ্টের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সিক্ত চক্ষু মুছিয়া, দীনাকে দশভরির সোণার কাণ গোপনে দান করিল। মাতঙ্গ এলোকেশীর চরণে কৃতজ্ঞ-বারি সেচন করিয়া সানন্দে ফিরিল, সংসারের দুরবস্থা ঘুচাইয়া, খুল্লতাতের আহ্লাদ-পুত্তলী হইল।

দেবগ্রামে প্রভার স্বামী আসিয়াছেন। তিনি গাজিপুরের উকীল। প্রভাকে প্রকৃতই ভালবাসেন, কথায় কথায় 'প্রাণ প্রেয়সি, দেখনহাসি!' বলিয়া ভালবাসা দেখান না বটে, কিন্তু মজ্জায় মজ্জায় তিনি প্রভাময়! প্রভা তাঁর জীবন, তাহাকে তাহার ঈশ্বরপ্রেরিতমঙ্গলদূতিনী মনে হয়। পাছে মঙ্গলদেবী রুষ্টা হন, এই ভয়েই যেন তিনি সকলসময় পরের মঙ্গল সাধন করিয়া বেড়াইতেন! জামাইবাবুর আগমনে সৌরভের আনন্দের অবধি নাই, কিন্তু প্রভার মনে আনন্দের পরিবর্ত্তে যথেষ্ট আশার উদ্রেক হইয়াছে। সে এইবার বৌদিদির উপকার করিতে পারিবে ভাবিয়া, উৎফুল্লচিত্তে দালানে বেড়াইতেছে, হঠাৎ প্রফুল্লের কক্ষ হইতে কিসের উচ্চ শব্দ শুনিতে পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ ত্বরিতপদে তথায় গিয়া ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য-পাথারে পড়িল। কি ভয়ানক! প্রফুল্লের চোখদুটা ঠিক রক্তজবার মত, তাহার সমস্ত শরীর ক্রোধে ঠক্‌ঠক্ কাঁপিতেছে, আর পাপিষ্ঠ একটা চর্ম্মের চাবুক ঘুরাইয়া দন্তঘর্ষণ করিতে করিতে

বলিতেছে,—"বল্, রাক্ষসি, সর্ব্বনাশিনি, এখনও বল্ মা'র তাগা দিবি কি না ?" এলোকেশী নিজের সমস্ত গহনা গাত্র হইতে খুলিয়া এবং বাক্স হইতে বাহির করিয়া দিলেও, ফুল সেগুলি রাগের ভরে মেঝেতে ছড়াইয়া ফেলিয়াছে, প্রভা তো দেখিয়া শুনিয়া অজ্ঞান। সে খাটের ধারে বৌদিদির পাশে দাঁড়াইলে, বাবু আরো রাগিয়া চীৎকার করিল,—"পোড়ামুখি, তুই যে আবার বড় দল বাড়াতে এলি, বাহিরে যা ব'লছি, নহিলে এই চাবুকের বাড়ীতে তাড়া'ব।" প্রভা কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু বৌদিদি অধোবদনে, নিশ্চলভাবে, পতিসন্নয়ে দাঁড়াইয়া, একটি কথাও উচ্চারণ না করিয়া, মাতা বসুন্ধরার সহিত কেমন পরামর্শ করিতেছে দেখিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিল, যেন শতস্বর্গালোক তাহার সম্মুখে জ্বলিতেছে, এমন দেবতা নিকটে অধিষ্ঠিত যাহার পদ স্পর্শ করিবারও সে যোগ্য নয়! প্রভা অহিত-আশঙ্কায় দাদাকে যে এককথায় চড়া উত্তর দিল না, ইহা তাহার সুশীলতার অনিন্দ্য নিদর্শন। কিন্তু ফুল সে শিষ্টতা অমান্য করিয়া, আবার অঙ্গভঙ্গিসহ, বিশেষ কর্কশস্বরে কহিল,—"ও পেত্নি, ও ডাইনি, দূর হ'না, চাবুকের এক ঘায়ে তোকে শেষে বাবার কাছে পাঠিয়ে দিব!" প্রভা বাপের নামে জ্বলিয়া উঠিল,—"কি কুলাঙ্গার, তোমার এই পরিণাম হইল; বাঘিনীর পাছে ফেউয়ের মত, সতীনারীর পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিয়া তোমার লজ্জা কি ক্ষোভ হয় না, ব্রাহ্মণের বাসভূমিতে আগুন লাগাইয়া তোমার ঘৃণা বা তৃপ্তি হয় না, আবার নিজ স্ত্রীধনকে সর্ব্বদা লাঞ্ছিত করিতে আরম্ভ ক'রেছ, কেন তোমার এত ভ্রান্তি, কিসের এত দম্ভ. জাননা এখনও চন্দ্রসূর্য্য উঠে, আজও মাঝে মাঝে বজ্র পড়ে দেখনি, অদ্যাপি বাবা আমার

এই বাড়ীর উপর থেকে সব দেখ্‌ছেন, তবু তুমি ঘোষ-গুষ্ঠির কলঙ্ক, মনুষ্যনামের একান্ত অযোগ্য দুরাত্মা, তবু তুমি এত অত্যাচার, এত গৃহদাহ, এত স্ত্রীপীড়ন ও সেই পরমদয়ালু বাবাকে তাঁর ভিটেতে দাঁড়িয়ে এমন অপমান ক'রলে! এখনই তুমি ঘর থেকে চলে যাও, নতুবা আমি খাটে মাথা ঠুকে ম'রব!" পাগলিনী প্রভার এই জ্বালাময়ী অনর্গল বক্তৃতার কালে, এলোকেশী ক্রমাগত তাহার কাপড়ের একভাগ টানিলেও, প্রভা নিরস্ত হইল না। তখনই ফুল পদ-দলিত সর্পের ন্যায়, কণ্টক-পীড়িত হস্তীর মত রোষে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া উঠিল,— "হা হা হা, তোদের ত ঐ আছে, পাড়া মাথায় ক'রে ঘরে এসে শেষে মাথা ঠোকার ঘটা পড়ে, অতটা বাড়াবাড়ির তাড়াতাড়ি চাই নে, এই নে, পাপিণি, তোর গর্ব্বের, হিংসার উপযুক্ত ঔষধ গ্রহণ কর্!" অমনি সাঁই করিয়া এক ঘা চাবুক প্রভার স্কন্ধে বিষম বসিয়া গেল। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে সে এলোকেশীর স্নেহ-প্রসারিত দুইহস্তে সমূলকর্ত্তিত কদলিকাণ্ডের স্বরূপ পড়িয়া গেল। এলোকেশী বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মুছিয়া কহিল,—"হায় প্রভা, অভাগিনীর জন্য তোর এত কষ্টও কপালে ছিল!"

তৎক্ষণাৎ ফুল তর্জ্জন করিল,—"কি, তোর জন্য? তবে তুই ঐ ছোট গোখুরাটার কচি দাঁতে যত বিষ ঢেলেদিয়েছিস?" পরে অজস্রধারা ফেলিয়া প্রভাকে সযত্নে শয্যায় তুলিলে, সে আস্তে আস্তে বলিল,—"না না, সোণার বৌদিদি, দেবতা বৌদিদি আমায় কিছু শিখায় নি!" তাহার অস্পষ্ট ধ্বনি বিফল হইল। প্রফুল্ল ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে দক্ষিণপদদ্বারা স্ত্রীর বামচরণে এমন জোরে লাথি মারিল যে, এলোকেশী 'মাগো!' বলিয়া

ভূমে পড়িল। প্রভা সকল ব্যথা ভুলিয়া, অবশ-শরীরেই তখনি শয্যা ছাড়িয়া, 'হা ভগবান, এ দৃশ্য দেখাবার আগে, আমার জীবন নিলে না কেন?' এই বলিয়া কাঁদিয়া, বৌদিদির জ্বালা নিবারণে তৎপরা হইল!

এমনসময় জামাইবাবু রোদনরোলে শশব্যস্তভাবে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, উন্মত্ত প্রফুল্লকে বাহিরে লইয়া গিয়া শান্ত করিতে লাগিলেন। কিছুদিন তাঁহার গাজিপুরে ফিরা হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কতক্ষণ এলোকেশী অজ্ঞানাভিভূতা রহিল। পরে চক্ষু চাহিয়া প্রভাকে কাছে কাঁদিতে দেখিয়া, নিজেও একবার খেলনা-লুণ্ঠিত বালিকার মত ক্ষীণস্বরে রোদন করিল। তখন প্রভা 'কুললক্ষ্মি, বড় লেগেছে কি?' জিজ্ঞাসা করিলে, বধূর হৃদয়-বারিধি উত্তালতরঙ্গে কম্পিত হইল,—যে অম্বুরাশি স্বাভাবিক অবস্থায় উপকূলের উপল-অঙ্গ কদাপি স্পর্শ করে না, অদ্য প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে সে সলিল-উচ্চউচ্ছ্বাসাঘাতে করুণা-শীতল তেজ-কঠোর প্রস্তরকণা প্রভা বিচলিতা হইল!—বৌদিদি বলিল,—"তুই বড় দুষ্ট মেয়ে, নিজের ঘাড়ে যে লেগেছে, সেটাতে মোটে দৃষ্টি নেই, কেবল পরের কষ্টেই ব্যস্ত!" সৌরভকে ডাকিয়া, প্রভার ব্যথার উপশমার্থ একটা মেয়েলী মলম লাগাইয়া দিয়া, আপনার আপাদমস্তক যে যাতনায় ছিঁড়িতেছিল, তাহা আপনি জানিল। প্রভা সে মহৎ চরিত্রের ছায়া পাইয়া, রবিরশ্মি-সম্পাতে ঊষাবালার মত মৃদু হাস্যরেখা প্রকাশ করিল মাত্র!

শুধু উকীল অর্থে, আজকাল সচরাচর যে ভাব মনে আসে, জামাতা নীরদকৃষ্ণ তাহা নহেন। তিনি ইংরেজীভাষায় সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারেন, তর্কশক্তিও প্রখরা। অতএব তিনি যে বাহিরবাড়ীতে ফুলবাবুকে শীঘ্রই টিপিয়া ছোট করিয়া ফেলিবেন, তাহাত অখণ্ড্য সত্য! "মূর্খ, অসার ও অল্পমতি স্ত্রীলোকগুলা কেবল জ্বালায় গো, কেবল অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে দেয়। ছি, তাইতে তোমার মত হুগলী অঞ্চলের সুশিক্ষিত ধ্রুবনক্ষত্রের কি যণ্ডামার্কগিরি করিলে চলে! তাও বটে, ক্রোধই পুরুষের প্রধান সুলক্ষণ!'"—এই প্রকার অম্লমধুর উপদেশধারা উৎসৃজন-দ্বারা বিচক্ষণ ব্যবহারাজীব মহোদয় জমিদার-ধুরন্ধরকে পথে আনিলেন।

ফুল যখন পিতার পরলোকগমনে অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিল, তখন কোন্ সূক্ষ্মদর্শী, সেই পিতৃশোক তাহার বিপথের ব্যাঘাত ঘটাইবে, তাহার কুসংসর্গ-কর্দ্দমাক্ত-জলে প্রতি-বিম্বিত মলিন চরিত্র-তপন আবার স্বীয় উদারসৌন্দর্য্যে প্রভাসিত হইতে থাকিবে, ইহা ভাবেন নাই! কিন্তু হায়! এমনি বিভুর মহিমা, এরূপ প্রকৃতিমাতার অলঙ্ঘ্য ব্যবস্থা যে, যে পর্য্যন্ত সয়তান ফুলের কেশ ধরিয়া টানিবে, ততদিন তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না;—গাজিপুরের উকীলও নয়, গোরক্ষপুরের গাজীও নয়, মক্কার ফকীর কিংবা বিক্রমপুরের 'নির্ব্বিষ-খোলস'-ধারী ব্রাহ্মণও নহে! তবে যাহার মনে বিরলে বিষম ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহার উন্নতি, তাহার সদ্গতি হইবেই হইবে। সঙ্কীর্ণ, কণ্টকাকীর্ণ ক্রূরতার—অনুদারতার আবর্ত্ত অতিক্রম পূর্ব্বক যে পুনরায় পুণ্য-শৈলের সূর্য্যসোহাগপূর্ণ স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ হইতে

পারে, সে দেবতার স্বভাব, দেবতার সৌভাগ্য লইয়া আসিয়াছে!

জামাইবাবু প্রভার গৃহে আগমন করিলে, সে কিঞ্চিৎ সম্ভ্রমের সহিত শয্যায় বসিল। কিঞ্চিতই উত্তম, কারণ তরল প্রেমাতিশয্য প্যারিস কি বোষ্টন নগরে সম্ভবপর হইলেও, এদেশে তাহা কভু শোভা পায় না! নীরদ 'প্রভা, কেমন আছ?' কহিয়া নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রভা লজ্জায় নিরুত্তর হইয়া মনে মনে ভাবিল,---"কেমন আছ, ভাল আছ, বাঁচিলাম, মরিলাম, এই নিয়েই মানুষ বাঁচে! লোকে কেবল 'বাঁচাই বাঁচাই' করে না কেন?" নীরদ দুইবৎসর পরে পুনর্ব্বার প্রভাকে দেখিয়া, তাহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিবেন, আর প্রভা গম্ভীরভাবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশদ্বারা একপার্শ্বে বসিতে বলিয়া, দাদাকে তিনি কিরূপে বুঝাইলেন, জানিতে চাহিল।

"কেন, মহাত্মাকে বলিলাম, স্ত্রীলোক ভূলোকে সকল ক্লেশের কারণ।" অমনি ঈষৎ হাসিয়া, নীরদ ওকালতী সফল করিল। অভিমানে প্রভার কপোল রক্তিমাভ দেখিয়া, তিনি আবেগে বলিলেন,—"না প্রভা, তাও কি হয়, প্রভা যার স্ত্রী, সে কি কখন মেয়েমানুষকে রাক্ষসী করিয়া ফেলিতে পারে! প্রাণাধিক ভাই ক্ষীরোদ, বাটী লইয়া যাইবার সময়, তোমার অমরযোগ্য গুণাবলী দর্শনে, এমন পুণ্যপ্রতিমা বর্ত্তমান থাকিতে লোকে কোন্ প্রাণে পাপে প্রবৃত্ত হয় ভাবিয়া, দুষ্কৃতির নিকট অটল, দুর্দ্দম্য হইয়া গিয়াছে!" এই বলিয়া তিনি যেই পত্নীর হস্তধারণ করিবেন, আর তাহার গাত্রোত্তাপ অনুভব করিয়া, চকিতের মত কহিলেন,—"এ কি পাগলি, এত জ্বর লুকায়ে রেখে, অভাগাকে কি শেষে বোধনে বিসর্জ্জন দেওয়াইবে?"

"তুমিও যেমন, সামান্য অসুখ এখনি সারিয়া যাবে। দেখ. বৌদিদির শয়নে স্বপনে দিবানিশি যাতনাভোগের তুমি অন্ত করিতে পারিলে, তোমার চরণে লুটিয়ে আমি সব জ্বরজ্বালা তাড়া'ব; নতুবা আমি কোন শাসনের বাধ্য হ'বনা, কোন সুনীতির অনুগামিনী হ'বনা,—আর কাহার সঙ্গে কথাটী পর্য্যন্ত ক'বনা!"—বিমুগ্ধভাবে এ সরলপ্রাণের সতেজ কথা শুনিয়া, উকীল মহাশয় দোর্দ্দণ্ড দন্তবিধির ধারা সকল ভুলিলেন, কমণীয় ভাবের হিল্লোলে অন্তর আন্দোলিত হইল! সেই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি ফুলের মনে শান্তিসুধা সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

একদিন পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মজ্ঞানসদৃশভীষণমূর্ত্তি দ্বারবানেরা কোন রোদনরতা মেছুনীর মৎস্য সজোরে স্বল্পমূল্যে লইতে গিয়া, দীর্ঘ যষ্টি-সঞ্চালনের ঘটায় বলবত্তার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলে, সদয়া এলোকেশী সৌরভকে তাহাদের বিরত করিতে আজ্ঞা দিয়া, মৎস্যজীবিনীকে কিছু অর্থসাহায্য করিল। অবশ্য এইরূপ বীরভাবের প্রভাবেই বাধ্য হইয়া, অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র লাঠির স্তবে অনলসভাবে গলা ফুলাইয়াছিলেন!

প্রফুল্লের পারিবারিক পুরোহিত গুড়গুড়ে বিদ্যাভূড়ভূড়ী মহোদয় যুগলকে পথে প্রশ্ন করিলেন,—"সন্দেশ কিরূপ হে?"

"সন্দেশ কোথা, ঠাকুর? চিরকাল চালকলা চিবিয়ে শেষে যে চলিতে চলিতেও সন্দেশের স্বপ্ন দে'খছ!"

"বিদ্যাবাগীশের নিগূঢ় বাক্য অনুধাবন করিতে অনেকেই অসমর্থ। মূঢ়, সন্দেশ অর্থে সংবাদ, বলি নূতন সংবাদ কি?"

"বাঘ-ইস্, তুমি যেমন বুনো ওল, তেমনি জামাইবাবু বাঘা তেঁতুল জুটেছেন, তোমায় তিনি ডেকেছেন, চল মশায়!"

বাহিরের এক সুবিস্তৃত গৃহে, সুসজ্জিত আসনে বসিয়া ফুল ও নীরদ হাস্যালাপে নিরত, এমন সময় গুড়গুড়ে ঠাকুরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, নীরদ প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন,—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনাদের বাবুর আর একটী বিবাহ উপস্থিত, বৈশাখ মাসে কবে দিন ভাল, দেখুন দেখি!"

"সে কি জামাই বাবু, ও কথা মুখে তুলিব না, অমন সাবিত্রী-তুল্যা পত্নী থাকিতে, পুরুষের পুনর্দারগ্রহণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।"

"শাস্ত্রমত সকল ধবলাগিরির শিখরে শীর্ণ হউক, এখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিশেষ বিদায়-ব্যবস্থা করিলে, তাঁহাদের মত হবে ত?"

"তবে, পাঁজীপুঁথী দেখিব!"—মাথা চুলকাইয়া পুরোহিত ধীরে এই হিতকথা কহিলে, নীরদ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ নিরুপায় অবস্থায় অন্য কথা পাড়িল,—"জামাইবাবু, আপনি ত একজন জাঁকাল বিদ্বান, বলুন দেখি, যে ধর্ম্মের প্রচারকেরা আজন্ম অর্দ্ধাহারে, ছিন্নবস্ত্রে, অশ্রদ্ধায় কাটায়, সেই হিন্দুধর্ম্ম ভাল, কি যে ধর্ম্মের যাজকেরা রাতদিন কার্ত্তিক সেজে বেড়ায়, সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ?"

"পুরোহিত মহাশয়, আপনার অন্তরের ব্যথায় নিতান্ত দুঃখিত হ'লেম। কিন্তু দেবতা, ভাবিয়া দেখুন, যে সমস্ত পিতামাতা নিজ বালকবালিকাকে রাজার মত সাজসজ্জায়, আহারবিহারে পালিতে না পারেন, তাঁরা কি সন্তানসন্ততির অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পান না?"

"ভাল কথা, আমার পাঠশালায় একটা বাপে তাড়ান ছোঁড়া ছিল, তাকে পিতার অজ্ঞাতে মাঝে মাঝে একটু তামাকুসাহায্য করিতে আজ্ঞা করায়, সে একদিন 'গুরুমশায়, আপনার দৌরাত্মে বাবা তামাক ছেড়ে দিয়েছে!' বলিল; অমনি আমিও পূর্ণগুরু-

মূর্ত্তিতে 'অমন বাপের গরুকেও আমার বিদ্যালয় নির্ব্বাধে মাঠে ছাড়িয়া দিতেছে!' কহিলাম।—নীরদকৃষ্ণ যেন হাসির ঘূর্ণী-বায়ুতে পড়িয়া বলিলেন,—"গুরুমহাশয়, আপনার দণ্ড না ঐ প্রকাণ্ড টিকি, কোনটী ছাত্রদেব বেশী ভয়ের জিনিস?"

ক্রমাগত হাসির আস্পদ হইতে অনিচ্ছুক হইয়া ঘরের বাহিরে আসিলে, ব্রাহ্মণকে সৌরভ এই বলিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল,—"পুরুত ঠাকুর, তোমার দেরীতে, দাদার কল্যাণে ব্রতে বৌদিদির যে অনশনে প্রাণ গেল!" তিনি অচিরে গিয়া পূজার উপচারসম্ভার দেখিয়া, আহ্লাদে অগ্রেই হৃদয়নৈবেদ্য শ্রদ্ধাস্রকে সাজাইয়া পরম উদারতায় নিবেদন করিলেন! এলোকেশী অগম্যমহিমান্বিতা পরমা শক্তির নিকট অকাতরে কৃপাপ্রার্থনা করিল,—"মা গো, সংসারে সুখ, অন্তরে শান্তি ও পতির একান্ত অনুরাগ দে মা! জগতে আর কোন ইষ্টের প্রতি আমার দৃষ্টি নাই, কেবল ঐ একমাত্র কৈবল্য নিধির চিরভিখারিণী!" এলোকেশী ব্রাহ্মণের বদন মলিন কেন, জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ফুকারিয়া কাঁদিয়া বলিলেন,—"লক্ষ্মি মা আমার, দুঃখের সংবাদে কি হবে? উদরে অন্ন নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, ছিদ্রিত কুটীরে বাস, তবু কন্যার বিবাহে বরপক্ষের গজোদর পূর্ত্তিতে গৃহখানি অবধি দিগম্বর ঘোষের কাছে বন্ধক দিয়াছি। জামাতাটি আবার এমন জঙ্গলী প্যাগম্বর মিলেছেন যে, পরিণয়ের পরদিন পাত্রীকে 'চেরণ চাস কি আয়না চাস?' প্রশ্ন করেন!" বৃদ্ধের বাক্যে একটী অজ্ঞান 'চোক-গেল পাখীও' কাতরস্বরে তাঁহার সহিত আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিল!

"পরের যাতনায় যা'র হৃদয় বিগলিত না হয়, সে ত মানুষই নয়! হা নারায়ণ, যে দেশের নরকুল এত বর্ব্বর যে বিবাহের ন্যায়

শুভকর্ম্মে দরিদ্র-পীড়নদ্বারা অশুভ হাহাকার প্রচার করে, সে দেশ মানবজন্মে এত উর্ব্বরা কেন?"—রমণিমুকুটমণি করুণকণ্ঠে এই ভাব প্রকাশ করিয়া, অকিঞ্চনকে দুইখানি দুইশত টাকা মূল্যের স্বর্ণাভরণ উপহার দিলে, পুরোহিত মুক্তপ্রাণে কহিলেন,—"সাধু, সাধু! এমন লোক আছে বলিয়াই এখনও পৃথিবী চলিতেছে!"

ভট্টাচার্য্য পুলকভরে বাহিরে আসিবামাত্র, যুগল চঞ্চলভাবে বলিল,—"মশায়, কি দুর্ভাগ্য, হলধর এইমাত্র ব'লে গেল, তোমার গৃহিণী হঠাৎ বিধবা হয়েছেন!"—তখনি উত্তরীয়শুদ্ধ অলঙ্কার ও পূজার ফলমূল ভূমে ফেলিয়া দিয়া, দ্বিজ হা-হুতাশে হতপ্রাণ হইবার উপক্রম করিলে, চতুর যুগল যুগ্মকরে কহিল,—"ঠাকুর, তোমার মত দিগ্‌গজ মূর্ত্তিমান থাকিতে সিন্দূরভূষণসম্বলা ব্রাহ্মণী সে চিরগৌরবের ধন সহসা ত্যাগ করিতে পারেন কি? হায়রে, আমরণ কেবল 'অড়দগব হযবরল' কণ্ঠস্থ করিতে ও এইরূপ নৈবেদ্যের গন্ধমাদন বহিতেই কাটিল!" হতবুদ্ধি বৃদ্ধ তখন ধড়ে প্রাণ পাইয়া, আনন্দে উড়ানী কুড়াইয়া যেন উড়িয়া বাড়ী গেলেন।

একদিন এলোকেশী প্রভাকে একমনে বলিতে লাগিল,—"ভাই, তুই কিসের মিলনের কথা বলিস? যে দিন আমার তাঁর সঙ্গে মনে মনে বিবাদ হবে, সে দিন আমি অনল হইয়া জ্বলিয়া উঠিব! আর আমি বেশী দিনও, বোধ হয়, বাঁচিব না। প্রভা, প্রাণের প্রভা, যদি আমার চিতাভস্ম কোন উপায়ে তাঁর পদে মাখাইয়া দিতে পারিস, তবেই লক্ষ্মি, আমার উদ্ধার হবে! কিন্তু তিনি যে সময় নিদ্রা যাইবেন তুই তখন আমার সদ্গতির জন্য তাঁর শান্তিভঙ্গ করিতে পারিবি না!" প্রভা ভাবাবেশে 'পরের কথা পরে হবে, এখন ভগবতি, পদছায়া দিয়ে প্রভাকে তোমার প্রকৃত

প্রভায় প্রভাময়ী কর !” বলিয়া মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া, উদ্বেলহৃদয়ের শান্তি-আশে বড় সাধের বাল্যের টেবেল-হারমোনিয়ম-শিক্ষার নিপুণতা পরীক্ষা করিতে বসিল, এলোকেশীও অঞ্চল দিয়া চঞ্চল নয়নবারি মুছিয়া, অন্তরদাহী শোকবেগ সঙ্গীতের এই মর্ম্মন্তুদ ভাষায় পরিণত করিতে চেষ্টা করিল———

ভৈরবী——একতালা।

এসেছি ভুবনে, কেবল ক্রন্দনে,
কাটাইতে কাল, শুন মোর কথা !
নীরবে কাঁদিছি, নীরবে পুড়িছি,
সহস্র সাহারা, অতি তুচ্ছ ব্যথা !
যাতনার হ্রদে, সদা হৃদি কাঁদে,
ভুলোনা আমারে, খাও মোর মাথা !
স্বার্থপর নর, করে জরজর,
মরমের শিরা, তপ্তানল যথা॥
স্বর্ণ-সিংহাসন তোমার আসন,
মোর সনে কেন দহিবে গো হেথা !
(যদি) এতই তোমার করুণাপ্রসার,
ডুবিতে হইবে, দারুণ বিধাতা !
একত্র থাকিব, দুজনে পুড়িব,
পাপ-পৃথিবীতে হবে নির্ম্মলতা !
বিস্ময়ে অমনি চাহিবে অবনী
আমাদের পানে, গাহিবে এ গাথা !

হৃদয়ের প্রত্যেক তুফানের সহিত সমভাবে সুর-লহরী তুলিয়া সুর-সুন্দরী এলোকেশী এই গানটীর সঙ্গে অশ্রুতরঙ্গ মিশাইতেছে,

এমন সময় প্রফুল্লকে আসিতে দেখিয়া, প্রভা সত্বর প্রস্থান করিল। তখন ফুল বাবু পত্নীর নিকট সকরুণস্বরে ক্ষমা চাহিল,—"দেবি, প্রিয়ে, অনেক যাতনা তোমায় দিয়েছি, একান্ত অযোগ্য পাংশুল-কুলাধম আজ তোমার চির-অম্লানপ্রেম-প্রসূনে মুগ্ধ! বল, প্রাণ ভরিয়া ক্ষমা করিলে?" বধূ তত আদর, তত সোহাগ, তত সম্মান আশা করে নাই; তৎক্ষণাৎ কাতরধ্বনিতে 'সে কি নাথ, ক্ষমা কি!' বলিয়া, পাপাকুল ফুলের পদতলে পতিত হইল। অমনি স্বামী কাঁদিয়া তাহাকে কোলে ধরিয়া প্রগাঢ় চুম্বন করিল। সহসা প্রভা আসিয়া হাসিয়া বলিল,—"দাদা, এমন স্নেহের সামগ্রীও আবার লোকের বিরাগপাত্রী হয়!" ফুল লজ্জায় স্ত্রীর যুগলবাহু-লতিকাগ্রন্থি ছাড়াইয়া অধোবদনে উত্তর দিল,—"প্রাণের ভগিনি, আর আমার নিগ্রহ করা কেন? সূর্য্য সাক্ষী, আজ হ'তে আমি এ হিরণ্ময়ীর অঙ্গে আর কঠোর হস্ত অর্পণ করিব না!" নীরদের ঐকান্তিক যত্নে এ শুভসম্মিলন হইল বুঝিয়া, গরবিণী প্রভা বৌদিদিকে 'সোণার রূপ শুধু বর্ণে হয় না, সোণার কাজেই প্রকাশ পায়!' বলিয়া, হাসিমুখে গাজিপুরে গমন করিল। চারিমাস ঘোষ-সংসারে সুখের পৌষমাস বর্ত্তমান থাকিয়া, শেষে আবার ঘোর সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রামসুন্দর দেশে ফিরিয়া পার্শ্ববর্ত্তীগ্রামে ভ্রাতার সুস্থতার সংবাদ পাইয়া, তাহার সহিত অচিরাৎ সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন বোধ

করিলেন না, আবার কোন্ মুখে সে নিগ্রহকারী জ্যেষ্ঠের সম্মুখে উপনীত হইবেন, মাঝে মাঝে এ লজ্জাভাবও মনে আসিয়া সহোদরের চরিত্রোৎকর্ষসাধনে বাধা দিল। মহামায়া স্বামীর দর্শন পাইয়া সানন্দে আবাসে প্রত্যাগত হইতেছে শুনিয়া, উভয়ে মিলিয়া সে সাধু সংকল্প সমাধা করিবেন ভাবিয়া, অপেক্ষা করিলেন।

এলোকেশী বিভোরপ্রাণে ঘরে রামায়ণ পড়িতেছে——

"জানকী কহেন দুখে হইয়া নিরাশ,
স্বামী বিনা রমণীর কিবা গৃহবাস।
তুমি সে পরম গুরু, তুমি সে দেবতা,
তুমি যাও যথা নাথ, আমি যাই তথা।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি,
স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি।
প্রাণেশ্বর! একা কেন হবে বনবাসী,
পথের দোসর হব, সঙ্গে লও দাসী।
ভ্রমণ করিবে নাথ! বনে নানা ক্লেশে,
দুঃখ পাসরিবে, যদি দাসী থাকে পাশে।
যদি বল, সীতা, বনে পাবে কত দুখ,
শত দুঃখ ঘুচে, যদি হেরি তব মুখ।
তোমার কারণে তাপক্লেশ নাহি জানি,
তোমার সেবায়, দুঃখ সুখ হেন মানি।
তব সাথে বেড়াইতে কুশকাঁটা ফুটে,
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে।
তব সহ থাকি যদি ধূলা লাগে গায়,
অগুরু চন্দন চুয়া, জ্ঞান করি তায়।

তবসহ থাকি যদি পাই তরুমূল,
রম্য অট্টালিকা নহে তার সমতুল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন,
তব রূপ নিরখিয়া করিব বারণ॥"

পরিশেষমাত্র স্বামী আসিতেছে দেখিয়া, পুস্তক পার্শ্বে রাখিল, ফুল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি করিতেছিলে?"

"রামায়ণ পড়িতেছিলাম, আহা, কি চমৎকার উপদেশ! সীতাদেবী স্বামীর জন্য কত কষ্টই ক'রেছেন, কেমন স্ত্রীলোক।"

"আচ্ছা, আমি যদি বনে যাই, তবে তুমি সঙ্গে যাও না?"

"হতভাগিনীর সে ক্ষমতা আছে কি না ঠিক জানি না, কেবল জানি রমণীর স্বামীই সর্ব্বস্ব, পতির তিরস্কারও তা'র পক্ষে আশীর্ব্বাদ, পতির দুর্ভাগ্য পর্য্যন্ত তা'র কাছে সৌভাগ্যরূপে গণ্য। কবে আমি তোমার শ্রীচরণের সাথে বদ্ধ্যতা-ছায়ার মত ফিরিতে থাকিব!"

"তোমায় তিরস্কার!—আমার হৃদয়জলধির গভীরতমপ্রদেশে নিয়তক্রীড়ানিরতা অপ্সরারাণি, কার সাধ্য তোমার প্রতি রূঢ় কথা প্রয়োগ করে! তোমার মত স্ত্রীর সাথে আমি ঘোর পর্ব্বতকন্দরে, কি গহন অরণ্যে যেতেও অনিচ্ছুক হই না!" এইরূপে পরস্পর মধুবাণীর আদানপ্রদানের পর, ফুল অতুলসুন্দরীকে সোহাগ করিতে ব্যস্ত হইল।

এলোকেশী অন্তঃসত্ত্বা হইলে, সৌরভ নানামতে তাহার সেবা করিয়া, স্বীয় যশঃসৌরভ বিস্তার করিতেছে। একদিন এলোকেশী তাহাকে বলিল,—"মুরো দিদি, আজ ভাল দেখে গোটাকএক গোপালভোগ আম আনাতে হবে।"

"ভালই ত, আজকাল তোমার সব সেরা খাবারই দরকার, আর আমরাও কোন্ না কিছু প্রসাদ পাব!"

"না দিদি, নিজের ততটা লালসা নাই, যিনি আমার জগতে একমাত্র মহাগুরু, তাঁর রসনাতৃপ্তির তরে বলিতেছি!"

বেশ কথা, বেশ কথা! চিরকাল প্রাণ পুরিয়া তাঁহার সেবা কর, চিরকাল তাঁকে সোহাগ-ডোরে বেঁধে রাখ!"

"দিদি, নিরীহ প্রাণী আমি, সাধ্য কি কাহাকেও বাঁধি, সব ভুবনেশ্বরের দয়া! কিন্তু মার মৃত্যুর পর খুড়ীমা না থাকিলে, কিরূপে সংসার চলিত!"—অমনি খুড়ীমা 'কি গো ভাগ্যধরের মেয়ে, অভাগিনীর নামে কি ব'লছিলে, বাছা!' বলিয়া আসিয়া, সৌরভের কাছে বধূ তাঁহার গুণগ্রামের ব্যাখ্যা করিতেছিল শুনিয়া কহিলেন,—"নিজের নাভিদেশের তীব্রগন্ধের উদ্দেশহারা কস্তুরী হরিণ যেমন বনময় কল্পিত সৌরভের অনুসন্ধান করে, লক্ষ্মী বৌমা আমার স্বীয় সুচরিতবিভূতিবশে যে এতদিন সংসার শৃঙ্খলায় ছিল, তাহা না ভাবিয়া অপরের ভিতর সে গুণের যত গন্ধ অনুভব করেন!"

নীরদের সৎসঙ্গনিগড়ে বদ্ধ হইয়াও এলোকেশীর প্রেমমোহে মজিয়া, ফুলবাবু শ্যামসুন্দরের মায়া তিনমাস ভুলিয়া ছিল। এক-দিন শ্যামের পারিষদ মন্মথ আসিয়া তাহার প্রভুর কঠিন পীড়ার কথা জ্ঞাপন করিয়া, প্রফুল্লকে কীর্ত্তিপুরে লইয়া গেল। বন্ধুকে সমাদরসহ পাশে বসাইয়া শ্যাম বলিল,—"ফুল, আমার এত বড় অসুখের সময় তুমি একবারও আসিলে না, কত মর্ম্মান্তিক কষ্ট হয় বল দেখি?" ফুল ক্ষমা চাহিল,—"কি করিব বল, গৃহে বহু কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম।"

"তোমার কথা বাগবুড়িয়ার চ্যাপলেন মহাশয় আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করেন।" এইবার প্রফুল্লের মনে কত কি স্মৃতিরেখা জাগিয়া উঠিল, যেন মুহূর্ত্তে সতী পত্নীর পুণ্যপাশ মোচিত হইল, মুহূর্ত্তে ফ্লোরার জ্বলন্ত মূর্ত্তি মরম অধিকার করিল, হৃদয়ের সদ্ভাব-রবি অচিরে অস্ত গেল, কলুষ-তমসা আবার ফুলকে চতুঃপার্শ্বে বেষ্টন করিল! শ্যাম শয্যাশায়ী অবস্থায় অন্তও মত্তসেবা ভুলিল না, প্রফুল্লও ইষ্টদেবীর করুণায় বঞ্চিত হইল না! রাত্র বাড়িতে থাকিলে, যুগলের বারংবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, ফুল অগত্যা বাড়ী ফিরিতে বাধ্য হইল।

সেই যামিনীতেই যাতনার পালিতাতনয়া এলোকেশী বুঝিল, তাহার সুখ-আশা শরতের মেঘের মত, রামধনুর বিচিত্রবর্ণ-বৈভবের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; অভাগিনী বুঝিল, পতি আবার কুসঙ্গে মিশিয়া পানাসক্ত হইয়াছে। ফুল সোৎসাহে বলিল,—"আমি যেখানে যাব, অর্দ্ধাঙ্গিনি, তুমিও তথায় সঙ্গিনী হবে?"

"তোমার আদেশ পালন করাই আমার চিরবাঞ্ছা, কিন্তু—"

"কিন্তু কি,—চিরবাঞ্ছা বটে, তবে আমায় বাঞ্ছারাম পেয়ে, প্রতিকথায় বাধা দেবে, এইত!"

"কিন্তু সময় ও স্থান বিবেচনা চাই, তোমার সহিত তীর্থে যাইতে পারি, তোমার সঙ্গে স্বর্গে যাইতে বড়ই ইচ্ছা, দুর্দ্দশায় মলিনবেশে তোমার সাথে যাব, কিন্তু নাথ, দেবগ্রামের জমীদারের পুত্রবধূ কাহারও প্ররোচনায় কোন দৈত্যের সভায় পদার্পণ করিতে পারে কি?"

"কি, এত তেজ, আমার সম্মুখে এমন বিষবৃষ্টি!—মূর্খ আমি, এতদিন বিষধরকে বুকে ধ'রেছি!—তোমার কথায় বড় জ্বালা

পেলেম, এখনও বক্তব্য ভেবে দেখো!” হা মূঢ়, কুক্ষণে তুমি এলোকেশীর পবিত্রদৃষ্টির গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া আবার কাৰ্ত্তিপুরের দানবাগারে প্রবেশ করিলে কেন?

বর্ষার নিবিড় সন্ধ্যা,—দিগ্‌বধূ বুঝি আদর্শ বধূর ক্লেশে অক্লান্ত নীরধারা বর্ষণ করিতেছে; কিন্তু বজ্র-সৃজিতা সৌদামিনী জগতের চতুর্দ্দিকে বিষাদভাবাবলোকনে আনন্দে ঈর্ষার হাসি হাসিয়া, যেন এলোকেশীর দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ের অন্তঃস্থলে মাঝে মাঝে জ্যোতি বিস্তার করিয়া, বিদ্রূপবাণ হানিতেছে! পুনর্ব্বার ফুল সস্ত্রীক বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিল, পত্নী সন্ত্রস্তস্বরে, করজোড়ে কহিল,—“হা দুখিনিবল্লভ, হে জীবন-সর্ব্বস্ব, আজ তোমায় যেতে দেবনা! ঐ দেখ বিদ্যুৎ উঠ্‌ছে, এই শুন কড়কড় বজ্র প'ড়ছে, এ সময় কেমন ক'রে বাহির হবে!”

“নিজে যদি না যাও, তবে ঘরেই পচিয়া মর!”—রূঢ়ভাবে এই বাক্য সমাপন করিয়া, অকস্মাৎ বাহির হইতে দ্বারে চাবি দিয়া, ফুল দীর্ঘপাদবিক্ষেপে সে রাত্রের জন্য কোন শান্তিধামে চলিয়া গেল। অমর-অভিশপ্তা চিরদুঃখিনী বাতায়নের ধারে মুখ বাড়াইয়া, উন্মত্তা প্রকৃতির অন্ধকারমূর্ত্তি স্বীয় হৃদয়ের প্রতিকৃতি ভাবিয়া, অশান্তিকে সাদরে আবাহন পূর্ব্বক শ্রাবণের ধারার মধ্যে নীরবে উষ্ণধারা মিশাইতে লাগিল,—এ জগতে কেহ তাহার অবিরল অশ্রু মুছাইতে আসিল না; হতভাগিনীর কাতর প্রার্থনা কোন করুণা-প্রবণ দেবতার শ্রবণে পশিল কিনা জানি না! পরদিন খুড়ীমা তাহাকে ঘরের বাহিরে আনিয়া সযত্নে আহার করাইলে, ফুল রোষকষায়িত-নেত্রে বলিল,—“অমন করিলে কিন্তু কাকীমার এখানে পোষাবে না!”

একদিন রামের দেখা পাইয়া, যুগল বলিল,—"গোঁসাইদাদা, তোমার বিহনে প্রাণটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ছিল। যখন দেখা পেয়েছি, তখন আমাদের কাজে অনেক কষ্ট দিব। দেখ, জামাইবাবুর যত্নে ফুলদাদা ও বৌদিদির মনোভাব বড় মনোহর হয়; সে দিন আবার বাবুর স্ত্রীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি ফুরায়েছে, তবু এখনও তাঁর উপর বৌদিদির ভক্তির ত কিছু লাঘব দেখি না!"

"ভক্তিভাবের লাঘব হবে,—গঙ্গোত্রীর অফুরন্ত অমৃতধারা কখন থামিয়া যায় কি? ভাই, যে প্রেমে বারিধি পৃথিবীকে বুকে ধরিয়া নাচে, যে প্রেমে ভূধর-অধর অনিবার অমিয়স্রোতে স্নেহ-প্রীতি-ভক্তিরূপ সরস্বতী-যমুনা-জাহ্নবীর পুণ্যসঙ্গমে মরুভূমিকে স্নিগ্ধ করে, সহস্রগ্রহ-তারাব্যাপ্ত ত্রিদিবপ্রদীপের আলোক-জালের ন্যায় যে অব্যয়, অক্ষয় প্রেম অগণিত প্রাণে অশেষ আশার, অনন্ত শান্তির কিরণ প্রসার করে, যে প্রেমে শশাঙ্ক মনের পঙ্ক তিরোহিত করে, যে প্রেমে কুসুম হাসে, কোকিল-পাপিয়া নিয়ত অতৃপ্ততানে মানব-মনে জন্মজন্মান্তরের সুখস্মৃতি উদ্দীপিত করে, নীরস পাদপ উপাদেয় ফল উৎপাদন করে, এ সেই পবিত্রতাবিধায়িনী প্রেম, যে প্রেম পণ্ডিত আর পাগলকে কোমল অঙ্কে আলিঙ্গন করে, এ সেই চিরশান্তিসঙ্গিনী প্রেম! আর, পূতহৃদয়া এলোকেশীর সদাচরণই জীবনব্রত, সজ্জনকে সহস্রপ্রকারে নির্জ্জিত করিলেও, সে স্বভাব ভুলিতে পারে না,—

"ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনশ্চারুগন্ধং।
দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণম্॥
ছিন্নং ছিন্নং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডঃ।
প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতিবিকৃতি জায়তে নোত্তমানাম্॥"

যুগল, বিশেষ বিরোধের আভাস পাইলে, আমি তোমাদের গৃহলক্ষ্মীকে প্রাণে বাঁচাইতে উহার জ্যেষ্ঠ শিবদাস বাবুকে এ পাপপুরী হইতে লইয়া যাইতে লিখিব।”

এতদিন পরে প্রভার একখানি পত্র পাইয়া, বধূ ফুল্লপ্রাণে পাঠ করিতে লাগিল,—

“শ্রীশ্রীহরি শরণং। গাজিপুর, ১৮ই শ্রাবণ।

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

পরে বৌদিদি, তোমার হস্তলিপি কিছুদিন হইল না পাইয়া আমার কোমলপ্রাণে বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, দাসীকে শীঘ্র সংবাদ দিবে। আবার কি সেইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ?—” এলোকেশী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—“ভাই প্রভা, আমার যে দুর্দ্দশার শান্তির জন্য তুই প্রাণান্তে উদ্যত হ’তিস, আবার বুঝি সেই বজ্রাঘাত হতভাগিনীর শিরে পড়িবে!”

“এখানে সকলে আমায় স্বর্গের কিন্নরী-পরী ভেবে সর্ব্বদা মুখের কাছে ব’সে ব্যস্ত করেন, তোমরা বুঝি আমার ডানাদুটা কেটে নিয়ে নিশ্চিন্ত হ’য়েছিলে, তা, বিম্বাধরের মধুধারা যাবে কোথা! আইনের কড়াকড়ির ভিতর প্রেমের এত হুড়াহুড়া!” বৌদিদি আনন্দে কহিল,—“যাক্, তুই যে এমন অমল প্রেমে মত্ত আছিস, এই আমার যথেষ্ট স্বচ্ছন্দতা!” ইহাতে যেন মনোব্যথার কতকটা বিরাম হইলে, পত্রের শেষাংশ পড়িল।

“খুড়ীমার পত্রে তোমার গর্ভসঞ্চারের সমাচারে, আমরা যে কিরূপ আনন্দের তরঙ্গে পড়িয়াছি, কি বলিব! সে দিন তোমার ঠাকুরজামাই, তাঁহার একটা সঙ্গীণ মোকদ্দমায় কঠিন ওকালতীর

সুফল ফলিয়াছে দেখিয়া, বন্ধুবান্ধবদের প্রকাণ্ড ভোজ দিলেন! কবে আমি বাড়ী গিয়া আমার সোণার নন্দগোপালকে কোলে তুলে পাড়ায় পাড়ায় দেখিয়ে বেড়াব! তখন সে আনন্দপুতুল ও দাদার মধ্যে কে তোমার স্নেহ-রণে পরাজিত হয় দেখিয়া হাসিব!

চিরস্নেহের—পুবি।"

সতী পারিপ্লবনয়নপ্রান্তে বসন সংলগ্ন করিয়া বলিল,—"প্রভা, প্রভা, পৃথিবীতে তুই স্বর্গের ছবি! কিন্তু তোর আশা আর পূর্ণ হইল না!" কাকীমা আসিয়া বুঝাইলেন,—"বৌমা, রাতদিন এখন কেঁদনা, আবার সুদিন হবে।"

ফুলের অন্দরমহলে কাকীমা আজ কথকতা দিবেন। দলে দলে লোক আসিতেছে, কত স্ত্রীলোক বাটনাবাটা-কুটনাকুটার টান ছাড়িয়া, কত স্থবির অৰ্দ্ধনিমীলিতলোচনে বসিয়া বসিয়া তামাকুসেবার মহিমা ভুলিয়া আসিয়া জমিতেছে। কথক মহাশয় আসর জমাইবার আশায় দ্বিগুণ উৎসাহে বন্দ্য জয়দেবের বন্দনা-গীতি ধরিলেন,——

"স্মর গরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্!
ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্!"

অমনি দশনপাঁতি বিকাশ পূর্ব্বক ফুলবাবু বীরভদ্রবেশে আসিয়া চীৎকার করিল,—"এ সব কি কাণ্ড! যে সব কুলস্ত্রীরা ভুলিয়া স্বামীর সাথেও কোনস্থানে যায় না, অন্দরে কতকগুলা পুরুষ জড় করিয়া তা'দের এ কি কেলেঙ্কারী! ওহে কথকষণ্ড, এইখানেই তোমার ভণ্ডামির ইতি কর!" সে নরসিংহমূর্ত্তির

ভয়ে কথকঠাকুর তাঁ।সর্ব্বাগ্রেই আসন ছাড়িলেন, তদ্ব্যতীত বাবুর সুমধুর সিংহনাদে অতিবৃদ্ধ কর্কটকিশোর মৌণিক মহোদয়ের, কথকের সুমিষ্টস্তোত্রগাথাকালে, অকাতরনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, বৃদ্ধা কণ্টককুমারীর জপমালা হঠাৎ হাত হইতে পড়িয়া গেল, অপোগণ্ড শিশু মর্কটমাধব ত্রাসে মাতৃস্তন ত্যাগ করিল, দয়িত-স্মৃতিপীড়িতা যুবতী তাড়কাসুন্দরী বিভোরপ্রাণে পান চিবাইতে চিবাইতে অকস্মাৎ চিবুকদেশ অপর্য্যাপ্ত তাম্বুলরসে ভাসাইয়া চতুর পিতা-পিতামহের নামকরণতাৎপর্য্য স্বকার্য্যে ধার্য্য করিল! ক্রমে সকলেই সরিয়া পড়িল। খুড়ীমা অপমানে মরমে মরিয়া পিত্রালয়ে যাইবার সময় বধূকে সস্নেহে আশ্বাস দিলেন,—"ভয় কি মা, তোমার ভক্তিসৌরভ ত্রিদিবপতিকে মুগ্ধ করিয়া, এই অভিশপ্ত পরিবারে অচিরে তাঁহার কৃপাকণা আকর্ষণ করিবে!"

অশনিসম্পাতের পূর্ব্বে যেমন একবার জলদে বিজলী জ্বলে, আলেয়া যেমন কিছুক্ষণ সুশ্রী ধারণের পর পূতিগন্ধসহ নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ এলোকেশীর ভাগ্যে সর্ব্বনাশ ঘটিবার অগ্রে একবার সুখকর স্বামীপ্রেম মিলিয়া ছিল! একদিন বৈকালে মুষলধারে বর্ষাপাত হইতেছে। ফুল রক্তনেত্রে ঘরে ঢুকিয়া এদিক ওদিক কি খুঁজিয়া, স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"সে ছবিখানা কোথায়?"

"ছবি কিসের, হাঁ মনে প'ড়েছে, সেই মেমের ছবি নাই? তবে বুঝি ঠাকুরঝি গাজিপুরে নিয়ে গেছে।"

"কি সর্ব্বনাশ, আমার কলঙ্ক প্রচার করিতে নীরদের কাছে সে পাপীয়সী ছবি লয়ে গেছে, ঘোর ষড়যন্ত্র!"

"ষড়যন্ত্র কোথা! আমি যে চিরকাল তোমার অন্তরে সুচিন্তা, প্রকোষ্ঠে পরামর্শ, ওষ্ঠদ্বয়ে হাসি ও যজ্ঞের সঙ্গে দক্ষিণার সম্বন্ধের

মত তোমার প্রতিকার্য্যে সমবীণাতন্ত্রী হইতে চাই!"

"রাখ্ তোর বিদ্যাসাগরী ভাষা, ঢাক্ তোর কালিমামাখা মুখ! স্বামীর প্রতিকূলাচরণ করিলে, কি শাস্তি হয় এই দেখ্!" তখনি পাষণ্ডের-নিক্ষিপ্ত লৌহদণ্ডাঘাতে, লিখিতে লেখনী কাঁপিতেছে, সে চারুলতা, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দারুণ ব্যথায়, 'হা হৃদয়াধিক!' বলিয়া সংজ্ঞাহীনা হইয়া পড়িল। দাসদাসীরা স্থানান্তরে কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, এমন সময় মহামায়া আসিয়া বধূর শুশ্রূষায় মন দিল। কিছুপরে একজন চিন্তাক্লিষ্ট ভদ্রলোক দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া, বধূর পাশে বসিয়া বলিলেন,—"দিদি, এই সুখের জন্যই কি তোমার জমীদারের সংসারে পরিণয় হয়েছিল? চল বোন, মরুভূমেই হ'ক আর কান্তারেই হ'ক, স্বহস্তে তোমার সেবা করিব!" চক্ষু চাহিয়া সহোদরা ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—"না দাদা; আমি যে দেবতার কাছে দোষী হব, তাঁর বড় কষ্ট হবে! এখন তোমায় যত্ন করে কে?" শিবদাস বাবু বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া, মহামায়ার মতে ভগ্নীকে কোলে তুলিয়া, আর্ত্তার উপশমার্থে, গুড়গুড়ে ঠাকুরের কুটীরে অদৃশ্যভাবে চলিলেন। এলোকেশীর শোকে ঝিঁঝিঁপোকাগুলা পর্য্যন্ত অনবরত রোদনে রত হইল, পথে মাঝে মাঝে কএকটা ভেক বিকৃতরবে ডাকিয়া, প্রফুল্লের মনুষ্যত্বের প্রকৃষ্টতার প্রচার করিয়া, 'গলাফুলো কোলাব্যাঙ, ডাকিছে গ্যাঙর গ্যাঙ'-লেখকের অসীম কবিত্বের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিতে লাগিল!

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্যাম মন্মথকে ডাকিয়া বলিল,—"মনু, তোমার ক্ষমতায় এখনও মঞ্জরীর সঙ্গে ফুলের দেখাশুনাটা বন্ধ করা কুলাইল না?" বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শীঘ্রই সে কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার পণ করিল। শ্যাম বাবু সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় বসিয়া সুপ্রতিভার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার ফাটা মাথা অনেকদিন জোড়া লাগিয়াছে, কিন্তু ভগ্ন বিবেক এখনও এক হয় নাই! পূর্ব্বে তিনি মধ্যে মধ্যে মদ্যপান করিতেন, এখন সুরেশ্বরী কৃপা পূর্ব্বক প্রভুকে পূর্ণমাত্রায় পান করিয়া ফেলিয়াছেন! রাত্র ৯ টার সময় মঞ্জরীর শুভাবির্ভাব হইলে, শ্যামের প্রেমাম্বুধি যেন চন্দ্রমাদর্শনে উছলিয়া উঠিল! শ্যাম আজ বৃন্দাবনের শ্যাম সাজিয়া, সরম-সঙ্কুচিতা রাধারাণীর মানভঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন!———

আঁধার হৃদয় মাঝে, রে প্রাণ, তুমি লক্ষ্মীপেঁচা,
শোভে নীলাম্বরী 'পরে যেন পাছা জরীর সাঁচা!
তুমি আমার চিরজীবন জীবনমরণ-কাঠি,
কেন গরম আঁখি কর, সখি, যাব দাঁতকপাটী!

মঞ্জরী লজ্জায় বদন ফিরাইলে, জমীদারনন্দন পুন কহিল,——

দাওগো হৃদি, হৃদিচোরা, মিছে কেন ভান,
ঢেঁকচ ঢেঁকচ করে ঢেঁকী, তবু ভাঙ্গে ধান!

সুন্দরীর মান-কচু বাবুর কচি প্রেমে অসহ্য হইলে, শ্যাম এক-পাত্র মদ্য মানিনীর মস্তকে ঢালিয়া দিয়া, সে বিস্মিত হইয়া উঠিলে, বলিল,—"কর কি, প্রেম-যমুনা যে উজান বহিতেছে!" এই

রসিকতাজনিত হাস্যের প্রতিধ্বনি গৃহদ্বার উত্তীর্ণ হইতে না হইতে ঘরের দুই পার্শ্ব হইতে এক সন্ন্যাসী ও একটী যোগিনী অপূর্ব্ববেশে, মুগ্ধপ্রাণে এই গীত গাহিতে গাহিতে আসিলেন,—

ভজ গৌরাঙ্গ, বহিছে ধরা,
ছাড়রে রঙ্গ, পাপ-পসরা,
ঘোর সুড়ঙ্গ স্মরেনা গোরা—
এড়াবি যদি! প্রেমজলধি!

মঞ্জরী শত আশঙ্কা বুকে ধরিয়া তখনি কোথায় পলাইল, শ্যাম 'যাও কোথা?' বলিয়া, বাধা দিতে উঠিবামাত্র ঝলকে ঝলকে রক্ত বমন করিতে লাগিল। রামসুন্দরের যথেষ্ঠ সেবায় সে সংজ্ঞা পাইয়া, নিজ অবস্থায় লজ্জিত হইল; রাম ও শ্যামে কত পার্থক্য সেই দণ্ডেই বুঝিয়া, 'ভাই, তুই এসেছিস, বাঁচিলাম, কয়দিন থেকে কে যেন এ অধমকে তোর সৎসঙ্গে শান্তি পেতে নীরবে পরামর্শ দিতেছে! কুলতিলক, কুল উজ্জ্বল কর্!' এই আন্তরিক কথায় কনিষ্ঠকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলে, শ্যামের হৃদয়ে যেন পুণ্যের শুভ্র, শীতল জ্যোতি ফুটিল!

পরদিন রাত্রে চন্দ্রদেব ভাগিরথীর পূতবারির তরঙ্গে তরঙ্গে শত প্রতিচ্ছবি দেখিয়া আনন্দে মাতিয়াছেন, যেন গিরিকুমারীর কাছে ভারতের পূর্ব্বকথা, আর্য্যভূমির গৌরবগাথা সরলহৃদয়ে শুনিয়া উদ্দীপ্ত হইতেছেন, আবার বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের অবনতি-সংবাদে, বেদনায় নীলঘনে ম্লান বদন লুকাইতেছেন! তেঁতুলিয়ার ঘাটে একখানি নৌকার মাঝিরা মুক্তপ্রাণে গাহিতেছে,———

"সাধ আছে মা মনে,
'দুর্গা' ব'লে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবিজীবনে!"

ক্ষণেক সকলি নীরব হইল, পুনরায় তরণীর মধ্যে মধুতান উঠিল,—হিমাংশুও যেন সে স্থর স্থিরমনে শুনিলেন———

স্থরট———কাওয়ালী।

"তবে প্রেমে কি স্থখ হ'ত।
আমি যারে ভালবাসি, সে যদি ভালবাসিত॥
কি স্থখ কিংশুক ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টকহীনে,
ফুল ফুটিত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত॥
প্রেমসাগরের জল, হ'ত যদি স্থশীতল,
বিচ্ছেদবাড়বানল তাহে যদি না থাকিত॥"

তবু প্রেমিকার কৃপা না পাওয়ায়, যুবক আবার সাদরে কহিল,—
সারাটি প্রকৃতি সাজিয়াছে আজি প্রেমে কিবা মনোরমা,
জোছনা-ছলনে চাঁদিমা আকুল, ফুল দিবে তোরে চুমা!

রমণী বিরাগ-আবেগে বসিয়া পড়িয়া, আর্ত্তস্বরে বলিল,—"না ফুল বাবু, দুখিনীর সর্ব্বস্বই ত গিয়েছে, আমায় ক্ষমা কর। আর অবাধপ্রেমের স্রোতে অসাড় থাকিতে আমার ভাল লাগে না! শ্যাম বাবুর বাড়ীতে গতকল্য সাধু রামসুন্দরের বদনে কি জানি কি ছবি দেখেছি, তাহাতে আমার পাষাণপ্রাণও টলিয়াছে; কে যেন বলিয়া দিল, 'সাবধান, শাস্তির শেষ নাই'! নারীর শ্রেষ্ঠধন সতীত্ব-মুক্তামালা পশুর মত ছিন্ন করিয়াছি সত্য, কিন্তু একদিন এ কালামুখীও স্বামীসোহাগিনী ছিল; হায়, পতি আমায় কলঙ্কের ডালি বহিতে অকালে ফেলিয়া গেলেন! গৃহে পতিব্রতা জগদ্ধাত্রীর ন্যায় স্ত্রীরত্ন থাকিতে তুমি দিশাহারার মত ঘুরিতেছ কেন? জগতে যদি কোন প্রকৃত প্রেম থাকে, তবে সে পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম! আর না, এই যে মনে চুলা জ্বলেছে, শাস্তি

কোথা, শান্তি কোথা! মানুষের ধিক্কার শুনিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিব, অকাতরে রোগীদুঃখীর সেবা করিব, গ্রামে গ্রামে শিশুদের সুনীতি শিখাইব, বুক থেকে পাপের ছায়াও ছিঁড়িয়া ফেলিব, তা হ'লে কি উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হ'বে না?"

"কি বলিলে, পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম, জগদ্ধাত্রীর মত স্ত্রীরত্ন, হা—হা, সেটাকেও যে যমালয়ে পাঠিয়েছি! উঃ, মন এমন করিয়া উঠিল কেন, মঞ্জরি, তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিবে, মূঢ়কে শিক্ষা দাও, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি! সতীত্ব-লুণ্ঠিতা দুখিনি, তুমি আমা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, তোমার অশিক্ষিত হৃদয়ে অনুশোচনা উপস্থিত, আর পামর আমি একান্তপতিরতা সতাকে বারবার নিগৃহীত ক'রে, অলীক প্রেমসাগরের কূলে বসিয়া, চাঁদ-চকোরের ভালবাসায় আশান্বিত আছি, ধিক্ আমার শিক্ষা, ধিক্ আমার সভ্যতা! লালসা, মদগর্ব্ব, ছেড়ে দাও, কেঁদে বাঁচি, আজ হ'তে এ পাপিষ্ঠ দানবেশে, অনন্যমনে যাতনার চরণসেবা করিবে!"

ফুলের এই উদ্বেগময়ী বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র, বাহিরে চারিধারে বিকট 'জাল গুটাও, জাল গুটাও!' শব্দ উঠিল; উদ্বেজিত মাঝীরা ডাকিল,—"বাবু মশা', নায়ে ডাকাত প'ড়েছে!" মঞ্জরী তাড়াতাড়ি এক চোরকুঠুরীতে আশ্রয় লইল, বাবু ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, অমনি একজন শ্মশ্রুশালী দস্যু ঘরে দ্রুতপদে ঢুকিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল,—"আমার অনুসরণ কর!" নির্ব্বাক প্রফুল্ল ক্রীড়নকের ন্যায় তাহার অনুজ্ঞা পালন করিল। দস্যু একটি ছোট নৌকা করিয়া গঙ্গার মধ্যস্রোতে গিয়া কহিল,—"পাপের ক্রীতদাসত্ব আর কতদিন করিবে?" ফুল কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"তুমি শক্তিমান, আমি নিঃসহায়, তোমার কাছে দোষী কিসে?"

"ফুল, আমি দস্যুপতি নই, তোমার কাঙ্গাল দাদা রামসুন্দর, শ্রীমন্ত সর্দ্দারের দয়ায়, আজ মন্মথের অভিসন্ধি ভেদ করিলাম!"

"কি, রামসুন্দর! তুমি কোন সাহসে এত রাত্রে, বিশাল দাড়ীর সহায়ে, ভয় দেখাতে এসেছ? জান না, এক ফুৎকারে তোমার মত শত পাগলকে দৃষ্টির অন্তরালে ফেলিতে পারি!"

"তাই কর, জগতে পাপীর এত প্রতাপ যে, আমায় ডাকাত ভেবে, তুমি কিছু আগে ত্রাসে কাঁপিতেছিলে, কিন্তু যেই শুনিলে তোমার ত্রাণকর্ত্তা একটা প্রেমপাগল নিরীহ জীব, অমনি তাহার নিপাতে উদ্যত!—মেরে ফেল, এমন নির্ম্মম ভুবনে না থাকাই শ্রেয়ঃ!"— এই বলিয়া ক্ষোভভরে রাম ভান-শ্মশ্রু দূরে ফেলিলেন, পরিচয় দিতে যে ভানবেশ পরিহার করিতে হয়, এ বুদ্ধি পূর্ব্বেও তাঁর যোগায় নাই—দাড়িধারী হইলেই, মানুষকে লোকে গড্ডলিকা ভাবিবে, এ ভাবনা তাঁহাকে কখনও ব্যতিব্যস্ত করে নাই!

"আহা, রামদাদা, তোমার আননে কিসের কিরণ ভাসিতেছে! পাপীকে নীতিশিক্ষা দাও, ব'লে দাও, প্রায়শ্চিত্ত কোথা!" অমনি ফুল রামের শ্রীপদে পড়িল।

"উঠ ফুল, দেখ ভাই, সুধাংশুতে শান্তি, গঙ্গাসলিলে শান্তি, সমীরণ চরাচরে শান্তিবার্ত্তা বহন করিতেছে, সব শান্তিমাখা!"

"শুধু আমার এ মরু-মরমে অশেষ অশান্তি কেন? এই প্রতিজ্ঞা করিলাম, অদ্যাবধি পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করিব!"

পাপের হস্তে নিষ্কৃতি পাইবার অগ্রে, ফুলের অন্তরে ফ্লোরার বাসন্তী শ্রী সমুদ্ভাসিত হইলে, শেষবার তাহার অবস্থা জানিবার আশয়ে, পরদিন বাণবুড়িয়ায় গিয়া যুবতীর গৃহে বাতায়নপথে যে ব্যাপার দেখিল, তাহাতে শশাঙ্কেও কলঙ্ক আছে, স্থির বিশ্বাস

করিল—দেখিল, তথায় শ্যাম বাবুর দক্ষিণহস্তপ্রতিম মন্মথ নিজ দক্ষিণহস্তদ্বারা সুন্দরীর গ্রীবাদেশ ধরিয়া চন্দ্রিকা-বিভোর, ফুলের আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল! সে নরপশুর সাথে বৃথা কোলাহল না করিয়া, একেবারে চ্যাপলেন মহোদয়ের সমীপস্থ হইয়া, বিশুষ্কবদনে নিবেদন করিল,—"ফ্লোরা নামে একটী রমণী কি এখনও খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয়ে আছে?" পাদরী আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন,—"ফুল বাবু, আজ এমন কথা শুনিতেছি কেন?"

"মহাশয়, সত্য কথা বলিতে কি, এইমাত্র আমি দেখে এলাম, শ্যামের কর্ম্মচারী মন্মথ সেই নারীর নিভৃতনিকেতনে আনন্দ-স্রোতে মগ্ন রহিয়াছে!"

"যুবক, তুমি সে একান্তবর্ত্তী কুটীরের দিকে গেলে কেন?" ফুলের বদন লজ্জায় লোহিতবর্ণ হইল;—কোন সময় এক ভদ্র-লোকের ঘড়ী চুরী গেলে, একটী ভৃত্যের উপর গাঢ় সন্দেহ হয়, তখন বেজায় জেদাজেদীর দায়ে, বেচারা যেমন 'আমি দোষী নই, তবে রামকানাই নিয়ে ঐ খোপে লুকায়ে রেখেছে, দেখেছি!' বলিয়া বিদ্যা প্রকাশ করিয়া ফেলে, ফুলও তেমনি অজ্ঞাতসারে, প্রকারান্তরে স্বীয় দোষঘোষণা করিল! পাদরীপুঙ্গব তাহাকে জালে ফেলিয়াছেন ভাবিয়া, একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি ক্রীশ্চান হইয়া স্ত্রীলোকটীর পাণিগ্রহণ করিবে বলিয়াছিলে, আমার মনে নাই কি? এখন সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে না পারিলে এখানে বন্দী হইবে, তোমার যন্ত্রণার অন্ত থাকিবে না!"

"আমি হিন্দুর সন্তান, এরূপ নীচাশয় খৃষ্টধর্ম্মচারীর নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিব কেন? এই ঘরের চারিধারে কি এমন কোন ভক্তপ্রাণী নাই, যে তাহার ভূস্বামীর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন

রাখিতে পারে !”—ফুলের বংশগৌরব জাগিয়া উঠিল, কুলানুগত শৌর্য্যও অপরিহার্য্য হইল।

তখনি একটি লোক লাঠিহাতে বিদ্যুদ্গতিতে আসিয়া, ফুলের হাত ধরিয়া পাদরীকে সতেজে কহিল,—“এই আমি লাঠির জোরে প্রভুকে লইয়া চলিলাম, তোমার গুলিবারুদে বাধা দাও দেখি !”—নিস্পন্দ ব্রিটন-তনয় চেয়ারেই রহিলেন !

কিছুদূর গিয়া যুগলকে ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিতে দেখিয়া, ফুলের সঙ্গী বলিল,—“যুগলদা, চিরঘৃণিত বাঙ্গাল আজ তা’র অন্নদাতাকে পাদরীর অত্যাচার হ’তে রক্ষা কর্‌চে, বাঙ্গালের ধমনীতেও কৃতজ্ঞতা বহে !” যুগল তাহাকে শ্রদ্ধাভরে আলিঙ্গন করিয়া কহিল,—“কাব্য-গুম্‌খুন মশায়, তুমি ত আর এখন তেমন বাঙ্গাল নাই, কেবল পাঁচ কথাটা উচ্চারণের বেলাই যত গোল !”

যুগলের কথা শেষ হইলেই, ফুল নিকটাগত মন্মথকে বলিল,—“কিহে, কোথা থেকে আসা হ’ল ?” মন্মথ সুরার গুণে উদ্ধতার অবতারস্বরূপ উত্তর করিল,—“তুমি কোন্ যমালয় থেকে উঠে এলে ! টীয়াপাখীর গুলীতে মরণ হ’ল না, ডাকাতেরা কাঁচামাথাটা বজায় রাখিল, ‘মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী’ !” প্রভুর মর্য্যাদাহানিতে যুগল রোষে জ্বলিয়া ‘কি নরাধম!’ বলিতেই, ফুল মধ্যবর্ত্তী হইয়া সংঘর্ষের রোধ করিয়া কহিল,—“পাপীর গাত্র স্পর্শ করিতে নাই !” মন্মথ বক্রশিরে ‘পাপীই তোমায় ঘানী টানাবে !’ বলিয়া প্রস্থান করিল।

বাড়ী আসিয়া এলোকেশীর সন্ধান মিলিতেছেনা শুনিয়া, ফুল উদ্‌ভ্রান্তভাবে কাঁদিয়া, ভক্তভৃত্য যুগলকে কহিল,—“পাপীর কাছে সতী থাকিবে কেন ? দুর্দ্দান্ত স্বামী ধর্ম্মপত্নীকে বারাঙ্গনার

ন্যায় নারকীর সমক্ষে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, তাই দেবতা কঠোর-হৃদয়ে তাহার হৃদয়নিধি হরিলেন ; কিন্তু বল ভাই, কোন্ রোগে, কোন্ দণ্ডে আমার সংসারের শ্রী অন্তর্হিতা হ'ল, কোন্ ছলে, কোন্ কুহকে অমরেরা দানব-কবলিতা সুরলক্ষ্মীর উদ্ধার করিলেন !”

“দাদা, কিছুই বুঝিতে পারি না, দুজনে শুধু কাঁদি এস !”

রামসুন্দর আসিয়া শ্রীগোরাচাঁদের চরিতমাধুরী বর্ণনদ্বারা ফুলের কোমলহৃদয়ভূমিতে মোহনপ্রেমবীজ অচিরে উপ্ত করিয়া, আশ্বাস দিলেন,—“ভেবনা, আবার লক্ষ্মী অঙ্কগতা হবেন !”

দেবগ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে,—নিঙ্গেপাড়ার দারোগা প্রবর মন্মথের উৎকোচের বশে প্রফুল্লকে দাঙ্গার অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কিছু অর্থ আদায় করিবার মানসে, পুলীসপশু নখের ভিতর সূচি ঢুকাইয়া, চুনের ঘরে বদ্ধ রাখিয়া বহু যাতনা দিলেও, পাপের ফল হাতে হাতে ফলিতেছে ভাবিয়া, ফুল অটলভাবে বলিল,—“হাজার কষ্ট দাও, অন্তরের মধ্যে যে ন্যায়নিষ্ঠাধন প্রতিষ্ঠিত, কখনও তাহার অন্তেষ্টিক্রিয়া করিব না ! জগৎ, চেয়ে দেখ, শিখে যাও, পত্নীহন্তা দুরাত্মার কি নিদারুণ নিয়তি !” এমন সময় চিরভক্ত যুগল বধূ-প্রদত্ত সমস্ত উপহারাদি বিক্রয় করিয়া, যথাসর্ব্বস্ব দারগা-প্রভুর চরণে ধরিয়া দিলে, জমীদারের মুক্তির জন্য গুরুগম্ভীর আজ্ঞাপ্রচার হইল। ফুলকে কোলে লইয়া ভৃত্য বাহিরে আসিয়া বলিল,—“বা—বা, পুলিস কি ভীষণ জীব !” ফুল ধীরে কহিল,—“চুপ্, ইংরাজরাজ রামরাজ্যের ধ্বজাধারী !”

পরদিন প্রাতে ফুল দেখিল, শ্যামসুন্দর রায়ের সঙ্গে পথে পথে একতারা বাজাইয়া মধুর কীর্ত্তন করিয়া ফিরিতেছে,———

"কবে হবে আমার সে প্রেমসঞ্চার!
কবে ব'লতে হরিনাম, শুন্‌তে গুণগ্রাম,
অবিরাম নেত্রে ব'বে অশ্রুধার!
কতদিনে হবে সর্ব্বজীবে দয়া,
কতদিনে যাবে গর্ব্বমোহমায়া,
কতদিনে হবে খর্ব্ব মম কায়া,
নত হব লতার প্রকার!
কবে যাবে অসার ধরমকরম,
কবে যাবে জাতিকুলের ভরম,
কবে যাবে ছার আঁখির সরম,
পরিহরি অভিমান লোকাচার!
কবে আমি ব্রজের প্রতিকুলিকুলি,
কাঁদিয়ে বেড়াব স্কন্ধে লয়ে ঝুলি,
কণ্ঠ কয়, কবে পিব কর তুলি,
অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনার!"

কুঞ্জ অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিল,—"কি মহান্ ভাব! শ্যামও সুপথে আসিল,—আমার আর মুক্তি নাই! কেন, আমি ত নর-হত্যার চেষ্টা করি নাই, জননীকে গৃহ হ'তে বহিষ্কৃত করি নাই! কিন্তু শ্যামও কখন ধর্ম্মপত্নীকে নিশিদিন যাতনা দেয় নাই! আমি ভদ্রসমাজের অযোগ্য, স্বদেশে পোড়ামুখ আর দেখাবনা!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হাবড়ার সেতুর বিদ্যুদালোক গঙ্গাসলিলে হাসিতে দেখিতে কত সুন্দর! রজনী ১০টার সময় এইস্থলে আজ এক ব্যক্তি

আর একটি বিবাদিত লোককে নানামতে প্রবোধ দিয়া, ক্লান্তি নিবারণার্থ একটু নিদ্রা যাইতে বলিল। যুবক 'ঘুম যে ঘৃণায় পাপনয়ন আর স্পর্শ করে না!' কহিবার পরেই, শান্তিময়ী সুষুপ্তির ক্রোড়ে অভিভূত হইল। 'ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলী ভবন্তি'—হতভাগ্য জাগিয়া দেখিল, সহচর পার্শ্বে নাই, কাপড়ের পুটুলীটা পলাইয়াছে, পকেট হইতে পাথেয় অর্থ অন্তর্ধান হইয়াছে! সে সকাতরে কহিল,—"এমন সভ্য লোকটাও দস্যুপ্রধান! এখন কপর্দ্দকশূন্য আমি যাই কোথা? অট্টালিকামালা, অট্টহাস্য করিতেছ, দীনের ব্যথা বুঝিলে, পাষাণ ফাটিয়া দরধার বহিত!"

ক্রমে উষা শীতলবায়ে অর্থগৃধ্নু মাড়োয়ারী-ধনীদের কঠোরহৃদয় কাঁপাইয়া চলিয়া গেল,—বেলাবৃদ্ধির সহিত পঙ্গপালের মত লোকে নিজ নিজ স্বার্থাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, যেন বড়বাজার আক্রমণ করিল;—ফিরিওয়ালারা ডাক ছাড়িতেছে, মেরুভারশকটবাহিনী গোমাতারা সাশ্রুনয়নে হাঁপ ছাড়িতেছে, পকেটকাটার দল নানা চাল ছাড়িতেছে, তবু কলিকাতাবাসীরা কাপ ছাড়িতেছে না! চামড়ার গন্ধে, হিঙ্গের গন্ধে, পেঁজ-রশুনের গন্ধে সহর ভরপূর, কিন্তু কারুণ্য-সুবাসের বাস নগরের বহু দূরে! ফুল কাঁদিয়া বলিল,—"এখানে কে আমায় দেখিবে? যদি আমার দেওয়ান কাছে থাকিত, যুগল দাদা থাকিত, খুড়ীমা থাকিত, আর—আর একজন, হায়, সে কি আর এ পাপধরায় আছে!" দ্বিপ্রহরের পর তাহার আর্ত্তভাব এক বাঙ্গালীসাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

দেবগ্রামে বীণাপাণির বরপুত্র বিদ্যাভূড়ভূড়ি মহাশয় জঠরের জ্বালায় বাণীপূজনের দিন বাড়ী বাড়ী 'লাগ্‌লাগ্‌বিদ্যে, আমার ভাগ্যে লাগ্!' এই ভাবের মন্ত্র পড়াইয়া কলামূলা যোগাড়

করিলেন, তাহাতেও সারাবৎসর না চলায়, ঘোর জ্যোতির্ব্বিদ্ হইয়া পড়িলেন, শনিরাহুর গতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্বয়ং লোকের কাছে শনিরূপে প্রকট হইলেন; পরে ভূমিকম্পাদি দুর্ঘটনার দিন নির্দ্ধারণদ্বারা পূর্ব্বেই মানুষের হৃদ্‌কম্প ঘটাইলেন! একদিন যুগল তাঁহার বাড়ীতে দেখা করিয়া বলিল,—"দাদাঠাকুর, ক্রমে যে অতলবিদ্যা গজা'ল, উদরে ডুবুরী নামা'তে হবে নাকি!"

"সমালোচনা করে অনেকেই, কিন্তু দুরবস্থায় সহানুভূতি প্রায় কোথাও মিলে না। দেশত্যাগ করাইতে চাও, ভাল, উদর 'স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে'!" মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা না দিয়া, বিশ্বস্ত পরিচারক এলোকেশীর পশ্চিমযাত্রাবার্ত্তা পুরোহিত-সকাশে শুনিয়া, সেদেশে যাইতে প্রতিজ্ঞা করিল।

ব্যারিষ্টার অচলচরণ দত্তের দয়ায় প্রফুল্ল তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় পাইয়া, বাবুর মাতার যত্নে বড়ই তৃপ্তিবোধ করিয়া, একদিন কৌতূহলবশে বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করিল,—"মা, দাদা এত গাড়ীঘোড়া চড়েন, কিন্তু অন্তঃপুরবাসিনীরা এমন ছিন্নবস্ত্রে দিনপাত করেন কেন?" ব্যারিষ্টারজননী লোচনে অশ্রুবিন্দুসহ কহিলেন,—"কলিকাতার মহিমা, সমাজে মানবজায় চাই ত!"

ব্যারিষ্টার মহোদয় স্বীয় অবস্থার বিশেষ উন্নতি না করিলেও, স্বদেশের অভ্যুদয়-কল্পে শরীরপাতে অগ্রণী; অভিনয়-ক্ষেত্রে নারদের ন্যায় উচ্চধর্ম্মব্যাখার পর, অনৃতপঙ্কে মগ্ন না হইয়া, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধবাদিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দিতে, তিনি যুবতী ভগ্নীকে অনূঢ়া রাখিয়াছেন! একদিন জাঁকাল বক্তৃতায় যৌবনোদ্বাহের উপকারিতা প্রচার করিয়া ঘরে ফিরিলে, তাঁহাকে ফুল হাসিমুখে বলিল,—"দাদা, আপনার অদ্যকার বক্তৃতা কত

মোহমন্ত্রময়, কি ইন্দ্রজালপূর্ণ, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তটা টলমল, Vladivostock ভসকাইয়া গিয়াছে, Popocatapetl ধসকাইয়া গিয়াছে, গ্রীণল্যাণ্ডের জমাট হিমাণীমালা আপনার মত বীরের অভাবে রোদনে নিঃশেষ হওয়ায়, সে ভূভাগ পত্র-পুষ্পপরাগে একেবারে Green হইয়া গিয়াছে, নায়াগারার জলপ্রপাত আপনার বচন-প্রতাপে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়াছে, আরেবিয়ার Simoom বিষবায়ু কোথায় উড়িয়া গিয়াছে! আপনার শৌর্য্যে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে খাবি খাইতেছেন, সিমলায় বড়লাট বিরাট শৈলে নিয়ত মাথা ঠুকিতেছেন, রুষ-ঋক্ষ হিরাট হইতেই হঠাৎ লাঙ্গুল গুটাইয়াছে, যবদ্বীপের জাম্বুয়ানেরা পর্য্যন্ত স্বদেশোদ্ধারের ভীমনাদে অম্বুধি কাঁপাইয়া তুলিতেছে! কি অপূর্ব্ব শক্তি, ঐ আকাশে নেত্রপাত করুন, দেবরাজ আপনাকে মহারথীপদে বরণ করিতে সলাজে ইন্দ্রধনু ত্যাগ করিতেছেন!"—সাহেব ফুলের প্রশংসার প্রকোপে মৃদুহাস্তে পিঠ চাপড়াইয়া, তাহাকে সেইদিন হইতে মোকদ্দমার দলিলদাখিলাদি লিখিতে নিযুক্ত করিলেন।

একবৎসরের পর, প্রফুল্ল দ্বিপ্রহরে ঘুমন্ত উড়িয়া ভৃত্য জনার্দ্দনের চারুবদনে সানন্দে তেলকালি মাখাইয়া, উপরে নতুদিদির তলব তামিল করিল। পূর্ণযুবতী ব্যবহারাজীবানুজা চেয়ারে বসিয়া বলিতে লাগিল,—"দাদা ভাবেন, স্ত্রীলোকও বুঝি পুরুষের স্থায় নীরস সমাজনীতির চরণাশ্রিত! রমণীর প্রাণে যে কিশোর-কালেই কি ফুলশয্যা সজ্জিত হয়, সেটা ত জানা নাই! যে দেশে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর হ'ত, শকুন্তলার প্রণয়-গীতির সহিত অম্বর তান তুলিত, সে অধঃপতিতভূমিতে এখন মনের মত লোক পাইবার প্রথা নাই,—আজকাল বোবা বর ও পেঁচা কণের পুরা বাজার!

এখন হাতের কাছে উত্তম ফল ফলিলে, কেহ তাহা পাড়িতে পারে না, বাড়ীর ধারে শীতল স্রোত বহিলে, কেহ তাহা স্পর্শ করিতে পারে না! আমার মন্মথ কতদিন আইনের কাগজ লিখিতে লিখিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কতদিন তাঁ'র গ্রাম্যগন্ধে মোহিতভাবে মঞ্জুকুঞ্জরঞ্জিত তটিনিতীরে একপ্রাণে বাস করিতে অভিলাষ হ'য়েছে!" ফুল এই বিলাপগাথাশ্রবণে ব্যথিতমনে বলিল,—"প্রেমবীণার তান আমি আর বুঝি না, প্রেম একদিন এ ছারপ্রাণে রাজরাণী ছিল, শেষে আমি তার কনককান্তি কলঙ্কে পরিপ্লুত ক'রেছি! হায়, মনে পড়ে সেই ইন্দুনিভানন, সে অপাঙ্গে শতকুশলবর্ষী অনঙ্গহাসি, অবনিচুম্বিত কুন্তলদাম, প্রেমাবেগে গ্রীবাবেষ্টন, মনে পড়ে, বিপথ-পথিকের দিক্‌নিদর্শক সেই দূরবিধূনিত বাঁশরীস্বর! আমি যখন এত ভুলিতে পারি, দিদি, তুমিও সংযম শিখ!" রঙ্গিনী 'ফুল বাবু, তুমিও আমায় এমন কথা বলিলে!' বলিয়া অমনি আসনে আস্তে আস্তে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, রমণীশরীর স্পর্শ না করিয়া, যুবক ব্যস্তভাবে নীচে সাহেব সন্নিধানে চলিল!

যুবতীর কক্ষের ঠিক নিম্নতলশায়ী উড়িয়া ভৃত্য ফুলের দ্রুত-পদশব্দে তাড়াতাড়ি উপরের কাণ্ড দেখিতে ছুটিল! ঘরে গিয়া, প্রেমোন্মাদিনীকে চন্দ্রানন নত করিয়া ধীরে 'চাঁদপানা মুখখানি কই!' বলিতে শুনিয়া ভাবিল,—"চাঁদেব পনা হউচি, চিনির পনা খাইথিলা, বেলের পনা দেখুচিপ্রা, মু চাঁদের পনা ন দেখুচি!" তৎপরে রমণীর অগাধ প্রেমভাবনা ঘুচাইয়া, উৎকলবালক কহিল,—"দিদি, কারো মুখ ফুলিয়া চাঁদের পরা ঢোল হইচু, সারি যাবো, সারি যাবো!" দুখিনী মাথা তুলিয়া সে মুখভঙ্গিমা-

দর্শনে হাস্যরোলে ঘর পূরিয়া, অভাগার কর্ণদ্বয় দুই হস্তে ধরিয়া, একতলায় ভ্রাতা যেখানে লবঙ্গলতার মূর্চ্ছাকালে পলাতক ফুলের উপর তর্জ্জনে রত ছিলেন, তথায় সেইভাবে আসিলে, সকলেই হাসির স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন,—অনাহূতা রতির তরে সাহেবের মদনভস্ম রহিত হইল!

বারাণসীর ত্রিপুরাভৈরবীর ঘাঠের উপর এক দ্বিতল বাটীর প্রকোষ্ঠে কোন রুগ্নার পাশে বসিয়া একটি যুবক বলিতেছেন,—"দিদি, তোমার শ্বশুরালয়ের সংবাদ মন্দ নয়, রাম বাবু লিখেছেন, ফুলের মনে অনুতাপ উপস্থিত; তা'র জন্য রাতদিন ভেবো না।"

"দাদা, শরীর অবশ হ'লে পাছে খোকাসোণার অযত্ন হয়, এই ভয়ে আর ভাবিবনা ভাবি, কিন্তু জীবনব্রত উদযাপিত হ'ল না।" কথা শেষ হইলে, যুগল স্কন্ধস্থিত এক সুন্দর শিশুর কপোলদেশে ধীরে করাঘাতসহ এই শ্লোক গাহিয়া আসিল,——

পেটকামড়ানি, পেটকামড়ানি, তুই বড় বীর,
তোর কামড়ে মানুষ গরু হয় অস্থির!
পুবদোয়ারী ভাঙ্গাঘরে পেটকামড়ানী জাগে,
বড়পীর নরসিংদেবের লেজের ডগার আগে!

শয্যায় শায়িত করিলে, চন্দ্রকিরণ ঘুমন্ত শিশুর চন্দ্রবদন চুম্বন করিতে থাকিলে, অনন্ত শোভা বিকশিত হইল,—যেন অস্ফুটন্ত কুসুম শতস্বপ্নভোরে মৃদু হাসিতেছে! মাতা বারবার তাহার চুমা খাইয়া সস্নেহে কহিল,—"হৃদয়ের ধন, তুই তাঁর পূর্ণ প্রতিকৃতি, তুই আমার সুখস্মৃতিসার! আহা, সেই সুশ্রী আনন, সেই আয়ত নয়ন, সেই সব! কবে আবার তাঁর পদসেবা করিব, হে বিশ্বপ্রাণ, কবে এ ক্ষুদ্রপ্রাণার প্রার্থনা পূরাবে?" অমনি

নিস্তব্ধরাত্রে রাস্তায় শববাহিদের 'রামনাম' শব্দে জাগিয়া, মাতার কোমল বুকে শান্ত হইয়া, দুইবৎসরের বালক বিকটধ্বনির কারণজিজ্ঞাসু হইলে, জননী বুঝাইল,—"কে বুঝি বেড়াতে যাচ্ছে!" বালক বলিল,—"আমিও তবে বেয়াতে দাবো!" মাতা বাধা দিল,—"পাগল ছেলে, এত রাতে যাবে কোথা?" তীক্ষ্ণধী সন্তান তখনি উত্তর করিল,—"ওলা দাবে কেন?" মা সবিস্ময়ে সান্ত্বনা দিল,—"তুমি যে ছেলেমানুষ, বাবা!" পরে মনে মনে 'এমন বুদ্ধিমান পুত্র যেদিন অমন বেড়ান বেড়াইবে, সেদিন নিঠুর বিধাতা তপ্তলোহদণ্ডে দীনার জীবন লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিবেন!' এই ভাবিয়া রমণী কাঁদিল, শিশুও কাঁদিয়া উঠিল। এমনসময় চিরসেবক যুগল পুনরায় আসিয়া কহিল,— "মা, প্রভাসচন্দ্রকে এর মধ্যে অত কাঁদায়ো না, নিজেও বেশী কাঁদিও না! দেওয়ানজী সংবাদ পেয়েছেন, দাদা কলিকাতায়।"

"বাছা, ঈশ্বর কি আর তেমন মুখ তুলবেন!"

সন্ধ্যাকালে ব্যারিষ্টার ফুলকে ব্রহ্মভজনা শিখাইতেছেন,— "মুদিতনয়নে, একমনে সে একমাত্র অদ্বিতীয়কে ভাব!"

"সব যে আঁধার, এই বেয়াড়া তমসাই কি তাঁর রূপপ্রভা!"

"মূঢ়, সে ব্যোমস্বরূপ চিন্ময়ের কি কোন মূর্ত্তি সম্ভবপর? তবে যাহা কিছু জ্যোতির্ম্ময়, মহান্, তাহাই চিদানন্দের অংশ!"

"তবে কি তিনি Chemistryর একটা 'Invisible, inodourous, colourless, tasteless Gas'? ভাল, জ্যোতি কল্পনা করি, একি, আঁখি রবিরেখায় ঢাকিল!"

"ছি ছি, কর কি, সূর্য্যের ধ্যান,—ঘোর পৌত্তলিকতা!"

"তবেই যে দুনৌকায় পা পড়ে,—পাপপুণ্যের মধ্যবর্ত্তী

অবস্থার মত আঁধারালোকের মাঝামাঝি ভাবা মানবের অসাধ্য! জগতে ধর্ম্ম এক ছাড়া দুই নাই,—কেহ সে নারিকেলের খোসা বারেক চিবাইয়া পলায়, কোন ব্যক্তি আর একটু প্রবেশ করিয়া কঠোর মালাটার গুণ বুঝে, কিন্তু যিনি সর্ব্বাভ্যন্তরীণ প্রেম-সলিলে জুড়াইতে পারেন, তিনিই ভাগ্যবান! প্রাণের উপাস্যকে মানুষে প্রেমময় বন্ধুভাবে পাইতে চায়, তাই চারিশতবর্ষ পূর্ব্বে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ জড়বঙ্গ পবিত্র করেন! যে প্রেমে আমাদের মত জগাই-মাধাইয়ের নীরস প্রাণও জাগিয়া উঠে, সেই প্রেমাবতারের রাতুলচরণ হৃদয়ে ধারণ করুন!"

"তোমার প্রেমকাহিনীতে যে ধূলায় লুটাইতে প্রবৃত্তি হয়!"

"আশ্চর্য্য নয়, 'যে গৌরাঙ্গনাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়'!"

কিছুদিন পরে ব্যারিষ্টার মহোদয় তাঁহার একমাত্র চেয়ার-সম্বলিত উপরের আঁধার 'পার্‌লারে' ফুলকে 'প্ল্যাঞ্চেটের' কীর্ত্তি-কথা জ্ঞাপন করিলেন,—"এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্রে মনঃসংযোগপূর্ব্বক যে কোন প্রেতাত্মার ধ্যান করিলেই, উহা তখনি আভির্ভূত হইয়া ভূতভবিষ্যৎ বিবৃত করিয়া দেয়!"

"অদ্ভুত, বৈজ্ঞানিকদিগের ঘ্রাণশক্তি যে ক্রমেই বাড়িতেছে, শেষে তাঁহাদের নেত্রতারকামধ্য দিয়া, কর্ণপটাহ ভেদ করিয়া, আরো নূতন বিস্ময় বাহির না হইলে বাঁচি!"

তখন উভয়েই স্থিরমনে এক প্রেতযোনীর স্মরণ করিলে, সত্যই যন্ত্রটায় ঠক্‌ঠক্ শব্দ উঠিল, খোনাসুরে যেন একটা পেত্নী কহিতে লাগিল,—"তোঁমার ভগ্নী বিফঁলপ্রণয়ে মরমে দঁহিতেছে, আঁশ্রিত যুঁবক প্রফুঁল্লের সঁহিত তাঁর মিলন ঘঁটাও!" ফুল মনে মনে ভাবিল,—"তুমি দানব কি দেবতা যেই হও, তোমার

আদেশে আমি ভ্রূক্ষেপও করি না,—প্রণয়-রাণীর পূজক হইয়াও. পামর আমি কালাপাহাড়ের মত প্রেমপ্রতিমা শতধা চূর্ণ ক'রেছি! বিজ্ঞানরাক্ষসি, আজ তুই দীনকে দয়াল রক্ষকের কক্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিলি!" প্রেতাত্মা আবার কহিল,—"ব্যারিষ্টর, আশ্রয়গতা বালিকার ধাত্রী তোমার অচলপ্রেমাশ্রয় চায়!" এই-বার খোনাস্বরটা যেন কোন কোমলবৃত্তিতাড়নে স্বাভাবিক স্বরে পরিণত হইলে, আইনজ্ঞ ত্বরিতগতিতে যন্ত্রান্তস্থিত পরদার অপর-দিকে গিয়া, পেত্নীটি মূর্ত্তিমতী ধাত্রী ব্যতীত কেহ নয় দেখিয়া বলিলেন,—"স্ত্রীবিয়োগের পর কুহকে মজিয়া এ মূঢ় অনেক রঙ্গই করিয়াছে, এতদিনে প্রেমের হরি প্রাণ মাতাইয়াছেন, পাপীয়সি, দূর হও, নবকক্রিমির সঙ্গে ক্রীড়ালিঙ্গন করগে!" ইত্যবসরে প্রফুল্ল পুণ্যপ্রণয়ভাবাবেশে সত্বর রাজপথে নামিয়া, উদ্ভ্রান্তবৎ বলিল,—"সুধাপয়োধরা জননিজন্মভূমি, পাষাণপ্রাণে আজ তোমার সমস্ত স্নেহসৌন্দর্য্য, শস্যশ্যামলাঞ্চল ভুলিয়া চলিলাম!"

আরা সহরে একটী বাঙ্গালীর বিমল আতিথ্যে ফুল স্নিগ্ধমনে বলিল,—"এদেশে বাঙ্গালীরা ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করে না, এখানে শ্যামসুন্দর মেলেনা,—শ্যাম, তুমি আমার কি সর্ব্বনাশই করিলে!" যুবক দুইহস্তে মুখ চাপিয়া কাঁদিল, পরে গগনে রামধনু দেখিয়া কহিল,—"ঐ বুঝি আমার অন্তরতোষিণী স্বর্গরাজ্যে হাসিতেছে: দেবি, তুমি ত কখন আমার যাতনা সহিতে না!—নেবে এস, প্রেমপুষ্পে তোমার চারুকপোল সুরভি করিয়া সাজাই!" আশ্রয়-দাতা বলিলেন,—"দেশবিদেশে উন্মাদের মত ভ্রমিতেছ কেন?"

"কেন তা আপনি কি বুঝিবেন!—মরমরাণীর জীবনান্তকের স্বর্গে-নরকে, দ্যুলোকে-ভূলোকে, কোথাও তিলার্দ্ধ শান্তি নাই!"

"ভাল, প্রণয়ের করুণতানে কঠিন জগৎ জাগাইয়া তোল, আহা,—'Love is loveliest when embalmed in tears'!"

পুণ্যকাশীধাম হৃদয়ে ধরিয়া সুরধুনী প্রাবৃটপ্রবাহিনী, তীরান্তরে বালুকাভূমিশায়ী একটি উন্মাদগ্রস্ত যুবক বিলাপে মগ্ন,— "আজ যেন বিশ্বেশ্বরমন্দিরে জাগ্রতা অন্তরাধিষ্ঠাত্রীর মূর্ত্তি দেখেছি, তাও কি সম্ভব! সে এখন কোন্ অজানা দেশের সীমান্তে ব'সে বীণাবাদনে মত্ত, হায়, কৈ আমার এলোকেশী!————

"নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সি আমার,
জীবনজুড়ান ধন, হৃদিফুলহার!
মধুর মূরতি তব ভরিয়ে রয়েছে ভব,
মানসে সে মুখশশী জাগে অনিবার!
কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোকে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতেরে পারিব না আর!
হে চন্দ্রমা, কা'র দুখে, কাঁদিছ বিষণ্ণমুখে,
অয়ি দিগঙ্গণে, কেন কর হাহাকার!"

ঐ সলিলকল্লোলে তা'র মধুবাণী, ঐ সমীরহিল্লোলে তা'র পদধ্বনি, ঐ বিটপীপত্রে তা'র করতালি শুনিতেছি! ও কার রূপ, চির-ঈপ্সিতে, আর্ত্ত নাথের ব্যথা দূর করিতে এসেছ!" অমনি চন্দ্রকিরণোদ্ভূতছায়াময় বৃক্ষকাণ্ড জড়াইতে গিয়া, সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। কিছু পরে কাহারও কোমলকরস্পর্শে জাগিলে, এক বৃদ্ধ মৃদুভাবে বলিল,—"ভাই, সন্ধ্যার পর প্রান্তরে প্রাণান্ত কর কেন, চল, আশা পূরাব, আকাশের চাঁদ ধ'রে দিব!"

"আকাশে সে শশী হাসে না, ধরায় সে শীতলধারা ভাসে না!"

নামিল। প্রভাস বাড়ীতে তখনও হিন্দুস্থানীসহচরসহ ক্রীড়া-রত; ফুলকে দেখিয়া হিন্দুস্থানী বালক হস্তস্থিত যষ্টি উত্তোলন করিলে, প্রভাস বাধা দিয়া কহিল,—"থি ভাই, বাবু কাঁদে!"

সপ্তাহপরে নিদ্রামগ্ন ফুলকে এক সুন্দরী ব্যজন করিতে করিতে, উপরে 'কুশি' ডাক শুনিবামাত্র লাজভরে পলাইল,—যুবকও তখনি জাগিয়া উন্মত্তের মত বলিল,—"সব কুহেলিকা, যেন কোন প্রভাময়ী প্রেমরাণী আমার পরিচর্য্যা করিতেছিল, অসহ্য স্বপ্ন! আর ত কখন সে হেম-প্রতিমাকে পাব না!" সন্ধ্যা হইল, গগনবাগানে ফুলমালা পার্থিব কুসুমের সঙ্গে কাণাকাণি করিলে, উদ্ভ্রান্ত প্রফুল্ল কহিল,—"আমার বিষাদে ব্রহ্মাণ্ড উপহাসে মত্ত,—ফুলের বাগান শুকায়ে যা, তারার হার নির্ব্বাণ হও! হে ভুবন-নিয়ন্তা, অভাগার অস্পৃশ্যদেহ বিদ্যুৎবাণে অদৃশ্য কর, যেন পাপীর মৃত্যুতে কুলিষ-নির্ঘোষে লোকে চমকিয়া উঠে না!"—তারায় তারায় নিরানন্দের ইঙ্গিত হইয়া গেল! শিবদাস বাবু আসিয়া বলিলেন,—"কিহে সন্ন্যাসীঠাকুর, পুত্র-বণিতা ছেড়ে ঘুরে ঘুরে সোণার দেহ কালি করিতেছ কেন?" ফুল কহিল,—"ব্যঙ্গ কে·, পুত্রের কথা দূরে থাক, দীন পত্নীহীন!" শ্যালক 'তবে এই দেখ!' বলিয়া একটা পরদা টানিলেই, সম্মুখে মানস-সরারবিন্দকে বল্লভমিলনে লজ্জাম্লানাননে দণ্ডায়মানা দেখিয়া, ফুল 'সুররাণি!' বলিয়া, আনন্দাধিক্যে জ্ঞান হারাইল; যে পতি যাতনা দিতে কখন দ্বিরুক্তি করে নাই, পত্নী সেই হৃদয়াধিপের সেবায় বসিল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিদ্বারের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যদর্শনে ক্ষুদ্র মানব ভাবে, বুঝি

আদিকবির ত্রিদিবতুলিকা অতর্কিতভাবে ধরায় নিয়োজিত! রঙ্গময়ী গঙ্গা অমিয়ধারায় ধরণীর শোকতাপনিবারণে তৎপরা; চারিধারে তুঙ্গশৃঙ্গ ভারতের গতগৌরব, তেজ, করুণা, তিতিক্ষার একএকটা অটলস্মৃতিস্তম্ভবৎ দাঁড়াইয়া আছে! চণ্ডীপাহাড়ে দেবীপূজা সমাপনান্তে ভূধরাবতরণের পর এলোকেশীর ক্লান্তিবোধ হইলে, ফুল তাহার দেহবল্লরী ক্রোড়ে নস্ত করিল, তখন সহকার-মাধবীলতার অতুল তুলনা হইল! সতী বলিল,—"অচিরে আমার শেষ হবে, তুচ্ছনারীর তরে পুরুষপ্রধান তুমি, শোকে মগ্ন না হ'য়ে, পরোপকারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিবে! সংসারের যত সুখ, যত শোভা যেন অন্তিমে আমায় গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছে, আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্মে জন্মে তোমায় ভালবাসিতে পারি!"

"সে কালদিনে 'হা সতি, হা সতি!' রবে ভবনিরয় আবার কাঁপিয়া উঠিবে!"—সাশ্রুলোচনে ফুল তাহার কপোল চুম্বিল!

হরিদ্বারেই কোন তীর্থবাসী বাঙ্গালীর গৃহে ভগ্নী তন্ময়ী মিলিল। একদিন তাহাকে এলোকেশী বলিল,—"আমি আর বাঁচিবনা, বড় সাধ, তাঁর গলায় এ লজ্জাবতীলতা গেঁথে দিব!"

"না দিদি, তুমি চিরকাল পতিপ্রেম ভোগ কর, তোমার প্রাণান্তে, কখনই—" ভাবপ্রকাশে অসমর্থা কিশোরী কাঁদিল! পীড়িতা পত্নী ফুলকে সাদরে কহিল,—"আমার শেষ অনুরোধ রাখ, ততীকে সঙ্গিনী ক'রে দ্বিগুণ উৎসাহে সংসারে ব্রতী হও!"

"সাধের প্রতিমা চূর্ণান্তে, কে পুন ষোড়শোপচারে মাতে?"

সতীভূষণা পাষাণপৃথিবীতে থাকিবে কেন?—মহাপ্রস্থানের দিন কর্ম্মস্থল ফৈজাবাদ হইতে আসিয়া শিবদাস বাবু স্নেহশীলা অনুজার গলা জড়াইয়া বালকের মত রোদন করিলে, ফুল শুষ্ক-

নেত্রে বলিল,—"কেঁদনা; কলুষভুবনে যে দেবতা মুহূর্ত্তেও শান্তি পায় নাই, ত্রিদিবপ্রয়াণকালেও সে নির্ম্মলাত্মাকে জ্বালা দিও না। ঘুমাও সতি, নিবিড় রাত্রি, ঘোর আঁধার!" ফুলের হস্ত বুকে লইয়া, 'আলোক, আনন্দ, পতিই সর্ব্বস্ব!' বলিয়া নারীরত্ন মহানিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িল! যাহা সকল সুষমার সার, সমস্ত মাধুরীর মর্ম্ম, সেই রূপরাশি অনলে গলিয়া গেল,—ফুল বিস্মিত-নয়নে দেখিল, এক এলোকেশী যেন দয়া, তেজ, প্রেম, ক্ষমার মূর্ত্তিতে রশ্মিজালে ভুবন ভরিয়া, তাহাকে মহান্ পরোপকারপন্থা অবলম্বনে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিল!

* * * * * * *

করুণকাহিনী ফুরাইল,—যে সুশিক্ষা প্রভার মন প্রেমপ্রবণ করিয়াছিল, সেই বিদ্যাই তাহাকে 'বৌদিদি অপ্রমেয়প্রেমউৎসে আমাদের সাধু কার্য্যে উত্তেজিত করিয়াছে!' বুঝাইল। ততীর পূতবন্ধনে প্রফুল্ল শান্তি পাইল; প্রভাস, অভিলাষ, লাবণ্যলতার মধ্যে কখন বৈমাত্রেয়তা প্রতীয়মান হইল না। শ্যাম বিবাহের পর একটি পুত্র রাখিয়া, অকালে প্রাণত্যাগ করিল। রামের শ্রীগৌরমাধুরীপ্রচারে পাদরীরা ত্রি-নীতি ছাড়িয়া পলায়ননীতির আশ্রয় লইল! আসমুদ্রভারতের কাণ্ডারী, প্রভাসতীর্থচেতা প্রভাসচন্দ্র করুণাদেবীর শ্রীপদকোকনদে ধনপ্রাণ অঞ্জলি দিল!

বহুদিন পরে রামসুন্দর লক্ষ্মণঝুলার নিভৃতকক্ষে ফুলকে সাগ্রহে কহিলেন,—"যতদিন রুক্ষদেহ ব্রাহ্মণের বিদ্যার সমাদর থাকিবে, ততদিন 'এলোকেশী'র মত গ্রাম্যনামের মোহে, আতুরের কোটী-কণ্ঠে গগনে ধ্বনিত হবে—'সাধুতার জয়, জয় এলোকেশীর জয়'!"

সমাপ্ত।